NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

# একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী: বাংলা কথাসাহিত্যে নিঃসঙ্গ পথিক

চন্দ্রযানে-৩-এর সাফল্যে সাহায্য তামিলনাড়ুর মাটির ৭

কলকাতা ২৪ অগস্ট ২০২৩ ৬ ভাদ্র ১৪৩০ বৃহস্পতিবার সপ্তদশ বর্ষ ৭৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 24.8.2023, Vol.17, Issue No.74, 8 Pages, Price 3.00

# চাঁদের দেশে চন্দ্রযান...

## মহাকাশে ইতিহাস সৃষ্টি করল ভারত, চন্দ্রপৃষ্ঠের মাটি ছুঁল চন্দ্রযান ৩

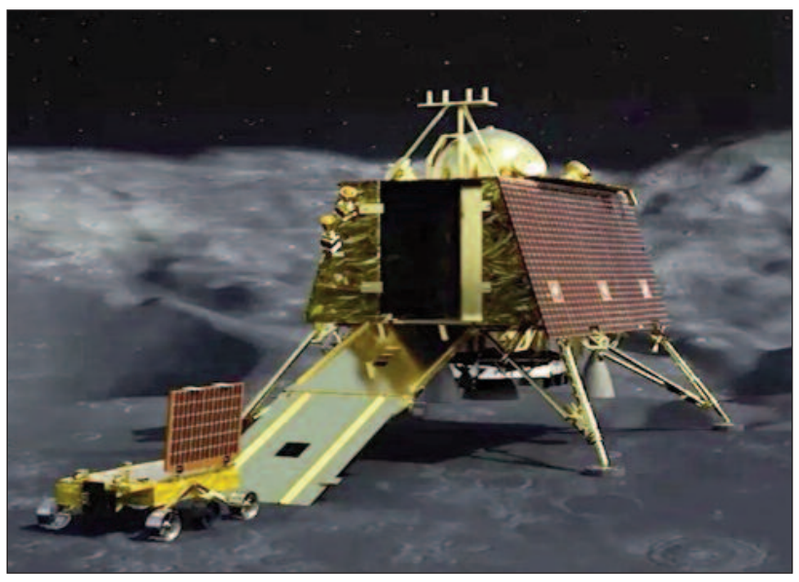

**নয়াদিল্লি, ২৩ অগস্ট:** মহাকাশে ইতিহাস সৃষ্টি করল ভারত। চন্দ্রপৃষ্ঠের মাটি ছুঁল চন্দ্রযান ৩। চাঁদের দক্ষিণ মেরু এখনও পর্যন্ত পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কাছে অনাবিষ্কৃত ছিল। পৃথিবীর আর কোনও দেশ সেখানে পৌঁছতে পারেনি। ভারতের পাখির চোখ ছিল চন্দ্রপৃষ্ঠের সেই অনাবিষ্কৃত 'কুমেরু'ই। তৈরি হল ইতিহাস। চাঁদে সফল ভাবে মহাকাশযান অবতরণ করানো দেশের তালিকায় চতুর্থ হিসাবে নাম লেখাল ভারত (আমেরিকা, রাশিয়া এবং চিনের পরেই)। আর চাঁদের দক্ষিণ মেরু আবিষ্কারের কৃতিত্বও পেল ইসরো।

১৪ জুলাই ঠিক দুপুর ২টো ৩৫ মিনিট। ইতিহাস গড়ার পথে প্রথম পা বাড়িয়েছিল চন্দ্রযান-৩। শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টারের লঞ্চিং প্যাড থেকে চাঁদের উদ্দেশে উড়ে গিয়েছিল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর এই মহাকাশযান। দিন রাত এক করে, খাওয়া-নাওয়া-ঘুম ত্যাগ করে একে একে ৪০ দিন কাটিয়েছেন ইসরোর বিজ্ঞানীরা। নজর রাখেছিলেন চন্দ্রযান-৩-এর গতিবিধির উপর। অপেক্ষায় ছিলেন আপামর দেশবাসী। ইতিহাস তৈরির মাহেন্দ্রক্ষণের সাক্ষী থাকবেন বলে। অবশেষে অবসান হল সেই অপেক্ষার। ভাসতে ভাসতে 'চাঁদের বাড়ি' পৌঁছল ল্যান্ডার বিক্রম। বুধবার সন্ধ্যা ৬টা ৪ মিনিটে চাঁদের মাটি ছুঁয়ে জানান দিল, ভারতীয় বিজ্ঞানের অগ্রগতির বিশাল অস্তিত্ব।

অবতরণের শেষ ২০ মিনিট নিয়ে ইসরোর আশঙ্কার অন্ত ছিল না। কিন্তু সমস্তটাই পরিকল্পনা মাফিক হওয়ায় চাঁদে সফটল্যান্ডিং করল ল্যান্ডার বিক্রম। এবার ল্যান্ডারের পেট থেকে আজানা দেশের খবর সংগ্রহে বেরিয়ে পড়বে রোভার প্রজ্ঞান।

চার বছর আগের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবারের চাঁদ-সওয়ারিকে যোগ্য করে তুলতে ইসরোর বিজ্ঞানীরা যে চেষ্টার কোনও কসুরই রাখেননি, সে বিষয়ে সিলমোহর দিয়েছিলেন বহু বিজ্ঞানী। তবে আগের বার চাঁদের রুক্ষ মাটিতে নাক বরাবর ধাক্কা খেয়ে বিক্রমের পতনের পর যে ব্যক্তির কান্নায় ভেঙে পড়ার দৃশ্য আজও কোনও ভারতীয় ভুলতে পারেননি, তিনি ইসরোর প্রাক্তন প্রধান, কে সিভান। সেই সিভানও এবার ব্যতিক্রমীভাবে আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে দ্বিতীয় চন্দ্রযানের করা 'ভুল' তৃতীয়টি করবে না। মিলে গেল তাঁর সেই ভবিষ্যদ্বাণী।

## 'ইন্ডিয়া ইজ নাউ অন দ্য মুন...'

### ইসরোর বিজ্ঞানীদের শুভেচ্ছাবার্তা জানালেন উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী

**নয়াদিল্লি, ২৩ অগস্ট:** সবে চাঁদের মাটি ছুঁয়েছে ভারত। এর মধ্যেই চাঁদের 'ট্যুর' অর্থাৎ পর্যটনের ভবিষ্যদ্বাণী করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। চন্দ্রযান-৩-এর সাফল্যের জন্য বিজ্ঞানীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে মোদি বলেন, আমার বিশ্বাস আমাদের আগামী প্রজন্ম চাঁদে পর্যটনের স্বপ্ন দেখবে। দূরের চাঁদমামা 'ট্যুরে'র চাঁদমামা হবে।

বুধবার ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা বেজে ৪ মিনিটে অবতরণ করেছে চাঁদের মাটিতে। ঠিক শেষ এক কিলোমিটারে ইসরোর সঙ্গে ভার্চুয়াল মাধ্যমে যুক্ত হন প্রধান মন্ত্রী। যিনি এখন ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছেন রাশিয়ায়। প্রথম দিকে বাকি ভারতবাসীর মতোই তাঁর মুখেও দেখা যাচ্ছিল উদ্বেগ। কিন্তু শেষ মুহূর্তে হাসি ফোটে। বিক্রম চাঁদের মাটি ছুঁতেই হাততালি দিয়ে ওঠেন প্রধানমন্ত্রী। তার পর তাঁকে দেখা যায় ভারতের পতাকা দোলাতে। ভার্চুয়াল মাধ্যমে ছোট পরিসরের সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই আকারে ছোট জাতীয় পতাকা হাতে নিয়েছিলেন মোদি। কিছু ক্ষণ পরে শুরু হয় তাঁর বক্তৃতা। চন্দ্রযান-৩-এর সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞানী এবং ১৪০ কোটি ভারতবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে মোদি বলেন 'আমরা ভারতে পৃথিবীকে মা বলি আর চাঁদকে বলি মামা। ভারতের শিশুদের মায়েরা এত দিন বলে এসেছেন, 'চন্দামামা দূর কি হ্যায়' (ওই দূরে চাঁদমামা)। আমার বিশ্বাস খুব শিগগিরই ভারতের আগামী প্রজন্মের শিশুরা বলবে 'চন্দামামা ট্যুর কি হ্যায়' (চাঁদমামা বেড়ানোর জায়গা)।'

সাফল্যের ঘোষণার পর নিজের বক্তৃতায় সেই চন্দ্রযান-২-এর উল্লেখও করেন মোদি। তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'আমি তিন চন্দ্রযানের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত বিজ্ঞানীকে শুভেচ্ছা জানাতে চাই। আজকের দিনটা ভারতকে আরও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে গেল ঠিকই। তবে হার থেকে শিক্ষা নিয়ে কী ভাবে জয়ী হওয়া যায় তার প্রমাণও দিল এই অভিযান।'

ভারতে স্বাধীনতা দিবসের ৭৫ বছর পূর্তিতে আজাদি কা অমৃতকাল ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। চন্দ্রযান-৩ ছিল সেই অমৃতকালেরই অঙ্গ। মোদি বলেন, 'আমরা পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখেছিলাম। চাঁদে গিয়ে সেই স্বপ্ন পূরণ করলাম। এ হল ভারতের উদীয়মান ভাগ্যের উদয়। সাফল্যের অমৃত বর্ষ। আমি জানি ভারতের ঘরে ঘরে এখন উৎসব হচ্ছে। আমিও মনে মনে সেই উৎসবে আমার পরিবারজন আমার দেশবাসীর সঙ্গে যোগ দিয়েছি। বিজ্ঞানীরা ঠিকই বলেছেন ইন্ডিয়া ইজ নাউ অন দ্য মুন।'

অন দ্য মুন শব্দবন্ধটি আসলে একটি ইংরেজি উপমা। প্রবল খুশির আতিশয্য বোঝাতে এর ব্যবহার হয়। ভারতের সঙ্গে আপাতত এই শব্দবন্ধটি আক্ষরিক এবং উপমা দুই অর্থেই মেলে। মোদিও সে কথাই বলেছেন।

তবে সাফল্য ছুঁয়ে থেমে থাকার প্রশ্ন ওঠে না সে কথাও বুঝিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। বুধবার ওই একই বক্তৃতায় ঘোষণা করেছেন ইসরোর আগামী মহাকাশ অভিযানের। তি বলেন, 'এর পর আদিত্য এল ওয়ান মিশন লঞ্চ করবে ইসরো। আমাদের পরবর্তী লক্ষে শুক্রগ্রহও রয়েছে। আর আছে গগনযান। যার মাধ্যমে ভারত প্রথম বার মহাকাশে অভিযাত্রী পাঠাবে।' চন্দ্রযানের এই সাফল্যই ভারতকে আরও আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

## দেশবাসীকে অভিনন্দন মমতার

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** চন্দ্রযান-৩ সফলভাবে অবতরণ করেছে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে। ইতিহাস গড়ল ভারত। দেশের কাছে এ এক গৌরবের দিন। এই সাফল্যের পর দেশবাসীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। টুইটারে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'জয় চন্দ্রযান-৩। চন্দ্রাভিযানে এই দুর্দান্ত সাফল্যের জয়। ইসরোর জয়।' চাঁদের মাটিতে অনুসন্ধান মিশনে দেশের এই মহান সাফল্যে সমগ্র ভারতবাসীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী টুইটারে লিখেছেন, 'ভারত যে বিজ্ঞানচর্চায় ও প্রযুক্তিতে কতটা এগিয়ে গিয়েছে, তা আজ প্রমাণ করে দিলেন আমাদের বিজ্ঞানীরা। এখন ভারতও 'মহাকাশের সুপার লিগে' খাতা খুলে ফেলেছে।' এই বিরাট সাফল্যের জন্য ইসরো-সহ প্রতি চন্দ্রাভিযানের প্রতিটি স্টেকহোল্ডারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মমতা। টুইটারে তিনি লিখেছেন, 'আসুন এই গৌরবের মুহূর্ত আমরা সকলে মিলে উদযাপন করি এবং জ্ঞান ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে দেশের আরও অগ্রগতির জন্য প্রার্থনা করি।'

## যাদবপুরকাণ্ডে এবার ৩য় বর্ষের ৩ পড়ুয়াকে তলব

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়ামৃত্যুর ঘটনায় এ বার তৃতীয় বর্ষের তিন পড়ুয়াকে তলব করা হল। বুধবারই তাঁদের যাদবপুর থানায় তলব করা হয়েছে।

তৃতীয় বর্ষের তিন পড়ুয়ার পাশাপাশি মেস কমিটির চার সদস্য এবং মেন হস্টেলের ক্যান্টিনের কয়েক জনকেও তলব করেছে যাদবপুর থানার পুলিশ। মঙ্গলবারও লালবাজারে ডেকে পাঠানো হয়েছিল যাদবপুরের মেন হস্টেলের ক্যান্টিনের রাঁধুনিকে। দুর্ঘটনার রাতে বা তার আগে মেন হস্টেলে কী হয়েছিল বা হতে তা নিয়ে এর আগেও পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে মুখ খুলেছিলেন ওই রাঁধুনি। জানিয়েছিলেন, হস্টেলে প্রথম বর্ষের ছাত্রদের উপর হওয়া অত্যাচারের কথা। মঙ্গলবার তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর গত ৯ অগস্ট রাতের ঘটনা সম্পর্কেও বয়ান রেকর্ড করা হয়। তাতে র‍্যাগিংয়ের প্রমাণও পাওয়া গিয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ক্যান্টিনের কর্মচারী এবং কয়েক জন পড়ুয়াকে ডাকা হল।

গত ৯ অগস্ট যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন হস্টেলের বারান্দা থেকে নীচে পড়ে যান এক ছাত্র। তাঁর শরীরে কোনও পোশাক ছিল না। পুলিশ সূত্রে খবর, তারা জানতে পেরেছে, হস্টেলের বারান্দায় সে দিন ওই ছাত্রটিকে বিবস্ত্র করে ঘোরানো হয়েছিল। তবে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর আগে পুলিশ আরও নিশ্চিত হতে চায়। তার জন্যই প্রমাণ জোগাড় করার প্রক্রিয়া চলছে। একই সঙ্গে পুলিশ এ-ও জানতে চাইছে, যে ১৩ জনকে ইতিমধ্যে যাদবপুরের ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তার বাইরে আরও কেউ হস্টেলে র‍্যাগিংয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কি না।

### এখনই বিশ্ববিদ্যালয়ের সব জায়গায় বসছে না সিসিটিভি




**নিজস্ব প্রতিবেদন:** এখনই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সব জায়গায় সিসিটিভি বসছে না। সূত্রের খবর, কর্মসমিতির বৈঠক ছাড়া সিসিটিভি বসাতে চাইছে না যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এদিকে আবার কর্মসমিতির বৈঠক ডাকা ঘিরেও তৈরি হচ্ছে জটিলতা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানানো হয়েছে, রাজ্য সরকার ও আচার্যের নমিনি নিয়ে কর্মসমিতির বৈঠকে সিসিটিভির সিদ্ধান্ত পাশ হলে তবেই টেন্ডার ডাকা হবে। এদিকে বুধবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউ এই সিসিটিভি লাগানো সম্পর্কে জানান, 'আগে একটা প্ল্যান হয়েছিল। সেই জায়গাগুলো স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্ট হিসাবে ধরা হয়েছিল। আপাতত সে সব জায়গায় সিসিটিভি বসানো হবে। তারপর দেখা যাবে কোথায় কী আছে।' একইসঙ্গে তাঁর সংযোজন, 'সব কিছু তো আর চোখের পলকে হয়ে যায় না। এতদিন যা যা হয়ে এসেছে, আর এখন আমি এসে একটা চুটকি মারব, আর সব ঠিক হয়ে যাবে, তা নয়। এখন দেখতে হবে সবটাই। সময় লাগবে।' এই প্রসঙ্গে উপাচার্য এও জানান, আপাতত হস্টেলের গেটের সামনে সিসিটিভি ক্যামেরা বসবে। তারপর বাকিটা দেখা হবে বলে জানিয়েছেন উপাচার্য। তিনি আরও জানান, সব কাজ স্তরে স্তরে সঠিক ভাবেই করা হবে। সব মিলিয়ে আপাতত ১১ টি জায়গায় সিসিটিভি বসানো হচ্ছে।

## লিপস অ্যান্ড বাউন্স: ইডির প্রেস বিবৃতিতে অভিষেকের নাম

### টুইটার যুদ্ধে অভিষেক ও শুভেন্দু

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বুধবার সংবাদ মাধ্যমকে উদ্ধৃত করে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ইডি জানায়, 'তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লিপস অ্যান্ড বাউন্স সংস্থার সিইও বা চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার ছিলেন। একই সঙ্গে জানানো হয়েছে, ২০১২ সালের এপ্রিল থেকে ২০১৪ সালের

জানুয়ারি মাস পর্যন্ত ওই সংস্থার পদ সামলেছেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এই প্রেস বিবৃতিকে নিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর টুইটার পোস্টকে রি-টুইট করে শুভেন্দুকে পালটা আক্রমণ করলেন অভিষেক বন্দোপাধ্যায়। তিনি ইডি ও প্রধানমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে টুইটারে লেখেন, 'আমি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি আপনি (শুভেন্দু অধিকারী) কখন তদন্তকারী সংস্থার অফিসে যাচ্ছেন? ইডি এবং প্রধানমন্ত্রীকে আমার খোলা চ্যালেঞ্জ নারদা কাণ্ডে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য।' শুধু তাই নয় নারদা কাণ্ডে শুভেন্দুর টাকা নেওয়ার ভিডিও পোস্ট করে অভিষেক আরও লেখেন, 'ভিডিওটি দেওয়া হল যাতে, এই চাক্ষুষ প্রমাণ আপনার অন্তর্নিহিত নির্লজ্জতার একটি স্মরণীয় মুহূর্ত হিসাবে কাজ করে।'

পাশাপাশি শুভেন্দু ফের তার টুইটার হ্যান্ডেল থেকে তৃণমূলের অনেক নেতার ভিডিও পোস্ট করে অভিষেকের উদ্দেশ্যে রি-টুইট করে লেখেন, 'আপনি কেনো আপনার ফিরহাদ হাকিম কাকা, মহান চাচা সৌগত রায়, কাকিমা কাকলি ঘোষ দোস্তিদারকে জিজ্ঞাসা করছেন না? তারা আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য ভালো জায়গাতে আছে'।

## মন্ত্রীকে তলব

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** পুরনিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে রাজ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীকে এবার তলব করল সিবিআই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, আগামী ৩১ তারিখ তলব করা হয়েছে তাঁকে। বুধবারই সেই নোটিস স্পিড পোস্ট করা হয়েছে।

## ডেঙ্গিতে মৃত্যু

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ডেঙ্গি প্রাণ কাড়ল কলকাতার এক কিশোরের। নিউ আলিপুরের বাসিন্দা ষষ্ঠ শ্রেণির স্কুল পড়ুয়া সৃজন বসুকে দু'দিন আগে ভর্তি করানো হয়েছিল বাইপাসের ধারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে। বুধবার সকালে সেখানে তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর শংসাপত্রে ডেঙ্গির উল্লেখ রয়েছে।

## সর্বদলীয় বৈঠকের ডাক মুখ্যমন্ত্রীর

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন নিয়ে আলোচনা করতে আগামী ২৯ অগস্ট সর্বদল বৈঠক ডাকা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির পৌরহিত্যে নবান্ন সভাঘরে ওই বৈঠকে স্বীকৃত সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। বিধানসভার চলতি অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন নিয়ে একটি প্রস্তাব আনা হচ্ছে বলেও জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, ২০ জুনের পরিবর্তে ১ বৈশাখ পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা চলছে। ইতিহাসবিদ সুগত বসুর নেতৃত্বাধীন সংশ্লিষ্ট কমিটি এই মর্মে সরকারকে প্রস্তাব দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

## মিজোরামে নির্মীয়মাণ রেলব্রিজ ভেঙে মৃত কমপক্ষে ২৪ শ্রমিক

### মৃতদের মধ্যে রয়েছেন মালদার কয়েকজন শ্রমিক

**আইজল, ২৩ অগস্ট:** মিজোরামে নির্মীয়মাণ রেলব্রিজ ভেঙে মৃত কমপক্ষে ২৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। আইজল থেকে ২১ কিলোমিটার দূরে নির্মীয়মাণ রেলব্রিজ ভেঙে পরে। মৃতরা সকলেই শ্রমিক বলে জানা গিয়েছে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ধসে পড়া ব্রিজের তলায় অনেকে আটকে রয়েছেন। বুধবার সকাল ১০টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে। সেই সময় ঘটনাস্থলে ছিলেন ৩৫-৪০ জন শ্রমিক। মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে, জানিয়েছে প্রশাসন। এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। উত্তরপূর্বের রাজ্যের দুর্ঘটনায় মালদার বাসিন্দা বেশ কয়েকজন শ্রমিকের মৃত্যুর আশঙ্কা, টুইট উদ্বেগ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই উদ্ধার কাজে নেমেছে প্রশাসন। পাহাড়ের দুর্গম এলাকায় উদ্ধারকাজ সমস্যা হচ্ছে। মৃতের সংখ্যা বাড়বে, জানিয়ে দিয়েছে পুলিশ ও দমকলের উদ্ধারকারী দল। ঘটনার খবর পাওয়া মাত্র দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গা। পাশাপাশি নিহতদের প্রতি শোকপ্রকাশ করেছেন তিনি। টুইট করে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মৃত পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। মিজোরামের রাজধানী আইজল থেকে ২১ কিলোমিটার দূরের সাইরাং-এর পাহাড়ি এলাকায় রেলব্রিজের কাজ চলছিল। বুধবার সকাল ১০টা নাগাদ আচমকা ভয়ংকর শব্দে ভেঙে পড়ে নির্মীয়মাণ ব্রিজটি। প্রকাশ্যে আসা একটি ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে ব্রিজের উপরের অংশ।

### নিহত বাংলার শ্রমিকদের পরিবারের পাশে মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** মিজোরামের রাজধানী আইজলের কাছে বুধবার সকালে নির্মীয়মাণ রেল সেতু ভেঙে প্রাণ হারিয়েছেন ২৪ শ্রমিক। পশ্চিমবঙ্গের মালদার রতুয়ার ১৬ জন রয়েছেন ওই তালিকায়। মৃতদের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। তাদের পরিবারকে দু'লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। পাশাপাশি পরিবারের একজনকে চাকরি দেওয়ার জন্য রেলের কাছে দাবি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার সকালে ওই দুর্ঘটনার খবর জানার পরেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীকে তিনি মিজোরাম প্রশাসন ও রেলের সঙ্গে যোগাযোগের নির্দেশ দেন। ওই নির্দেশের পরেই রেল কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি মিজোরামের প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন মুখ্যসচিব। মৃতদেহ রাজ্যে ফেরানোর তোড়জোড় শুরু হয়। পরে বিকেলে মিলনমেলায় এক অনুষ্ঠানে মিজোরামের ঘটনা নিয়ে গভীর শোক প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

### নাম-পদবী

গত 10/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 12295 নং এফিডেভিট বলে Prasanta Kumar Pore S/o. Balai Chandra Pore ও Prasanta Pore S/o. B. Pore সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

### নাম-পদবী

গত 17/08/23 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 4329 নং এফিডেভিট বলে Sk Shish Mahammad Biswas S/o. Sk Mobjul Biswas ও Sk Sis Mahammad Biswas S/o. Sk M Biswas সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

### নাম-পদবী

গত 03/03/23 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 25 নং এফিডেভিট বলে আমি Kakali Kashyabi ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Subal Das ও Subal Chandra Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

### নাম-পদবী

আমি Smarajit Roy, পিতা- সুধীর রায়, সাং স্বামীজি রোড, শক্তিনগর, নদীয়া, ২১.০৮.২০২৩ তারিখের কৃষ্ণনগর ১ম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এফিডেভিট বলে Smarajit Roy ও Smarojit Roy একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

### নাম-পদবী

LICI পলিসি No. 423392928 আমার নাম অতুল মজুমদার আছে। ১৯/৪/২৩ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে আশুতোষ মজুমদার ও অতুল মজুমদার উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম। গ্রাম পূর্ব খামার সিমুলিয়া পোষ্ট খামার শিমুলিয়া নদীয়া।

**শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১**

### বিজ্ঞপ্তি

**ইন দি কোর্ট অফ লারনেড ডিস্ট্রিক্ট জজ হুগলী এ্যাট চুঁচুড়া**
**ম্যাট স্যুট নং- ৪০৪/২০২১**

শ্রীমতী ঊষা মণ্ডল ...দরখাস্তকারিনী
-বনাম-
শ্রী সমীর মন্ডল ...প্রতিপক্ষ

দরখাস্তকারিনী- শ্রীমতী ঊষা মণ্ডল, স্বামী শ্রী সমীর মণ্ডল প্রযত্নে- রতন সরকার, আনন্দমঠ, পশ্চিমপাড়া পোঃ- চুঁচুড়া আর. এস, থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২১০২।

এতদ্বারা প্রতিপক্ষকে জানানো যাইতেছে যে অত্র দরখাস্তকারিনী অত্র প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমাটি দায়ের করিয়াছেন এবং এই বিজ্ঞপ্তি পাইবার/ দেখিবার পর ৩০ দিনের মধ্যে প্রতিপক্ষকে জানানো যাইতেছে যে উক্ত ৩০ দিনের মধ্যে নিজে স্বয়ং বা আপনার নিযুক্তিয় উকিল বাবু মারফৎ অত্র আদালতে হাজির থাকিবেন। অন্যথায় অত্র মামলার একতরফা শুনানী হইবে।
দরখাস্তকারীর পক্ষে উকিলবাবু
দেবদত্তা কুন্ডু

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট জজ কোর্ট, হুগলী, চুঁচুড়া।







## আজকের দিনটি কেমন যাবে?

**আজ ২৪ শে আগস্ট, ৬ই ভাদ্র। বৃহস্পতিবার। অষ্টমী তিথি। জন্মে বৃশ্চিক রাশি। অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনি র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।**

**মেষ রাশি :** কোন স্বপ্নপূরণ হওয়ার সম্ভাবনা, যারা মেকানিক্যাল কর্মে আছেন তাদের সাফল্য নিশ্চিত। দূর ভ্রমণের কথা ছিল। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা। বান্ধবযোগে আনন্দ বৃদ্ধি। যারা নতুন কর্মের আবেদন করেছেন তাদের শান্তির বাতাবরণ। দুর্গা নামকরণ শুভ হবে।

**বৃষ রাশি :** সকালবেলা পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। সতর্ক থাকা ভালো, হঠাৎ করে বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। বাজার, দোকান, পুরানো বান্ধবীর সঙ্গে আজ প্রয়োজনে কথা বলা শুভ। বিদ্যা যোগে বাধা। বিদ্যালয়ের কোন পুরনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে অশান্তির বাতাবরণ। জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

**মিথুন রাশি :** যে বন্ধুকে বিশ্বাস করে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি কাজটি সঠিকভাবে করার জন্য, আপনি সম্মান প্রাপ্তি করবেন। যারা টেকনিক্যাল কাজে আছেন তাদের সাফল্য। সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের উন্নতির সোপান তৈরি হবে আজকে। কোন মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ আজ কোন ডাক্তারের সহায়তায় কর্মে প্রশান্তি লাভ করবেন। সন্তানের কারণে সম্মানযোগ। ব্যবসা বৃদ্ধি অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে দুর্গা নাম করুন এগিয়ে চলুন।

**কর্কট রাশি :** কর্মে শান্তির বাতাবরণ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের শুভ নজর আপনার দিকে থাকবে। যারা সাংবাদিকতা করেন, লেখালেখি করেন তারা এক ধাপ এগিয়ে যাবেন, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়কথা পাকা হতে পারে। যারা এন জি ও বা সেবামূলক কর্মে আছেন তাদের খুবই সম্মান প্রাপ্তির দিন। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

**সিংহ রাশি :** পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। শরীরে যে ছোট অপারেশন হয়েছিল, আজ তা থেকে প্রশান্তি মিলবে। প্রাণায়াম পূজা পাঠে, আনন্দ বৃদ্ধি ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে। যে কাজটা আটকে ছিল এতদিন, তা সফলতার পথ দেখা দিচ্ছে। যারা শিক্ষকতা করেন। অধ্যাপনা করেন। তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। গণেশ দেবতার নাম করুন, এগিয়ে চলুন, শুভ হবে।

**কন্যা রাশি :** অযথা বিতর্কে কেন জড়িয়ে পড়ছেন? আপনার উচিত একটু মাথা ঠান্ডা করে, আজকের দিন টা অতিবাহিত করা। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। প্রেমে দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। বিদ্যায় দুশ্চিন্তা যুক্ত ভাগ্য। দূর ভ্রমণে বাধা। যে বান্ধব কে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি করতে না পারার জন্য মানসিক অশান্তি। জয় তারা জয় তারা বলুন, এগিয়ে চলুন।

**তুলা রাশি :** শুভ গ্রহ সংস্থান। পরিবারে সম্মান প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহবধূদের পূর্ণ সহায়তা লাভ দাম্পত্য জীবনে শান্তির বাতাবরণ। প্রেমে শুভ। সৌভাগ্য বৃদ্ধি হবে, প্রতিবেশীর দ্বারা। সম্মান প্রাপ্তি, ব্যবসা- বাণিজ্য অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। তবে একটু বুদ্ধি খরচ করে আজকের দিনটা বাক্য প্রক্ষেপণ করতে হবে। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

**বৃশ্চিক রাশি :** আজ ব্যয় বৃদ্ধি। যেটা হাতের নাগালের মধ্যে নয়, তার জোর করে পেতে গেলে, অর্থ বা শক্তি প্রয়োগ করা দরকার। খুব সুচিন্তিত ভাবে, কাজ করুন, নয়তো বিবাদ বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন। শশুর বাড়ির একজন প্রবীণ সদস্যের জন্য মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে তবে জয় অবশ্যম্ভাবী জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন। ব্যবসা বাণিজ্যে বৃদ্ধি সম্ভব।

**ধনু রাশি :** পুরাতন বান্ধবীকে যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তার দ্বারা আজকে উপকৃত হবেন। যে স্বজন আপনাকে কাজটির জন্য এতদিন বাঁধা দিয়ে এসেছেন, আজকে তিনি পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। একটু মাথা ঠান্ডা রেখে ধৈর্য ধরে আজকের দিনটা অতিবাহিত করুন। দোকান ব্যবসা, যারা করেন, মাছের ব্যবসা যারা করেন, কোল্ড্রিংস বা স্ক্রিনের ব্যবসা যারা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি। দেবী দুর্গার চরণে ১০৮ হলুদ পুষ্প প্রদানে সর্ব দোষ খন্ডন হবে।

**মকর রাশি :** আজ ধৈর্য ধরে চলার দিন। আজ ২৪ শে আগস্ট গ্রহ সংস্থান খুব একটা ভালো নয়। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। পরিবারের দুশ্চিন্তার বাতাবরণ। কোন ছোট সন্তান বা একেবারে কনিষ্ঠ সদস্যকে নিয়ে দুশ্চিন্তা।কর্মে কালো পথ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অশুভ নজর আপনার দিকে। সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে সাতটি প্রদীপ প্রজ্বলন, দেবী দুর্গা মায়ের নাম বলুন শুভ হবে।

**কুম্ভ রাশি :** বুদ্ধি করে প্রবীন নাগরিকের সঙ্গে বাক্য বিনিময় করতে হবে। বিবাদ বিতর্ক এড়ানোর জন্য যখনই কোন সভা বা মিটিং চলবে তখন আপনি সবাইকে দেখান, যে আপনি একটু অন্যমনস্ক আছেন। তাহলে দায়িত্বটা কম হবে। মোবাইল ল্যাপটপে একটু ব্যস্ত থাকলে সবাই সহযোগিতা করবে। শিক্ষার্থীদের জন্য আজকের দিনটা খুব শুভ নয়, ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি জয় তারা জয় তারা ১০৮ নামকরণ শুভ হবে।

**মীন রাশি :** প্রবীণ নাগরিকের থেকে উপদেশ প্রাপ্ত করবেন, যা খুব কাজে লাগবে। পরিবারের একজন সদস্য আপনার পূর্ণ সহযোগিতা করবেন, কিন্তু তার মন মতো চললে, আপনি উপকৃত হবেন। ডিভোর্সের মামলা যাদের আছে, তারা আজকের দিনটা উকিল বাবুর কথা শুনে চলুন। যারা মাছের ব্যবসায়ী, তরল পদার্থের ব্যবসায়ী, কেমিক্যাল এর ব্যবসায়ী, তাদের অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ আছে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালান আর দুর্গা মায়ের নাম করুন শুভ হবে।

**(আজ ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা দিবস)**


### বিজ্ঞপ্তি

**জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত**
**Probate Case No 10/2023**

শ্রী সুপ্রিয় প্রতিহার ...... দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সর্ব সাধারনের প্রতি জানানো যাইতেছে যে, মৃত সুনির্মল প্রতিহার, পিতা- সুধীর চন্দ্র প্রতিহার, সাকিন- হেড পোষ্ট অফিসরোড, পোষ্ট ও থানা- মেদিনীপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর এর বাসিন্দা তিনি তাহার নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির লইয়া একখণ্ড উইল সম্পাদন করিয়াছেন। উক্ত উইলের একজিকিউটর তাহার পুত্র শ্রী সুপ্রিয় প্রতিহার, উইলের প্রবেট পাইবার জন্য উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। তদ্‌বিষয়ে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে আগামী ইংরাজী ১৬/০৯/২৩ তারিখে স্বয়ং অথবা ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বারা হাজির হইয়া বক্তব্য রাখিতে পারেন, অন্যথায় আইনানুযায়ী কার্য্যকরা হইবে।

**তপশীল**

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- মেদিনীপুর (কোতয়ালী), মৌজা- কামারআড়া, জে.এল নং- ১৮৭, মিউনিসিপ্যালিটি ওয়ার্ড নং- ৩ (পুরাতন), ৮ (নতুন), হোল্ডিং নং ১ (পুরাতন), ১২৪৯ (নতুন), স্বত্বনং ৫০৭, আর. এস প্লট নং- ৪৩/৮৩৮, ৪৩/৮৩৯, ৪৩/৮৪০, ৪৩/৮৪১, পরিমান ৩৮ ডেসিমল, তন্মদ্ধে, দ্বিতল পাকা গৃহাদি ইত্যাদি, চৌহদ্দি- উত্তর- রাস্তা, দক্ষিন- হেডপোষ্ট অফিস রোড, পূর্ব- তিনকড়ি সাঁতরা, পশ্চিম- সুরমা নিবাস।

তারিখ- ২২/০৮/২০২৩

অনুমত্যানুসারে
Tapas Ranjan Chakraborty
সেরেস্তাদার
পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা ডেলিগেট আদালত, ২২/০৮/২৩

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

**উত্তর ২৪ পরগনা**

**অ্যাড কানেক্সন**
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

**হুগলি**

**মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,** সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

**জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,** প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

**নদিয়া**

**টাইপ কর্ণার,** নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

**রাজ টেলিকম,** অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

**সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,** শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

**অবসর,** ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

**সবিতা কমিউনিকেশন,** প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

**ঘোষণা-** এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।


# ভিন রাজ্যে কাজে যাওয়া শ্রমিকদের জন্য জীবন বিমা




**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ভিন রাজ্যে কাজে যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য জীবন বিমা চালু করছে রাজ্য সরকার। যাতে জীবিকার সন্ধানে অন্য রাজ্যে কোনও দুর্ঘটনার মুখে পড়লে হতভাগ্য শ্রমিকের পরিবার আর্থিক ক্ষতিপূরণ পেতে পারে সেজন্যই এই উদ্যো। বুধবার বিশ্ব বাংলা মেলা (পূর্বতন মিলনমেলা) প্রাঙ্গনে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দফতরের উদ্যোগে আয়োজিত রাজ্য স্তরের প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ কথা ঘোষণা করেছেন।

এদিনই মিজোরামে নির্মীয়মাণ রেল সেতু ভেঙে পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন রাজ্যের ২৪ জন শ্রমিক। ওই ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যে সব পরিযায়ী শ্রমিক রাজ্য সরকারের পোর্টালে নাম নথিভুক্ত করবেন তাদের বীমা করানোর বিষয়টি চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। শ্রমিকদের কল্যাণে সাংসদ সামিরুল ইসলামের নেতৃত্বে যে কমিটি তৈরি করা হয়েছে সেই কমিটিকে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। এই উদ্যোগ কার্যকরী হলে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে শ্রমিক বা তার পরিবার আর্থিক ক্ষতিপূরণ পাবেন। আগামী দুয়ারে সরকার শিবির থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম নথিভুক্ত করা হবে বলেও মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। সপ্তম দুয়ারে সরকার শিবিরে পরিযায়ী শ্রমিকদের উপরে বিশেষ নজর দেওয়ার জন্য জেলাশাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য জীবন বিমা চালুর কথা ঘোষণা করতে গিয়ে বলেন, 'বাংলায় অনেক কর্মসংস্থান হয়েছে। আরও অনেক কর্মসংস্থান হচ্ছে। যাতে রাজ্য থেকে কাউকে কাজের জন্য বাইরে যেতে না হয় তার জন্য আমরা বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছি। একশো দিনের কাজে, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে চুক্তিভিত্তিক দৈনিক শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করা হচ্ছে। জীবন বিমা চালু হয়ে গেলে, পরিবারগুলি অন্তত পথে বসবে না।' মহেশতলায় দর্জি হাব তৈরি হচ্ছে বলেও এদিন ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

# এখনই মাসিক বিদ্যুৎ বিলের ব্যবস্থা চালু হচ্ছে না সব এলাকায়

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের এলাকায় ত্রৈমাসিক বিলের পরিবর্তে মাসিক বিলের ব্যবস্থা চালু করা নিয়ে গ্রাহকদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। তাই এখনই সর্বত্র ওই ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে না বলে বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস জানিয়েছেন। বিধানসভার প্রশ্নত্তর পর্বে বিধায়কদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে বিদ্যুৎমন্ত্রী জানান, বিদ্যুৎ পর্ষদ নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় গ্রাহকদের মধ্যে সমীক্ষা করে দেখা গিয়েছে বেশিরভাগ মানুষ তিনমাস অন্তর বিদ্যুৎ বিল দেওয়ার পক্ষপাতি। তবুও নিউটাউন-সহ রাজ্যের কোনও কোনও এলাকায় পরীক্ষামূলক প্রতি মাসের বিলের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

তা কতটা জনপ্রিয় হচ্ছে তা খতিয়ে দেখে তার পরেই এব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। অন্য দিকে ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ৭৩ লক্ষ ৪০ হাজার মানুষকে হাসির আলো প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বার্ষিক আয় কম এমন পরিবারগুলিকে নিখরচায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। বিদ্যুৎমন্ত্রী দাবি করেছেন, রাজ্যে এমন কোনো গ্রাম নেই যেখানে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। বিদ্যুতের জন্য আবেদন করলে বিদ্যুৎ দপ্তরের অধীনস্ত সংস্থাগুলো ৭ দিনের মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়। এদিকে স্মার্ট সিটি প্রকল্পের আওতায় রাজ্যজুড়ে ৩৫ লক্ষ 'স্মার্ট মিটার' বসানো হবে। ধাপে ধাপে গোটা রাজ্যেই ওই মিটার বসানো হবে। এতে বিদ্যুৎ দপ্তরের কাজে সুবিধা হবে। বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীদের আর বাড়ি বাড়ি গিয়ে মিটার দেখে আসতে হবে না। স্মার্ট মিটার-এর মাধ্যমে এ বার থেকে অফিসে বসেই তাঁরা গ্রাহকের বিদ্যুতের ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য জানতে পারবেন। কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকল্পের জন্য ৬০ শতাংশ অর্থ দেবে, রাজ্য সরকারের তরফে ব্যয় করা হবে আরও ৪০ শতাংশ অর্থ। মোট ১১ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা এই প্রকল্পে খরচ হবে।

# হেমন্ত মুখোপাধ্যায় মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত ট্রায়াল রান, সন্তোষ প্রকাশ রেড্ডির

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** কবি সুভাষ - জয় হিন্দ (বিমানবন্দর) মেট্রো প্রকল্পে কবি সুভাষ থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় মেট্রো ট্রায়াল রান হল বুধবার। এসি রেক দিয়ে ট্রায়াল রানের সময় উপস্থিত ছিলেন, মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার পি উদয় কুমার রেড্ডি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থেকে কবি সুভাষ স্টেশনে ফেরার সময়, ৮০ কিমি প্রতি ঘণ্টা গতিতে ট্রায়াল করা হয়েছিল। রেড্ডি এই স্পিড ট্রায়ালের সময় ড্রাইভিং মোটরম্যানের ক্যাবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও ছিলেন অন্যান্য বিভাগীয় প্রধান এবং মেট্রো রেলওয়ে এবং রেল বিকাশ নিগম লিমিটেডের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। ট্রায়াল রানের পাশাপাশি প্রকল্পের অন্য পরিষেবাগুলিও উদয়কুমার রেড্ডি ঘুরে দেখেন। সব দেখেশুনে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও তিনি মেট্রোতে পার্ক স্ট্রিট থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত ভ্রমণ করেন এবং যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন।

# ডিজিটাল মাধ্যমে এবার টাকা জমা করা যাবে শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে




**নিজস্ব প্রতিবেদন:** রাজ্য শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে টাকা জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া ডিজিটাল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে করা হবে। এজন্য একটি বিশেষ পোর্টাল চালু হচ্ছে। একারণে রাজ্য শ্রমিক কল্যাণ তহবিল আইনের এক সংশোধনের প্রক্রিয়া শুরু করেছে রাজ্য। 'ইজ অফ ডুয়িং বিজনেস' ভাবনার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে আইনটিকে আরও বাণিজ্যমুখী করেতে বিধানসভায় একটি প্রস্তাবের ওপর আজ থেকে আলোচনা শুরু হয়েছে। সংশোধনীতে বলা হয়েছে, কোনও সংস্থা যদি এই আইনের মূল ধারা বা বিধি লঙ্ঘন করে, তা হলে সেই সংস্থার কর্তাদের ৫০ হাজার টাকা জরিমানার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সংশোধনের ফলে শিল্পসংস্থা ও শ্রমিকদের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকবে বলে যুক্তি দেওয়া হয়েছে। নতুন কর্মসংস্থানের পথ খুলতেও সংশোধনী প্রয়োজন হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। সংশোধনীর ফলে সার্বিক ভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যে আরও গতি আসবে বলেও মনে করছে রাজ্য। প্রথম দিনের আলোচনায় শাসক ও বিরোধী দলের সদস্যরা আলোচনায় অংশ নেন। তবে অসুস্থতার কারণে শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক অনুপস্থিত থাকায় জবাবী ভাষণ ও বিল পাশের প্রক্রিয়া স্থগিত রাখা হয়েছে। আগামী সোমবার শ্রমমন্ত্রী ওই বিলের ওপর জবাবী ভাষণ দেবেন।

শ্রমিক কল্যাণের লক্ষ্যে ১৯৭৬-এ এই আইন তৈরি হয়। আইন অনুযায়ী গঠিত হয় ওয়েলফেয়ার বোর্ড। সংগঠিত ক্ষেত্রের সংস্থাগুলিকে এই বোর্ডে নির্দিষ্ট অর্থ দিতে হয়। শ্রমিকরাও বেতনের একাংশ দেন। শ্রমিকদের আবাসনের রক্ষণাবেক্ষণ থেকে কর্মীদের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা-সহ বিভিন্ন সহায়তা করা হয় সেই টাকায়।

# বন্ধন ব্যাংকের ৮ম বর্ষ পূর্তি, লেহ, শ্রীনগরে নতুন শাখা




**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** আট বছর পূর্তিতে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখের লেহ জেলায় একটি নতুন শাখা খুলল বন্ধন ব্যাঙ্ক। এছাড়াও জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগরে খোলা হয়েছে একটি শাখা। বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্‌যাপন করা হয় বন্ধন ব্যাঙ্কের অষ্টম বর্ষপূর্তি। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর কেকি মিস্ত্রি। তিনি ভারতের অর্থনীতি, হাউজিং এবং কর্পোরেট দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেন। বন্ধন ব্যাঙ্কের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন।

পাশাপাশি ব্যাঙ্ক একটি মিউজিক্যাল লোগোর মাধ্যমে তার সোনিক আইডেন্টিটি প্রকাশ করে। জাতীয়স্তরে প্রশংসিত সঙ্গীত সুরকার, শ্রী অমিত ত্রিবেদী দ্বারা রচিত এই মিউজিক্যাল লোগোটির মাধ্যমে বন্ধন ব্যাঙ্কের মূল্যবোধের কথা তুলে ধরা হয়েছে।

বন্ধন ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা, এমডি এবং সিইও শ্রী চন্দ্র শেখর ঘোষ বলেন, 'বন্ধন ব্যাঙ্কের এই আট বছরের এই যাত্রাপথ একটি দুর্দান্ত উত্তরণ। লেহ তে আমাদের ব্যাঙ্কের শাখা খোলার মাধ্যমে, আমরা আরও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে আমাদের উপস্থিতি প্রতিষ্ঠা করেছি এবং এতে আমাদের সারা ভারতে উপস্থিতির সংখ্যাও বেড়েছে। সারা দেশে ব্যাপক জনসংখ্যার কাছে পৌঁছানোর জন্য আমরা আমাদের শাখা প্রসারিত করব।' সকল অংশীদারদের এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের ধন্যবাদ জানান তিনি।

# জামুরিয়ায় জলের সমস্যা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুরিয়া:** জামুরিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের লোয়ার কেন্দায় জলের সমস্যায় কয়েক ঘণ্টা লোয়ার কেন্দা কোলিয়ারির উৎপাদন বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। তারা জানান গত ১ মাসেরও বেশি সময় ধরে এই এলাকায় জল সরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ থাকায় চরম সমস্যায় পড়েছেন এলাকাবাসীরা। ডোবরানা অঞ্চল সভাপতি মহেশ পাসোয়ান জানান, এই কোলিয়ারির কর্মরত শ্রমিকরা গত ১ মাস জলের সমস্যায় ভুগছেন এমনকি তার সাথে এলাকার মানুষও এই সমস্যায় ভুগছেন। তাই আজ খাস কেন্দা লোয়ার কেন্দা কোলিয়ারির ৭ নম্বর পিটে কোলিয়ারির উৎপাদন বন্ধ রেখে বিক্ষোভ চলছে। তিনি জানান ইসিএল কতৃপক্ষ এখানে আছেন এবং শুধু আশ্বাস দিচ্ছেন, তবে কবে এই সমস্যা মিটবে তা জানা নেই। এই ব্যাপারে ইসিএল কতৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করলেও কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

# কল্যাণীতে পালিত মনসা মেলা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** প্রতি বছরের মতো এবারেও পালিত হল কল্যাণী গোলপার্কের শ্রী দুর্গা এন্টারপ্রাইজ ও মা মনসা বিল্ডার্সের পরিচালনায় মনসা দেবীর পুজো। দূরদূরান্ত থেকে বহু ভক্তের উপস্থিতিতে পুজো উপলক্ষে হয়েছে একাধিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মেলা। মেলায় ভিড় জমান হাজার হাজার মানুষ। স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস এখানকার দেবী মা অত্যন্ত জাগ্রত। তাই প্রতি বছরেই এখানে মনসাদেবীর পুজোকে ঘিরে ব্যাপক জনসমাগম হয়। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

# কৃষিকাজে নিমপীঠের মডেলে কেঁচো সার করতে চায় জাপান



**নিজস্ব প্রতিবেদন, জয়নগর:** অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহারের পাশাপাশি জৈব সার ব্যাবহারে অনেকটাই এগিয়ে আছে জাপান। এবার তারা ভারতের মডেলে তাদের দেশে কেঁচো সার তৈরি করতে চায় চাষের জন্যে। এ দেশের বর্জ্য ব্যাবস্থাপনা ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন খতিয়ে দেখতে চার দিনের সফরে এ রাজ্যে এসেছে জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েরা। বুধবার তাঁরা গ্রামীন স্তরে কীভাবে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন হচ্ছে তা খতিয়ে দেখতে দক্ষিন ২৪ পরগনার নিমপীঠ আশ্রম পরিদর্শন করেন। আশ্রমের বায়ো গ্যাস প্ল্যান্ট, মধুর চাষ, জৈব সার, মাসরুম চাষ সহ বিভিন্ন প্রকল্প ঘুরে দেখেন। এরপর তারা জয়নগরের সাহাজাদাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ময়লা পোতা বায়ো গ্যাস প্লান্ট ঘুরে দেখেন। জাপানি দলের নেত্রী ও জাপান সোসাইটি অফ মেটেরিয়ালস সাইকেল অ্যান্ড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট এর পক্ষ থেকে মিসুজু আশারি বলেন, 'এই সফরের মাধ্যমে দুই দেশের সম্পর্ক আরও গভীর হবে।' তাঁদের এই রাজ্যের কেঁচো সার প্রকল্প দেখে খুবই ভালো লেগেছে। সহযোগিতা পেলে তাঁরা জাপানেও কৃষিকাজের জন্যে কেঁচো সার তৈরি করতে আগ্রহী। তারা এ রাজ্যের কেঁচো সার প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে বলেন। ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অফ ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, এয়ার অ্যান্ড ওয়াটার এর প্রধান ডক্টর সাধন কুমার ঘোষ বলেন, 'জাপানের প্রতিনিধিরা এ রাজ্যের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন প্রকল্পগুলি দেখে মুগ্ধ। তাঁরা জানিয়েছেন, সহযোগিতা পেলে কেঁচো সার, সহ নানা প্রকল্প তাদের দেশে করতে চায়। আমাদের রাজ্যকেও একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পে সহযোগিতা করতে চায় জাপান।'

# কোম্পানির ফ্র্যাঞ্চাইজি দেওয়ার নামে প্রতারণা! উত্তরপ্রদেশ থেকে ধৃত ৬



**নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া:** বিভিন্ন নামী সংস্থার শাখা খুলে দেওয়ার নাম করে সম্প্রতি প্রতারণার অভিযোগ হাওড়ার জগাছায়। অভিযোগের তদন্ত করতে গিয়ে জগাছা থানার তদন্তকারী আধিকারিকরা উত্তরপ্রদেশের বেনারসের একটি পাঁচতারা হোটেল থেকে ছয় জ গ্রেপ্তার করল। সন্তোষকুমার যাদব এবং অভিজিৎ মণ্ডল নামের দুই পুলিশ কর্মীর সাহসিকতায় কোটি কোটি টাকার প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত এই বিহারের প্রতারণা চক্রের সঙ্গে যুক্ত দলটিকে গ্রেপ্তার করলো জগাছা থানার পুলিশ। সূত্রের খবর একটি বহুজাতিক বেসরকারি সংস্থার ফ্র্যাঞ্চাইজি দেওয়ার নামে ১০ লক্ষ টাকা হাতানোর অভিযোগ পেয়ে তার তদন্ত শুরু করেছিল জগাছা থানার পুলিশ। সেই তদন্তের পর্দা ফাঁস হতেই দেখা যায় শুধু লাখ টাকার নয় বরং কোটি কোটি টাকার প্রতারণার ঘটনার সঙ্গে দলটি জড়িত। বুধবার বেনারস থেকে ট্রানজিস্ট রিমান্ডে হাওড়াতে ধৃতদের নিয়ে আসা হয়। অভিযুক্তদের হাওড়া আদালতে বিচারকের সামনে পেশ করা হয়।

এই প্রতারণা চক্রের সঙ্গে জড়িত থাকার জন্য গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্ত শিশু পাল কুমার(২৯), উপেশ কুমার(২১), লাড্ডু সিং (২০), গোরে লাল কুমার(২২), বিকাশ কুমার(২১), দীপক কুমার (২০)।

একদিন
আমার শহর
৩
কলকাতা ২৪ অগস্ট ৬ ভাদ্র, ১৪৩০, বৃহস্পতিবার

# যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্তে কমিটির মুখোমুখি অরিত্র মজুমদার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** মঙ্গলবার রাতে পুলিশি তলবের পর বুধবার যাদবপুর ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্তে কমিটির মুখোমুখি হলেন ছাত্র মৃত্যুতে নাম জড়িয়ে যাওয়া ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র অরিত্র মজুমদার। ঘটনার দিন কলকাতায় ছিলেন না দাবি করলেও, ১১ অগস্ট রেজিস্টারে তাঁর সই কীভাবে এল তার সদুত্তর দিতে পারেননি ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের গবেষক ওই ছাত্র।

যাদবপুরে পড়ুয়া মৃত্যুর ঘটনার পর হঠাৎ করেই সামনে আসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের গবেষক অরিত্র মজুমদারের নাম। যদিও তিনি যাদবপুরে অনেক বেশি পরিচিত 'আলু' নামে। যাদবপুরে প্রথম বর্ষের ছাত্রের রহস্যমৃত্যুর ঘটনার পর থেকে 'আলু'-র কোন হদিশ না মেলায় ঘনীভূত হচ্ছিল রহস্য। মঙ্গলবার সোশ্যাল সাইটে বেশ কিছু পোস্ট করে প্রশ্নচিহ্ন তৈরি করে দিয়েছিলেন এই অরিত্র মজুমদার। অবশেষে নিজের অনুপস্থিতির সপক্ষে একাধিক 'সাফাই' দিয়ে শহরের ফেরার কথা জানান অরিত্র। শহরে ফিরতেই মঙ্গলবার রাতে তাঁকে যাদবপুর থানায় তলব করা হয়। দীর্ঘক্ষণ থানায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন পুলিশ আধিকারিকরা।

ফের বুধবার ফের যাদবপুর ক্যাম্পাসে দেখা যায় ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্র ডিএসএফের ছাত্রনেতা অরিত্রকে। পড়ুয়ামৃত্যুর ঘটনা নিয়ে এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্তে কমিটির মুখোমুখি হন অরিত্র। তারপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অরিত্র বলেন, 'একটাই কথা বলতে চাই, অবিলম্বে দোষীরা চিহ্নিত হোক ও শাস্তি পাক। যেহেতু একটা তদন্ত প্রক্রিয়া চলছে, তাই বাইরে আমার কিছু বলার নেই। তদন্ত প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে যেখানে যে যা কিছু জানতে চাইবে সব বলব। যা তথ্য চাইবে আমি সব দেব।' তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন হস্টেলে যেতেন কি না, সেই প্রশ্নের মুখে কুলুপ আঁটেন তিনি।

প্রসঙ্গত, একটি মোবাইল কথোপকথন থেকে প্রথম সামনে

আসে অরিত্র মজুমদার ওরফে আলুর নাম। ঘটনার পর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে ছিলেন বলে দাবি করা হয়। এমনকী জেনারেল বডি মিটিংয়ের সময়ও অরিত্র যাদবপুর হস্টেলে ছিলেন বলে বিভিন্ন তরফে দাবি ওঠে। এমনকী পড়ুয়ামৃত্যুর ঘটনা জড়িতদের অনেকের সঙ্গে অরিত্র 'ঘনিষ্ঠ' যোগাযোগ ছিল বলে এমন দাবিও করতে দেখা যায় অনেককে। এরপরই হঠাৎ করে তাঁর গায়েব হয়ে যাওয়া নিয়ে আরও ঘনাচ্ছিল রহস্য।

মঙ্গলবার একটি ফেসবুক পোস্টে ট্রেন ও ফ্লাইটের টিকিট পোস্ট করে অরিত্র লেখেন, 'আমি ঘটনার পরের দিন অর্থাৎ ১০ অগাস্ট রাজধানী এক্সপ্রেসে দিল্লি যাই। সেখান থেকে শ্রীনগরের বিমানে ট্রেকিং করতে কাশ্মীর গিয়েছিলাম। যেখানে গিয়েছিলাম সেখানে মোবাইলের নেটওয়ার্ক ছিল না বলে খোঁজ খবর পাইনি। আমার নামে অনেকেই অনেক কথা বলছেন। আমি কলকাতা ফিরছি। বেশ কিছুদিন ধরেই আমি হস্টেলে যাইনি। যে কোনও তদন্তের মুখোমুখি হতে আমি রাজি।' এদিকে আবার অরিত্রর ফেসবুক পোস্টে অসঙ্গতি রয়েছে বলে দাবি করেছে বিরোধী ছাত্র সংগঠনের নেতারা। অন্য দিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার খাতায় ঘটনার দিন তাঁর সই নিয়েও রয়েছে ধোঁয়াশা। অরিত্রর দাবি তিনি ১০ অগস্ট কলকাতা ছাড়েন। কিন্তু সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের রেজিস্টার খাতায় ১১ অগস্টও অরিত্রের স্বাক্ষর রয়েছে। ১০ তারিখ কলকাতা ছাড়লে উপস্থিতির খাতায় তাঁর স্বাক্ষর কোথা থেকে এল? সে ব্যাপারে অরিত্রর দায়সারা উত্তর 'হয়তো ভুলবশত হয়ে গিয়েছে।'

# তদন্তকারী আধিকারিককে আইনের ধারা পড়ার নির্দেশ বিচারপতির

**নিজস্ব প্রতিতেবদন, কলকাতা:** নজিরবিহীন ঘটনা কলকাতা হাইকোর্টে। রাজ্য পুলিশের তদন্তকারী আধিকারিককে জোরে জোরে আইনের ধারা পড়ার নির্দেশ বিচারপতির। প্রসঙ্গত, এক ইউটিউব সঞ্চালকের বিরুদ্ধে ভুল ধারায় মামলা করায় বুধবার এই নির্দেশ দেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত।

আদালত সূত্রে খবর, এক ইউটিউব সঞ্চালককে তাঁর পরিবেশনায় 'জল্লাদ' শধ ব্যবহার করায় ধর্মীয় ভাবাবেগ ও উস্কানিমূলক শধ ব্যবহার করার কারণে সন্দেশখালি থানায় একটি এফআইআর দায়ের করা হয়। একইসঙ্গে ওই ইউটিউবারের বিরুদ্ধে মানহানি বা সম্প্রীতি নষ্টের অভিযোগ আনা হয়। এরপরই তলব করা হয় এক ইউটিউব চ্যানেলের সঞ্চালককে।

কিন্তু আইপিসি ৫০৫/ ৩ ধারা অনুযায়ী 'জল্লাদ' শধ প্রয়োগের জন্য কোনও সম্প্রীতি নষ্ট বা ধর্মীয় ক্ষেত্রে উস্কানির মতো ঘটনায় অভিযুক্ত কাউকে অভিযুক্ত করা যায় না বলে মনে করছে আদালত। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত এজলাসে উপস্থিত আইও-কে ডেকে আইনের ওই ধারা জোরে জোরে পড়ার নির্দেশ দেন। মৃদু হেসে বিচারপতির কথায়, 'আগে নিশ্চয় ধারা না পড়েই উনি এফআইআর করে ফেলেছেন।' আইও জোরে জোরে পড়ার পর মামলাকারীর আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়কে পুলিশের তদন্ত রিপোর্টে আপত্তি জানিয়ে লিখিত দেওয়ার নির্দেশ দেন।

আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি। আগামী ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ওই সঞ্চালকের বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ বলে জানায় আদালত।

সূত্রে খবর, ওই ইউটিউবার একটি বিশেষ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন তাঁর নিজস্ব চ্যানেলে। একটি বিশেষ অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয় ওই চ্যানেলে। সেখানে কিছু শধ পেশ করা হয় ওই অনুষ্ঠানের মধ্যে। এরপরই এই অনুষ্ঠানে কিছু শধ আপত্তিকর এবং ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত দেওয়া হয়েছে বলে থানায় অভিযোগ জানানো হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই মামলা সাজায় পুলিশ।

তবে কোন শধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন ধারা প্রয়োগ করা উচিত তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় কলকাতা হাইকোর্টে। বিষয়টি লক্ষ্য করেই ক্ষুব্ধ হন বিচারপতি। এরপরই নির্দিষ্ট শধটি ব্যবহারের জন্য সংশ্লিষ্ট আইনি ধারা যে প্রয়োগ করা যায় না, সে বিষয়ে জানানো হয় আদালতের তরফে।

# হাসপাতালে যাওয়ার পথে মেজাজ হারালেন সুজয়কৃষ্ণ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** 'লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডস'-এর অফিস সহ সুজয়কৃষ্ণের বাড়ি এবং আত্মীয়দের ফ্ল্যাটেও সোমবার হানা দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা। সূত্রের খবর, তাঁদের হাতে এমন কিছু তথ্য এসেছে, যাতে সুজয়কৃষ্ণর বিপদ বাড়বে বই কমবে না। বুধবার তা নিয়ে কালীঘাটের কাকু অর্থাৎ সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে প্রশ্ন করতেই তেড়ে এলেন তিনি।

বুধবার যখন সুজয়কৃষ্ণ এসএসকেএম হাসপাতালে শারীরিক পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখনই সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন, 'লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডস কোম্পানিতে তল্লাশি চলছে, কী বলবেন?' সুজয়কৃষ্ণ তখন ছিলেন গাড়ির ভিতরে। মুখে অক্সিজেন মাস্ক লাগানো। তিনি প্রথমে হাত দিয়ে সাংবাদিকের বুম ঠেলে সরিয়ে দেন। তারপর বলেন, 'সরুন এখান থেকে, অসভ্য সব'।। তারপর মুখ থেকে অক্সিজেন মাস্ক নামিয়ে রীতিমতো অগ্নিশর্মা হয়ে বলেন, '২ কোটি বার তল্লাশি করবে, তোর বাপের কী? তোর বাপের কী?'

যখন শিক্ষায় দুর্নীতির তদন্তের

শুরুর দিকে একের পর এক পেঁয়াজের খোসা ছাড়াচ্ছেন তদন্তকারীরা, তখন গোপাল দলপতির মুখে উঠে এসেছিল সুজয়কৃষ্ণ ওরফে কালীঘাটের 'কাকু'র নাম। প্রথমদিকেও অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী ছিলেন সুজয়কৃষ্ণ। সেদিন বলেছিলেন, সমস্ত রকমের তদন্তের মুখোমুখি হতে তিনি প্রস্তুত। তাঁর ভূমিকা একেবারেই দুধ সাদা। কোনওভাবেই দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত নন তিনি। সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র আপাতত বিচারাধীন। তবে তাঁর আত্মবিশ্বাস যে এখন আর অটুট নেই, তা দৃশ্যত ধরা পড়ল ক্যামেরায়। সাংবাদিকরা স্বাভাবিক প্রশ্ন করতেই মেজাজ হারানোর সঙ্গে শালীনতাও উধাও তাঁর কথায়।

ইডি সূত্রে খবর, 'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসে'র বিষ্ণুপুর জল কারখানা থেকে দু'ব্যাগ নথি ও ডিজিটাল নথি বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি। নিউ আলিপুরের অফিস থেকে উদ্ধার হয়েছে আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বিপুল নথি। উদ্ধার বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে মউ এবং চুক্তিপত্র। 'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসে'র আয় ব্যয়ের হিসাব ধরতে মরিয়া তদন্তকারীরা।

# ট্রামলাইন তুলে দেওয়ার প্রস্তাবে আপত্তি পরিবেশ কর্মীদের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** কলকাতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ট্রামের নাম। অথচ এই কলকাতা থেকেই ট্রাম লাইন তুলে দেওয়ার কথা উঠেছে। আর এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সোচ্চার পরিবেশপ্রেমীরা। সম্প্রতি চারটি ট্রাম রুট ছাড়া বাকি ট্রাম লাইন তুলে দেওয়ার পক্ষে মত দিয়েছে কলকাতা পুরসভা। আর এখানেই প্রশ্ন পরিবেশপ্রেমীদের। তাঁদের বক্তব্য, সারা পৃথিবীতে যখন দূষণ কমাতে বৈদ্যুতিক যানবাহনের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে, তখন কলকাতা থেকে কেন ট্রাম তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা চলছে তা নিয়েই।

এই প্রসঙ্গে পরিবেশকর্মীরা জানাচ্ছেন, 'ট্রাম কলকাতার গর্বই শুধু নয়, ট্রাম সবথেকে পরিবেশবান্ধব। ট্রাম তুলে দিলে কলকাতার দূষণ আরও বাড়বে। তাই মেয়রকে অনুরোধ করেছি, কলকাতা থেকে ট্রাম লাইন তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হোক।'

# দক্ষিণ কলকাতার এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা ইডি-র

**নিজস্ব প্রতিতেবদন, কলকাতা:** বুধবার সকাল থেকেই দক্ষিণ কলকাতায় ফের শুরু হয়েছে ইডি-র তল্লাশি অভিযান। আলিপুরে বেলভেডিয়ার রোডে অবস্থিত ব্যবসায়ীর বাড়িতে চলছে তল্লাশি চালানো হয় বলে ইডি সূত্রে খবর। একইসঙ্গে এও জানানো হয়েছে, ওই বাড়িটি জ্ঞানেশ চৌধুরী নামে এক ব্যবসায়ীর । আর্থিক দুর্নীতি মামলার তদন্তে জিজ্ঞাসাবাদ বলে সূত্র মারফত খবর পাওয়া যাচ্ছে।

গত কয়েকদিন ধরেই ইডি-র তদন্তকারী আধিকারিকরা বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছেন। আর্থিক দুর্নীতির জন্যই বিভিন্ন জায়গায় চলছে এই অভিযান। এরপর বুধবার সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ আলিপুরে ১৫ নম্বর বেলভেডিয়ার রোডে জ্ঞানেশ চৌধুরী নামে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে তল্লাশি চালান আধিকারিকরা। স্থানীয় সূত্রে খবর, আবাসনের ছ'তলায় প্রবেশ করেন গোয়েন্দারা। সূত্রের খবর, জ্ঞানেশ চৌধুরীকে করা হয় জিজ্ঞাসাবাদ। তিনি কোনও আর্থিক দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত কি না তাও জানতে চাইছেন তাঁরা।

**আলিপুরে বেলভেডিয়ার রোডে অবস্থিত ব্যবসায়ীর বাড়িতে চলছে তল্লাশি চালানো হয় বলে ইডি সূত্রে খবর। একইসঙ্গে এও জানানো হয়েছে, ওই বাড়িটি জ্ঞানেশ চৌধুরী নামে এক ব্যবসায়ীর। আর্থিক দুর্নীতি মামলার তদন্তে জিজ্ঞাসাবাদ বলে সূত্র মারফত খবর পাওয়া যাচ্ছে।**

# অটো চালকদের মারধরের অভিযোগ কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** অটো চালকদের মারধর করার অভিযোগ উঠল তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে। বরানগর থানার ডানলপ মোড়ের ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, যাত্রী তোলা নিয়ে দুই অটো চালকের মধ্যে বচসা থেকে মারপিট বেধে যায়। অভিযোগ, বরানগর পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সাগরিকা বন্দ্যোপাধ্যায় মহিলাদের নিয়ে এসে অটো চালকদের মারধর করেন। ঘটনার প্রতিবাদ করে ডানলপ-ব্যারাকগামী অটো রুট বন্ধ করে দেন চালকরা। অটো চালকদের অভিযোগ, বহুদিন ধরে এই রুটে কোনও অটো ইউনিয়ন নেই। অথচ চালকদের মধ্যে একটু ঝামেলা হলেই কাউন্সিলর সাগরিকা বন্দ্যোপাধ্যায় নাক গলান। রীতিমতো 'দাদাগিরি'করেন। সমস্যা না মিটলে অনির্দিষ্টকালের জন্য ডানলপ-ব্যারাকপুর রুটে অটো চলাচল বন্ধ রাখার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ক্ষুব্ধ অটো চালকরা। ভোটাভুটির মাধ্যমে এই রুটে অবিলম্বে ইউনিয়ন গড়ে তোলার দাবি জানান তাঁরা।

**বরানগর থানার ডানলপ মোড়ের ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, যাত্রী তোলা নিয়ে দুই অটো চালকের মধ্যে বচসা থেকে মারপিট বেধে যায়। অভিযোগ, বরানগর পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সাগরিকা বন্দ্যোপাধ্যায় মহিলাদের নিয়ে এসে অটো চালকদের মারধর করেন। ঘটনার প্রতিবাদ করে ডানলপ-ব্যারাকগামী অটো রুট বন্ধ করে দেন চালকরা।**

যদিও মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূল কাউন্সিলর সাগরিকা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'যাত্রী তোলা নিয়ে দুজন অটো চালকের মধ্যে এদিন সকালে ঝামেলা হয়েছিল। ভোলা নামে এক অটো চালক আরেকজন অটো চালককে মারধোর করেছিল। সেই ঝামেলা আমি মেটাতে গিয়েছিলাম।'

সাগরিকা দেবীর বক্তব্য, চালকদের মারধোর করার অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। তবে কেউ হয়তো চালকদের মদত যোগাচ্ছে।

# বেপরোয়া বাইকের ধাক্কায় ভাঙল শ্যামনগরের ২৩ নম্বর রেলগেট

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** বেপরোয়া বাইকের ধাক্কায় ভাঙল শিয়ালদহ মেইন শাখার শ্যামনগর স্টেশন সংলগ্ন ২৩ নম্বর রেলগেট। বুধবার সকালের ঘটনা। গেট ভেঙে যাওয়ার ফলে এই গেট পেড়িয়ে যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। রেল অধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেট মেরামতি করেন। তারপর বেলার দিকে উক্ত গেট পেড়িয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। তবে রেলপুলিশ বাইকটিকে আটক করেছে। অপরদিকে এদিন সকালে ২৩ নম্বর রেলগেট সন্নিহিত

শ্যামনগর চৌরঙ্গী কালীবাড়ি মোড়ে ঘোষপাড়া রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় অটো চালকেরা। প্রায় ৩০ মিনিট অবরোধ চলার পর নোয়াপাড়া থানার পুলিশ এসে অবরোধ তুলে দেয়। চৌরঙ্গী মোড়ের অটো স্ট্যান্ডের চালকদের অভিযোগ, ভাটপাড়া-কাঁকিনাড়া রুটের টোটো চালকেরা চৌরঙ্গী মোড় থেকে যাত্রী নিয়ে পলতা, ইছাপুর চলে যাচ্ছে। ফলে শ্যামনগর-ব্যারাকপুর রুটের অটো চালকেরা যাত্রী পাচ্ছেন না। এতেই ক্ষুব্ধ হয়ে টোটোর দৌরাত্ম্যর প্রতিবাদ জানিয়ে অটো চালকেরা এদিন রাস্তা অবরোধ করেন।

# পুজোর বোনাস-সহ পাঁচ দফা দাবিতে এক্সাইড কারখানায় সভা মজদুর মোর্চার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** পুজোর বোনাস-সহ পাঁচ দফা দাবিতে বুধবার সকালে শ্যামনগর এক্সাইড কারখানা গেটে সভা করল তৃণমূল সমর্থিত এক্সাইড পার্মানেন্ট মজদুর মোর্চা ইউনিয়ন। এদিনের সভা থেকে কারখানা কর্তৃপক্ষকেও হুঁশিয়ারি দিলেন উপস্থিত শ্রমিক নেতারা। সভায় হাজির ছিলেন তৃণমূল নেতা সঞ্জয় সিং, মন্নু সাউ, গুড্ডু সিং, ভাটপাড়া পুরসভার সিআইসি অস্থিসয়ী হিমাংশু সরকার, কাউন্সিলর সোমনাথ তালুকদার, সত্যেন রায়, প্রবীর বৈদ্য প্রমুখ। সভায় হাজির হয়ে তৃণমূল নেতা সঞ্জয় সিং এদিন জোরের সঙ্গে দাবি করেন, অস্থায়ী শ্রমিকদের স্থায়ীকরণ করতে হবে। সকল শ্রমিককেই ২০ শতাংশ পুজোর বোনাস দিতে হবে। অস্থায়ী শ্রমিকদের মাসে ২৬ দিন কাজ দিতে হবে। দাবি-দাওয়া পূরণ না হলে আগামীদিনে আন্দোলন জারি রাখার হুঁশিয়ারি দিলেন মজদুর মোর্চা নেতৃত্ব।

# বেহাল পরিকাঠামো, ব্যারাকপুর রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ে বিক্ষোভ অভিভাবকদের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** ১৮৬ বছরের প্রাচীন ব্যারাকপুর রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়। ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের বুকে যথেষ্ট সুনাম রয়েছে এই স্কুলের। অথচ বয়সের ভারে জরাজীর্ণ দশায় পরিণত এই প্রাচীন স্কুল। স্কুলের হেরিটেজ ভবনের অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়। স্কুল ভবনের বেহাল দশা-সহ একাধিক অভিযোগে বুধবার স্কুলের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন অভিভাবকরা। বিক্ষোভ শেষে তারা ভারপ্রাপ্ত সিনিয়র শিক্ষক অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন। বিক্ষোভে যোগ দেওয়া অভিভাবিকা মাস্তু কর্মকারের অভিযোগ, অতি প্রাচীন এই স্কুলের ভগ্নপ্রায় দশা। জানলা ভেঙে চুরমার।

খসে পড়ছে ছাদের চাঙর। হেরিটেজ ভবনও বিপজ্জনক অবস্থায়। শিক্ষকের অভাবে ঠিকমতো ক্লাস হচ্ছে না। প্রতিদিন একটা-দুটো করে ক্লাস অফ হচ্ছে। রক্ষণাবেক্ষনের অভাবে স্কুলের নিজস্ব মাঠ জঙ্গলে ভরে গিয়েছে।

স্কুলের জরাজীর্ণ দশা ও অভিযোগ প্রসঙ্গে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'স্কুল ভবন সংস্কারের জন্য পিডব্লুডি ও হেরিটেজ কমিশনে জানানো হয়েছে। কিন্তু কোনও সদুত্তর মেলেনি।' অমিতাভবাবুর আক্ষেপ, স্কুলে নেই প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক। ১৮ জন সহকারী শিক্ষক ও নয় জন অশিক্ষক কর্মীর অভাব রয়েছে। তিনি একমাত্র পলিটিক্যাল সায়েন্সের শিক্ষক। তবুও তাকে ষষ্ঠ শ্রেণির ভূগোল ও সপ্তম শ্রেণির বাংলা ক্লাস নিতে হচ্ছে। অমিতাভ বাবুর দাবি, গত ২৪ বছর ধরে তিনি স্কুলকে ভালোবেসে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। তা সত্ত্বেও এদিনের অভিভাবকদের আচরণে মর্মাহত। পাঁচ মাস বাদেই অবসর নেবেন বলে এদিন তিনি জানালেন।

## সম্পাদকীয়

# জনগণের করের টাকা যেন নষ্ট না হয়

ক্যাগ হচ্ছে আধার নথিভুক্তিকরণের কিট এবং নোটের (টাকার) সিকিওরিটি ম্যাগনেটিক থ্রেড;এই দুটি ক্ষেত্রে কোটি কোটি টাকা জলে গিয়েছে বলে রিপোর্ট দিয়েছে। দুর্নীতি নিয়েও মুখ খুলেছে আরও এক কেন্দ্রীয় সংস্থা সিভিসি। কেন্দ্রীয় সরকারি মন্ত্রকের কর্মী ও আধিকারিকদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত করে এই কেন্দ্রীয় সংস্থা। তাদের রিপোর্টে বলা হয়েছে, এক বছরে সিভিসিতে দুর্নীতির অভিযোগ জমা পড়েছে ১ লক্ষ ১৪ হাজার ২৫৩টি। অভিযোগের বেশিটাই অমিত শাহের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে রেল ও ব্যাঙ্ক। মজার বিষয় হল, কর্মী ও আধিকারিকদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে সিভিসির সুপারিশ অনেকক্ষেত্রেই কার্যকর করেনি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক। বিরোধীদের অভিযোগ, আসলে কর্মী-আধিকারিকদের বিরুদ্ধে আঙুল তুললে পাল্টা হিসেবে কেঁচো খুঁড়তে সাপও বেরিয়ে যেতে পারে। এই আতঙ্কেই হয়তো সিভিসি-র সুপারিশ কার্যকর না করে ধামাচাপা দিতে চেয়েছে বিভিন্ন মন্ত্রক। এমন আতঙ্ক যে অমূলক নয়, ক্যাগের রিপোর্ট যেন সেই ইঙ্গিতই দিল। জানা গিয়েছে, শুধু জাতীয় সড়ক উন্নয়নে কেন্দ্রের ভারতমালা প্রকল্পে রাস্তা তৈরির ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। বিভিন্ন রাজ্যে এই প্রকল্পের বরাত দেওয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ এক শিল্পগোষ্ঠীকে। কীরকম পুকুর চুরির অভিযোগ তুলেছে ক্যাগ? রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভারতমালা প্রকল্পে ৩৪ হাজার কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার কোটি টাকা অনুমোদন দিয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে ২৬ হাজার কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করতে ৮ লক্ষ ৪৬ হাজার কোটি টাকা বরাত দেওয়া হয়েছে। একইভাবে দিল্লির দ্বারকা থেকে গুরুগ্রামের মধ্যে এক্সপ্রেসওয়ে তৈরির জন্য প্রতি কিলোমিটারের জন্য অনুমোদন ছিল ১৮ কোটি টাকার। অথচ প্রতি কিলোমিটার নির্মাণের জন্য বরাত দেওয়া হয়েছে ২৫০ কোটি টাকা। প্রায় ১৪ গুণ বেশি অর্থ! একইরকমভাবে প্রধানমন্ত্রীর সাধের আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প, অযোধ্যা উন্নয়ন প্রকল্প, গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের পেনশন প্রকল্প, জাতীয় সড়কের টোল আদায়ে বড়সড় দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ তুলেছে ক্যাগ। সরকারিভাবে ক্যাগের এই রিপোর্টের ব্যাখ্যার দায়িত্ব খোদ প্রধানমন্ত্রীর। কারণ ক্যাবিনেট কমিটি অন ইকনমিক অ্যাফেয়ার্সের প্রধান তিনিই। লক্ষণীয় বিষয় হল, যাঁর নেতৃত্বে ক্যাগ এই হইচই ফেলা রিপোর্ট তৈরি করেছে, তাঁর নাম গিরিশচন্দ্র মুর্মু, যিনি প্রধানমন্ত্রীর খুবই ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। এই আমলাকে মোদিই গুজরাত থেকে দিল্লিতে নিয়ে এসেছিলেন। মোদি জমানায় একের পর এক কাণ্ডের জেরে কেন্দ্র এখন ব্যাকফুটে। এবার নরেন্দ্র মোদি সরকার শুধু দুর্নীতি অনিয়মের অভিযোগেই বিদ্ধ হল না, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে খামখেয়ালিপনা ও অর্থ অপচয়ের অভিযোগও উঠল। বলা হল, সুরক্ষার খাতিরে নোটের ধারে ব্যবহৃত ম্যাগনেটিক থ্রেড কিনতে ৭ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা খরচ করেছিল কেন্দ্র, যা পড়ে পড়ে নষ্ট হওয়ায় ওই টাকা স্রেফ জলে গিয়েছে। এখন তা বিক্রি করতে গিয়ে দাম উঠেছে মাত্র এক টাকা! এখানেই শেষ নয়। কোটি কোটি টাকার আধার নথিভুক্তিকরণের কিট কিনেও তা কাজে লাগানো হয়নি। এক্ষেত্রেও অর্থ অপচয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ক্যাগ। কেন্দ্রের এমন খামখেয়ালিপনা প্রকাশ্য হয়ে পড়ায় নানা সাফাই দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। যে সংস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নাতীত সেই ক্যাগই নাকি বুঝতে ভুল করেছে! যেভাবে কেন্দ্রের একের পর এক দুর্নীতি অনিয়ম, অপরিণামদর্শিতা প্রকাশ্য হচ্ছে তাতে মোদির আত্মপ্রচারের ঢাক ফেঁসে যাওয়ারই উপক্রম। এসবই তো জনগণের কষ্টার্জিত আয়ের করের টাকা। সেই টাকার অপচয় হচ্ছে কেন? এই প্রশ্নের জবাবদিহি মোদি সরকারকেই করতে হবে।

## জন্মদিন

### আজকের দিন

*বীনা দাস*

১৯১১ *বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী বীনা দাসের জন্মদিন।*
১৯১৮ *বিশিষ্ট .রাজনীতিবিদ সিকান্দার বখতের জন্মদিন।*
১৯৪৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা দুলাল লাহিড়ীর জন্মদিন।*

# জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বাংলা কথাসাহিত্যে নিঃসঙ্গ পথিক

**স্বপনকুমার মণ্ডল**

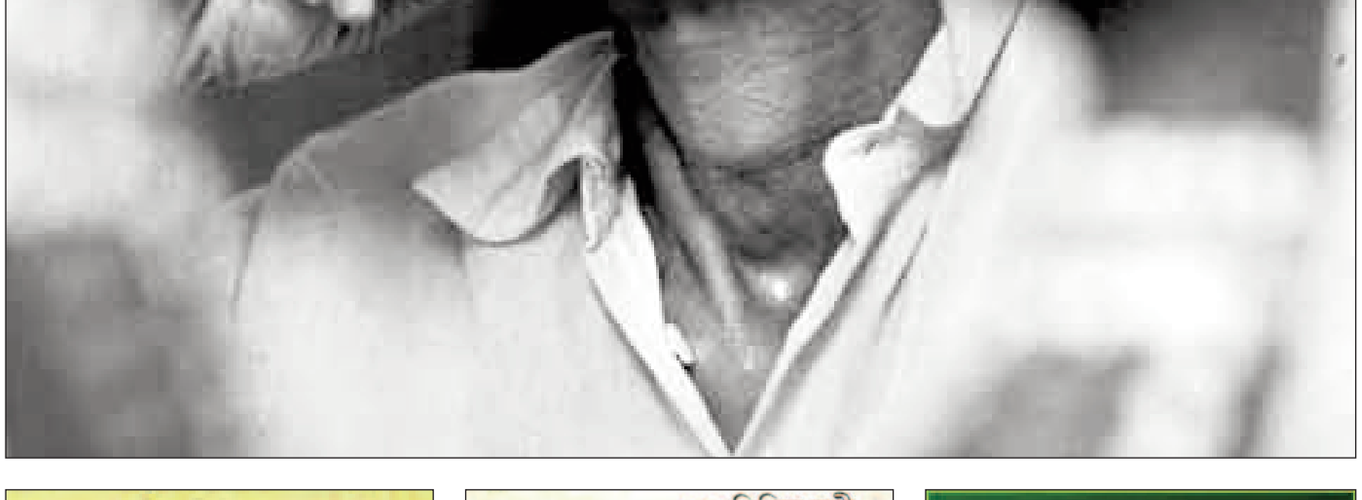

বাংলা কথাসাহিত্যে ছকবন্দি পথে না এসে যিনি নিজেই একটি স্বতন্ত্র পথের দিশা দেখিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর (২০.০৮.১৯১২-০৩.০৮.১৯৮২) কথা বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। প্রচলিত সাহিত্যের জনপ্রিয় পথে তিনি হাঁটেননি, আপন মুদ্রায় আপনি পরিচিতি লাভ করেন, তাতেই গড়ে তোলেন বনেদি আভিজাত্য। বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পকার হিসাবে তাঁর আবির্ভাব ঘটলেও ক্রমে তিনি ঔপন্যাসিক হিসাবেও আত্মপ্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দীর্ঘ ৪৫ বছরেরও বেশি সময়ধরে কথাসাহিত্যের সেবায় সনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁর প্রখর আত্মসচেতনতা তাঁকে বিপথগামী করেনি। অথচ তাঁর প্রবল সম্ভাবনা ছিল। কোনো গোষ্ঠী বা মতাদর্শে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী লেখনীধারণ না করেও তাঁর স্বকীয় পথই তাঁকে মননশীল পাঠকের সিংহদুয়ারে পৌঁছে দিয়েছে। সৃষ্টির প্রাচুর্যে নয়,মৌলিকত্বের স্বতন্ত্র ধারায় তাঁর অবদান বাংলা কথাসাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করে।

অন্যদিকে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী শক্তিশালী কথাসাহিত্যিক হলেও ছোটগল্পেই তিনি সিদ্ধি পেয়েছেন। তাঁর প্রকাশিত ৫৩টি উপন্যাসের মধ্যে একমাত্র 'বারো ঘর, এক উঠোন' (১৯৫৫)-ই পাঠক সমাদর লাভে ধন্য হয়েছে। অথচ তাঁর প্রথম উপন্যাস 'সূর্যমুখী' 'দেশ'-এ ১৯৪৯-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে বেশ সাড়া ফেলেছিল কিন্তু ক্রমেই তার সূর্যাস্ত ঘটে । 'বারো ঘর,এক উঠোন'ও 'দেশ'- এ ১৯৫৪ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া 'দেশ'-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'প্রেমের চেয়ে বড়' (১৯৬৬) এবং 'এই তার পুরস্কার' (১৯৭০) উপন্যাসদুটি আনন্দ পাবলিশার্স থেকে গ্রন্থাকারে বের হলেও পাঠকসমাদর মেলেনি। অথচ দুটি উপন্যাসই তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। এছাড়া 'মীরার দুপুর' (১৯৫৩), 'ঝড়' (১৯৬৯), 'বিশ্বাসের বাইরে' (১৯৭৩), 'আততায়ী' (১৯৭৭), 'শেষ বিচার' (১৯৭৭), 'সাদা ফুল কালো কীট' (১৯৮০) এবং 'মন বদলায়' (১৯৮১) প্রভৃতি উপন্যাসেও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ঔপন্যাসিকসত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর 'বারো ঘর, এক উঠোন'-এর মতো পাঠক ও সমালোচক সমাদর দ্বিতীয় কোনো উপন্যাসের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় না। এ বিষয়টি নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রও সচেতন ছিলেন। তিনি 'আমার সাহিত্য জীবন,আমার উপন্যাস'-এ জানিয়েছেন 'আমি মনে করতাম গল্পগুলি হল এক এক খণ্ড ইট। আর উপন্যাস হল একটা প্রকাণ্ড ইমারত। সুতরাং ইটের পর ইট গাঁথার মতন আমি আমার গল্পের চরিত্রগুলি সাজিয়ে দেব। সেই সঙ্গে সিচুয়েশন-এর দরজা-জানালা জুড়ে দেব, ঘটনার সিঁড়ি থাকবে, বারান্দা থাকবে। তার ওপর স্টাইলে পলেস্তারা পড়বে এবং তারপর ভাষার রঙ। জানি না বন্ধুরা সেদিন কথাটা শুনলে হাসতেন কিনা। আজ আমি হাসি। কারণ, আমার মতন ইট না পুড়িয়েও এই পর্যন্ত অনেকেই বড় এবং সার্থক উপন্যাস সৃষ্টি করেছেন। রোদে জলে ঘেমে নেয়ে একশা হয়ে ছোটগল্প লেখার জন্য তাঁদের হাত পাকাতে হয়নি। একেবারেই তাঁরা মনোলিথিক স্ট্রাকচারের মতন এক-একটি সুবৃহৎ উপন্যাস লিখে ফেলেছেন।'

জ্যোতিরিন্দ্রের কথার মধ্যে যেমন বিনয় প্রকাশিত হয়েছে, তেমনই সত্যও উঠে এসেছে। তিনি ইট ভালো করে পুড়িয়েছেন এবং প্রকাণ্ড ইমারতও বানিয়েছেন। যেমন, 'তারিণীর বাড়ি-বদল' গল্পটির বীজ অবলম্বনে তিনি 'বারো ঘর, এক উঠোন' উপন্যাসটি লিখেছেন। কিন্তু এই সংখ্যাটি অত্যন্ত কম। কারণ তিনি ইট ভালো করে পুড়িয়ে অসংখ্য সফল ছোটগল্প উপহার দিলেও ভালো ইট গেঁথে প্রকাণ্ড ইমারত গড়তে চাইলেও সব সময় সফল হতে পারেননি। যেমন, তাঁর উদ্বাস্তু জীবন নিয়ে লেখা 'নিশ্চিন্তপুরের মানুষ' (১৯৬১) উপন্যাসটি। 'অত্যন্ত নির্মোহ দৃষ্টিতে বৈজ্ঞানিক চেতনায় ময়না তদন্ত'কারী ঔপন্যাসিকের উপন্যাসটি 'আর পাঁচটি উদ্বাস্তু-জীবনাশ্রিত উপন্যাসের মতো সাধারণ স্তরের।' তাই সমালোচকের মনে হয়েছে 'এমন দুর্বল কাহিনী, অবিশ্বাস্য ঘটনা 'নিশ্চিন্তপুরের মানুষ'কে উপন্যাস হিসেবে ব্যর্থ করে তুলেছে।' (তাপস ভট্টাচার্য, 'বাংলা উপন্যাসে উদাস্তু জীবন')

সেদিক থেকে ছোটগল্পকার হিসাবে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী জনপ্রিয় না হলেও মননশীল পাঠকের প্রিয় শিল্পী হয়ে উঠেছেন। বাংলা ছোটগল্পের ধারায় তাঁর স্বকীয় প্রতিভায় উজ্জ্বল গল্পগুলি স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অভিজ্ঞান বলে বিবেচিত হয়।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ছোটবেলায় কিছুদিন কাব্যচর্চা করেছিলেন। কিন্তু অনতিবিলম্বেই তিনি ছোটগল্পের মধ্যে তাঁর পথ খুঁজে পান। তাঁর লেখার হাত প্রথম থেকেই পোক্ত ছিল। তাই তাঁকে গল্প লেখার জন্য বেশিদিন হাতপাকাতে হয়নি। কবিতা লিখে কিংবা পড়ে যখন তাঁর মন উঠছিল না, তখন তিনি উপন্যাসের রসদে ভিড়ে যান। ছোটবেলায় রমেশচন্দ্র দত্ত, জলধর সেন, যতীন্দ্রমোহন সিংহ প্রমুখের উপন্যাস পড়ার ফলে তাঁর কচিমনটি অচিরেই পরিপক্ক হতে থাকে। এদিকে আবার ক্লাস সেভেনে পড়ার সময় ভালো কবিতা আবৃত্তি করার জন্য একখণ্ড গল্পগুচ্ছ উপহার পেয়ে তিনি ছোটগল্পের ভিয়েনে মশগুল হয়ে পড়েন। ফলে কবিতা ছেড়ে রং-তুলি দিয়ে তিনি যে প্রকৃতির নিসর্গ পরিবেশের ছবি আঁকতেন, তাও ছেড়ে দেন। রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি কিশোর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র, প্রভাতকুমার প্রমুখের গল্পও পড়ে ফেলেন। তিনি শুধু সেই সময় গল্প পড়াই নয়, লেখাতেও মন দিয়েছিলেন। নাইন-টেনে পড়ার সময়েই তিনি মফস্বল শহরের বিভিন্ন হাতেলেখা পত্রিকায় গল্প লিখেছেন। এমনকি, উত্তেজনার বশে তিনি নিজেই তাঁর স্বরচিত গল্প, কবিতা প্রভৃতি দিয়ে একটি হাতে লেখা পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন। অবশ্য পত্রিকাটির একটি সংখ্যাই বেরিয়েছিল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গল্প লিখে প্রথম বড় সাহিত্যিকদের নজরে আসেন মাত্র আঠারো বছর বয়সে। ১৯৩১-এ এপ্রিলে কুমিল্লায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠেয় সম্মিলনে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের হাতে লেখা পত্রিকায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রকাশিত 'অন্তরালে' গল্পটির পাশে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রশংসাসূচক মন্তব্য লিখে দেন। পরে সেই গল্পটিই ভিক্টোরিয়া কলেজের নারায়ণ চৌধুরী সম্পাদিত 'কলেজ ক্রনিকল'-এ ছাপা হয়। ১৯৩০-এই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মোপাসাঁর 'জার্নালিস্ট গল্পের অনুবাদ 'বাংলার বাণী'তে বেরিয়েছিল। অন্যদিকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে রাজনৈতিক কারণে মাস ছয়েক কুমিল্লা জেলে বন্দি থাকতে হয়েছিল। এরপর তাঁকে বছরখানেক স্বগৃহে অন্তরীণও থাকতে হয়। কিন্তু এই সময় তাঁর সাহিত্যজীবনে নিষ্ক্রিয়তার পরিবর্তে একপ্রকার সক্রিয়তা লক্ষ করা যায়। তিনি সেই সময় সরকারি আইন অমান্য করে 'জ্যোৎস্না রায়' ছদ্মনামে গোপনে সাহিত্যচর্চা করতেন। তখন প্রতিটি দুপুরেই একটি করে গল্প লিখেকেন। তাঁর সেই গল্পগুলো 'সোনার বাংলা', 'সংবাদ', নবশক্তি প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হতো। তিনি ১৯৩৫-এ বি এ পাশ করেন এবং সরকারি নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে ১৯৩৬-এ কুমিল্লা ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন। তখন থেকেই তাঁর বাংলা ছোটগল্পের আঙিনায় যথার্থ আবির্ভাব ঘটে। ১৯৩৬-এ সাপ্তাহিক 'দেশ'-এর তৃতীয় বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় তাঁর 'রাইচরণের বাবরি' গল্পটি প্রকাশিত হয়। কিন্তু গল্পটি তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি। তাঁর প্রথম সাড়া জাগানো গল্প 'নদী ও নারী' ঐবছরেই 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এরপর 'পূর্ব্বাশা', 'দেশ', 'চতুরঙ্গ', 'ভারতবর্ষ', 'মাতৃভূমি', 'পরিচয়' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর একের পর এক গল্প প্রকাশিত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ক্রমে 'নাথ' ভূষণ ত্যাগ করে জ্যোতিরিন্দ্র হয়ে উঠেন। সমালোচক পবিত্র সরকারের মতে বিষয়টি তাঁর 'দেশ'-এ প্রকাশিত গল্পগুলিতেই স্পষ্ট। জ্যোতিরিন্দ্রের প্রথম গল্প সংকলন প্রকাশিত হয় ১৩৫৩-এ এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্প সংকলন বের হয় ১৩৬৭তে। তাঁর কুড়িটির মতো গল্পের বই ও দুশোর উপরের গল্পের সংখ্যা।

বাংলা কথাসাহিত্যে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর আবির্ভাব ক্ষণটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। কেননা তাতে তাঁর বেড়ে ওঠা ও নিজেকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সময়ের পরিসর কীভাবে প্রভাবিত করেছিল, তা আঁচ করতে সুবিধে হয়।

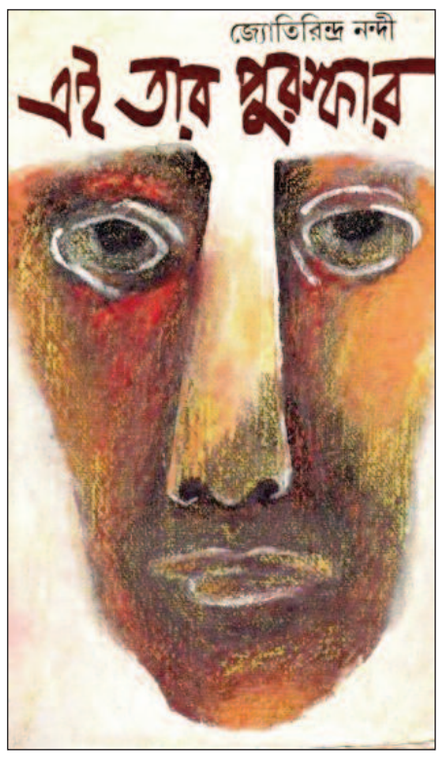

প্রথমত, তাঁর আবির্ভাব ক্ষণটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। একদিকে স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তাল প্রবাহ, অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন ঘনীভূত সংকট ও তার মাঝে মেদেনীপুরের ভয়ঙ্কর কন্যা (১৯৪২), মন্বন্তর (১৯৪৩), সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা(১৯৪৬) এবং তারপর স্বাধীনতার অভিশাপ স্বরূপ দেশভাগের বলি হিসাবে অস্থির উদ্বাস্তু জীবনের সঙ্গে বাঙালির দেড়শ বছরের নবজাগরিত মূল্যবোধের অবক্ষয় সময়টিকে স্বতন্ত্র করে তোলে। দ্বিতীয়ত, জ্যোতিরিন্দ্রের সমকালে বাংলা ছোটগল্পকারদের ভরা জোয়ার চলছিল। রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার, তারাশংকর-মানিক-বিভূতিভূষণ এই তিন বন্দোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জগদীশ গুপ্ত, নরেন্দ্র মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, সমরেশ বসু, সন্তোষকুমার ঘোষ, বিমল কর প্রমুখের মাঝে তাঁকে জায়গা করে নিতে হয়েছিল। তৃতীয়ত, জ্যোতিরিন্দ্রের মধ্যে কোনো লক্ষ্মণরেখা ছিল না। 'দেশ'-এর বিচিত্র স্বাদের গল্পের যোগানেও তিনি সামিল হয়েছেন। আবার তিনি ১৯৫৯-এ বিমল করের পঞ্চাশের দশকে নতুন গল্পধারাকে সমবায়ী চারিত্রিকতায় ঐক্যবদ্ধ রূপ দেওয়ার মানসে প্রকাশিত 'ছোটগল্প নতুন রীতি' পুস্তিকামালাতেও যোগ দিয়েছিলেন। তাতে তাঁর 'দুঃসময়' গল্পটি প্রকাশিত হয়। ফলে তাঁর গল্প ধরা-বাঁধা ছকে বা কোনো মতবাদের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েনি। শেষত, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীকে বলা হয় শহুরে নাগরিক জীবনের কথাশিল্পী। তিনি কুমিল্লার শান্ত নির্জন পল্লিপ্রকৃতি ছেড়ে কলকাতার কংক্রীটের জঙ্গলময় নগরজীবনের মধ্যবিত্তদের অবক্ষয়িত মূল্যবোধের প্রতিচ্ছবি তাঁর কথাসাহিত্যে তুলে ধরেছেন ঠিকই, কিন্তু অস্বস্তিকর নগরজীবন তাঁকে গ্রাস করতে পারেনি। তার ফলে তিনি তাতে মোহাচ্ছন্ন না হয়ে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে বৈজ্ঞানিক চেতনায় ভাবাবেগহীন ভাবে যে সমস্ত গল্পগুলি রচনা করেছেন, সেগুলি পাঠকের সুপাঠ্য তালিকায় না থাকলেও তার মননশীলতায় অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। সেদিক থেকে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী যে বাংলা ছোটগল্পের একটি স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তক, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাঁর 'নদী ও নারী', 'গিরিগিটি', 'বনের রাজা', 'সামনে চামেলি', 'চোর' প্রভৃতি অসংখ্য গল্পের মণিমুক্তো বাংলা ছোটগল্পের বনেদি আভিজাত্যকে যে আরও সম্পদশালী করে তুলেছে, সেগুলোর অবিস্মরণীয় সৌরভেই সেকথা প্রত্যয়সিদ্ধ করে চলেছে।

*লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,*
*সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া*

## লেখা পাঠান

**সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।**

email : dailyekdin1@gmail.com

## চাঁদের মাটি স্পর্শ চন্দ্রযান ৩-র

# স্কুলের ডিজিটাল ক্লাসরুমে উৎক্ষেপণ-অবতরণের জটিল বিজ্ঞান বোঝালেন শিক্ষকরা

**সৈয়দ মফিজুল হোদা**

**বাঁকুড়া:** চাঁদের বুকে নামল চন্দ্রযান ৩। ইতিহাস সৃষ্টি হল পৃথিবীর বুকে। চাঁদমামা আজ কার্যত পৌঁছে গেল প্রত্যেক ভারতবাসীর ঘরে। চন্দ্রযান ৩-র সফল অবতরণ নিয়ে যখন উচ্ছ্বসিত দেশের বিভিন্ন প্রান্ত, ঠিক সেই সময় বাঁকুড়ার রাধানগর বোর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খুদেদের ডিজিটাল বোর্ডে হাতেকলমে শিক্ষকরা বুঝিয়ে দিলেন চন্দ্রযানের উৎক্ষেপণ থেকে অবতরণের জটিল বিজ্ঞান।



এদিন চন্দ্রযানের অবতরণের সময় যত এগিয়ে আসছিল, ততই উচ্ছ্বাস আর উন্মাদনা যেন গ্রাস করছিল দেশবাসীকে। নতুন এক ইতিহাস তৈরির মাহেন্দ্রক্ষণের মুখে দাঁড়িয়ে গোটা দেশ তখন আনন্দে ভাসছে। চন্দ্রযানের সফল ল্যান্ডিংয়ের অপেক্ষায় কাউন্টডাউন চলছিল দেশজুড়ে, দেশের কোণায় কোণায় সাফল্য কামনায় চলছিল পুজো অর্চনা, যাগযজ্ঞ। সারা দেশ যখন এসবে মাতোয়ারা, ঠিক সেই সময় বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত রাধানগর বোর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ডিজিটাল ক্লাসরুমে রকেট সায়েন্সের জটিল সূত্র সরল করে হাতেকলমে খুদে পড়ুয়াদের বুঝিয়ে দিলেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। মহাকাশ গবেষণার এমন জটিল রহস্য হাতেকলমে বুঝতে পেরে উচ্ছ্বসিত স্কুলের পড়ুয়ারা।

# তৃণমূল অন্দরের গন্ডগোল প্রকাশ্যে, উপ-পুরপ্রধানে অসন্তুষ্ট, ইস্তফা ৫ কাউন্সিলরের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, টাকি:** টাকি পুরসভার সমস্যা যেন কাটছেই না। একে নিয়োগ দুর্নীতির নিয়ে সিবিআই ও ইডি তথ্য তলব করেছে। তার উপর নতুন করে সমস্যা উপ পুরপ্রধানকে নিয়ে। উপপুরপ্রধান ফারুক গাজির বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ এনে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ইস্তফা দিলেন টাকি পুরসভার পাঁচ তৃণমূল কাউন্সিলর। পদত্যাগী কাউন্সিলররা ভাইস চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে তোলাবাজি, তছরুপ, গুন্ডামি সহ একগুচ্ছ অভিযোগ এনে পদত্যাগ করেছে। তাঁদের বক্তব্য, ভাইস চেয়ারম্যানের জন্য দলীয় কাউন্সিলরদের পুর পরিষেবা দিতে পারছেন না। মঙ্গলবার ওই পাঁচ কাউন্সিলর বিধানসভা ভবনে এসে উত্তর ২৪ পরগনার ভারপ্রাপ্ত নেতাদের কাছে পদত্যাগপত্রের অনুলিপি দিয়ে যান। তাঁরা জানান, ফিরে গিয়েই মহকুমা শাসকের কাছে ইস্তফাপত্র জমা দেবেন। কাউন্সিলররা সেচমন্ত্রী তথা উত্তর ২৪ পরগনার ভারপ্রাপ্ত নেতা পার্থ ভৌমিকের সঙ্গে দেখা করেন। তবে জেলার ওপর মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সঙ্গে দেখা হয়নি। বিক্ষুব্ধ কাউন্সিলররা পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গেও কথা বলতে চান। এসব অভিযোগ নিয়ে ভাইস চেয়ারম্যানের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।



এদিন বিধানসভার লবিতে দাঁড়িয়ে পাঁচ কাউন্সিলরে তরফে প্রদ্যুৎ দাস বলেন, ওই ভাইস চেয়ারম্যানের জন্য আমরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছি না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা পুর নাগরিকদের কাছে পৌঁছে দিতে পারছি না। তাঁর অভিযোগ, ফারুক গাজি আপাদমস্তক দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। প্রদ্যুৎ বলেন, এর আগে আমরা জেলা নেতৃত্বের কাজে বারবার অভিযোগ জানিয়েছি কিন্তু কারও কাছ থেকে সুরাহা পাইনি। এমনকী তিনি মহিলা কাউন্সিলরদের গায়েও হাত তোলেন। সে ব্যাপারেও জেলার নেতাদের জানানো হয়েছে। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে বলে আমরা এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলাম। আমরা এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাই। বসিরহাট দক্ষিণের তৃণমূল বিধায়ক সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় টাকি পুরসভায় তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কথা স্বীকার করে নিয়ে বলেন, একটা সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে যা দলের উচ্চ নেতৃত্ব জানেন। তাঁরা আশ্বাস দিয়েছেন এর সমাধান হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওই কাউন্সিলররা দলেই থাকবেন। ভুল বোঝাবুঝি মিটে যাবে।

# অভিষেকের কথা অগ্রাহ্যের অভিযোগ, পুরসভায় জয়ী নির্দলদের ফেরালেন দলে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া:** অভিষেকের কথা অগ্রাহ্য করেই পুরসভা নির্বাচনে জয়ী নির্দল প্রার্থীদের দলে ফেরানোর অভিযোগ উঠল বিধায়কের বিরুদ্ধে। আর তারপরেই তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতির সঙ্গে বিধায়কের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ ওঠে।

বিধায়ক তন্ময় ঘোষ দাবি করেন, দলীয় নির্দেশেই নির্দল প্রার্থীদের তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করানো হয়েছে। অন্যদিকে বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা বড়জোরা বিধানসভার বিধায়ক অলোক মুখার্জির দাবি, যাঁরা তৃণমূলে ছিলেন, টিকিট পাননি বলে নির্দলে দাঁড়িয়েছিলেন, দল যতদিন না বলবে ততদিন তাঁদের দলে নেওয়া যাবে না। বিধায়ক কী বলছেন জানি না, তবে তিনি কলকাতায় রিপোর্ট দিয়েছেন বলে জানান, যিনি দলে নিয়েছে তিনি বুঝবেন। তৃণমূলের বিরুদ্ধে ওঠা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ প্রসঙ্গে বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি দেবপ্রিয় বিশ্বাস বলেন, 'এদের নীতি বোঝা যায় না, শুধুমাত্র দুর্নীতির জন্যই এদেরকে দলে নেওয়া হয়েছে।'

প্রসঙ্গত, ২০২২ সালে বিষ্ণুপুর পুরসভা নির্বাচনে ১৯টি ওয়ার্ডের মধ্যে তৃণমূল ১৩ টি আসনে জয়লাভ করে, কংগ্রেস একটা, বিজেপি দু'টো এবং তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ তিন কর্মী নির্দলে দাঁড়িয়ে জয়লাভ করেন। পুরসভা নির্বাচনের আগে ২০২২ সালে ১৮ ফেব্রুয়ারি বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অলোক মুখার্জি একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে হীরালাল দত্ত, সঞ্জয় মুখার্জি এবং দেবজিৎ কুণ্ডু, এই তিন নির্দল প্রার্থীকে দল থেকে বহিষ্কার করেন।



পরে ২০২৩ সালে ২২ মে নবজোয়ার কর্মসূচিতে এসে বিষ্ণুপুরের অধিবেশনে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, তৃণমূলের টিকিট না পেয়ে যাঁরা নির্দলে দাঁড়িয়েছেন এবং জিতেছেন, তাঁদের জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের দরজা সারা জীবনের জন্য বন্ধ। এতকিছুর পরেও বিষ্ণুপুরের বিধায়ক তন্ময় ঘোষ এবং বিষ্ণুপুর পুরসভার চেয়ারম্যান গৌতম গোস্বামী গত ২১ অগস্ট বিধায়ক কার্যালয়ে ৮ নম্বর এবং ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা নির্দল প্রার্থী সঞ্জয় মুখার্জি এবং হীরালাল দত্তকে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা হাতে ধরিয়ে যোগদান করান।

# যাদবপুরে ছাত্র মৃত্যুর প্রতিবাদে ধিক্কার মিছিল আরামবাগের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের




**নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি:** যাদবপুরে রহস্যজনক ভাবে ছাত্র মৃত্যুর প্রতিবাদে ধিক্কার মিছিল হুগলির গোঘাটে। দোষীদের শাস্তির দাবিতে এদিন গোঘাটের বেঙ্গাই কলেজে মিছিল করে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে এই মিছিল হয়। মৃত্যুর ঘটনার সঙ্গে আরামবাগের বাসিন্দা মনোতোষ ঘোষের নাম জড়িয়ে যাওয়ায় নিন্দার ঝড় এলাকা জুড়ে। আরামবাগের প্রতিটি কলেজে র‍্যাগিং রুখতে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয় এবং প্রতি কলেজে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। এদিনের ধিক্কার মিছিলে পা মেলান, আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃনমুল ছাত্র পরিষদের সভাপতি মুন্সি মাহামাদুল করিম, গোঘাট এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিজয় রায় সহ অন্যান্যরা। এই নিয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা মুন্সি মাহমাদুল করিম বলেন, মূলত দুটি কারণে এই মিছিল করা হয়। যাদবপুরে ছাত্র মৃত্যুর প্রতিবাদে ধিক্কার মিছিল হয়। পাশাপাশি ২৮ অগস্ট ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রচুর সংখ্যক ছাত্রছাত্রী যাতে যায় সেই বিষয়ে বার্তা দিতেই এই মিছিল। অন্যদিকে গোঘাটের এক নম্বর ব্লক তৃনমুল কংগ্রেসের সভাপতি বিজয় রায় বলেন, ১৯৯৮ সালে দল তৈরির পর থেকে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্রদের জন্য টিএমসিপি বলে একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দেন। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ২৮ অগস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। এই প্রতিষ্ঠা দিবসকে সামনে রেখে মিছিল করা হয়।

## ফের র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ!

# মোবাইল আনার সন্দেহে শিক্ষিকার সামনেই ছাত্রীকে অশালীনভাবে তল্লাশির অভিযোগ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্বস্থলী:** ফের র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ উঠল। এবার স্থান পূর্বস্থলী সাবিত্রী বালিকা বিদ্যালয়। জানা গিয়েছে, স্কুলে মোবাইল নিয়ে আসা হয়েছে বলে সন্দেহে এক শিক্ষিকার সামনেই দশম শ্রেণির এক ছাত্রীর ব্যাগ তল্লাশি করার অভিযোগ উঠল সহপাঠীদের বিরুদ্ধে। এমনকি শরীরের একাধিক জায়গায় হাত দিয়ে তল্লাশি করার অভিযোগ ওঠে সহপাঠীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটে বুধবার দুপুরে পূর্বস্থলী সাবিত্রী বালিকা বিদ্যালয়ে।

এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকার কাছে অভিযোগ জানান ওই ছাত্রীর অভিভাবক। ওই ছাত্রী এবং তার অভিভাবকের দাবি, ওই ছাত্রী বিদ্যালয়ে মোবাইল নিয়ে এসেছে সন্দেহ করে ৬ জন সহপাঠী মঙ্গলবার সেকেন্ড পিরিয়ডের পর থেকে শেষ পিরিয়ড পর্যন্ত ওই ছাত্রীকে ভিন্নভাবে তল্লাশি করে সহপাঠীরা। এমনকি আপত্তিজনক ভাবেও তাকে তল্লাশি করা হয় বলে অভিযোগ। সেই সময় উপস্থিত ছিলেন স্কুলের এক শিক্ষিকা।

ওই ছাত্রীর অভিভাবকের অভিযোগ, যে ভাবে তাঁর মেয়েকে হেনস্থা করা হয়েছে, সেটি একটি র‍্যাগিংয়ের মতোই বিষয়। তারপর থেকেই স্কুলে আসতে আতঙ্কিত বোধ করছে তাঁর মেয়ে। বিষয়টি নিয়ে স্কুলে ইতিমধ্যে অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি পূর্বস্থলী থানা এবং মুখ্যমন্ত্রীর চালু করা হেল্পলাইনেও তিনি অভিযোগ জানাবেন বলে জানিয়েছেন।




এই বিষয়ে সাবিত্রী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মৌসুমী পাল দাবি করেন, 'র‍্যাগিংয়ের এর মতো বিষয় ঘটেনি, শিক্ষিকার অনুপস্থিতিতে মোবাইল ফোন নিয়ে একটি ঘটনা ঘটেছিল, যদিও পড়ে গিয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা সেটির সমাধান করে দিয়েছিলেন এবং ওনারা স্কুলে আসার পর সেই বিষয়টি মিটে যায়। এরপর বিষয়টি সংবাদমাধ্যমে জানিয়ে, আমার স্কুলকে একটি কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা চলছে, যেটি এর আগেও হয়েছিল।'

যখন চারদিকে র‍্যাগিংয়ের মতো ঘটনায় তোলপাড় রাজ্য, স্কুলের ছাত্রীদের হেনস্থার এই বিষয়টি সামনে আসতেই মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

---

### নোটিশ

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য আমরা **শ্রী সুদীপ্ত মহাপাত্র এবং সুমন্দ্র মহাপাত্র**, পিতা প্রয়াত সুবিলাশ মহাপাত্র, ৭৬ এন টি রোড, শিববাগান, পো- বৈদ্যবাটী, থানা- শ্রীরামপুর, জেলা -হুগলি, পিন- ৭১২২২২, কয়েকটি দলিল ১৪/০৩/২০২৩ তারিখে আমাদের বাড়ি থেকে **দলিল নং ০২৬৪৭/২০১৬ তারিখ ২২/০৬/২০১৬ এবং দলিল নং ৫০৫৯/২০০২ তারিখ : ০৯/০৮/২০০২** হারিয়ে গিয়েছে। জমির বিবরণ মৌজা : বৈদ্যবাটী, জেএল নং ৫, খতিয়ান নং : ৬১৩, এলআর নং ১৪১৪, দাগ নং ১০৩৭, ১ কাঠা ১৫ ছটাক ৬ বর্গ ফুট। **জিডিই নং ৬৩২ তারিখ ১৭.০৩.২৩** শেওড়াফুলি থানা, পশ্চিমবঙ্গ দাখিলকৃত। কোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নথি পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১০ দিনের মধ্যে উক্ত ঠিকানায় ফেরত দিলে বাধিত হই।

**সুদীপ্ত মহাপাত্র**
**সুমন্দ্র মহাপাত্র**
**৭০০৩৮৫৪৯২৭**

### সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, মূল রেজিস্ট্রিকৃত হস্তান্তর দলিল নং ০৮০৬০-২০০৩ সালের রেজিস্ট্রিকৃত অ্যাডিশনাল রেজিস্ট্রার অব অ্যাসুরেন্স-১, কলকাতা, ফ্ল্যাট নং সি-১৬, পঞ্চম তল, সম্পর্কিত উক্ত ভবনে নির্মিত প্লট জমি দাগ নং ২৯৫১, খতিয়ান নং ১৬৭০, জেএল নং ১৩, মৌজা- কসবা, থানা- কসবা (বর্তমানে গরফা) জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, প্রেমিসেস নং ৮, যাদবগড়ক কলোনী, কলকাতা - ৭০০০৭৮, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১০৫ অধীন ঠিকানাস্থিত সমুদয় সম্পত্তি, আমাদের মক্কেল (অভিজিৎ চক্রবর্তীর) হেফাজত থেকে হারিয়েছে, এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি জেনারেল ডায়েরি ০২.০৩.২০২০ তারিখে গরফা পুলিশ থানায় উল্লেখ্য জিডি এন্ট্রি নং ১৮০ তারিখ ০২.০৩.২০২০ তারিখে দায়ের করা হয়েছে। যেকোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট দলিলগুলি পেয়ে থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট জানালে বাধিত হই অন্যথায় ব্যর্থ হলে পরবর্তীতে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।

তারিখ : ২৩.০৮.২০২৩ আপনাদের বিশ্বস্ত

**সৌম্য রায় অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস** এর পক্ষে
নর্থ উইং, ৫ম তল,
৭ রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা - ৭০০০০১
ফোন : ০৩৩-৪০০৭ ২৬২৩
ই-মেল : shoumyaroy.shaw@yahoo.com

### পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা আমাদের মক্কেল শ্রী নেপাল চন্দ্র বসাক, ৪১, চরকডাঙ্গা রোড, পো.- ভদ্রকালী, থানা- উত্তরপাড়া, জেলা-হুগলি, পিন- ৭১২২৫৮ এর পক্ষে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে সম্পত্তিটি এখানে নীচের তফসিলে আরও বিশেষভাবে বর্ণিত এবং আরএস দাগ নং- ১১৮৭, আর.এস. খতিয়ান নং ১৮০৩, এল.আর. দাগ নং-২৯৭৭, জেএল নং-০৯, মৌজা- ভদ্রকালী, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং- ৪১ চরকডাঙ্গা রোড, পো. - ভদ্রকালী, থানা- উত্তরপাড়া, উত্তরপাড়া-কোতরং পৌরসভা অধীন, জেলা- হুগলি, পিন- ৭১২২৩২ এর অধীনে আমাদের উপরোক্ত মক্কেলের স্বত্বাধীনে উক্ত সিডিউল অধীনে বিক্রয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সুতরাং যে কোন ব্যক্তি(দের) উপরোক্ত উল্লিখিত সম্পত্তি বা তার অংশের বিষয়ে বিক্রয়, বিনিময়, বন্ধক, চার্জ, উপহার, রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন, উত্তরাধিকার, দখল, ইজারা, প্রজাস্বত্ব, অধীনস্থতা, লীন, লাইসেন্সের মাধ্যমে দায়বদ্ধ, দলিলের হস্তান্তর অথবা সুবিধাভোগী স্বার্থ যেকোনও অছি কর্তৃক অধিকার স্বত্ব, যেকোনও চুক্তি অধীন অথবা অন্যান্য সকল বিক্রয় অথবা যেকোনও ডিক্রি আদেশ বা পুরস্কারের অধীনে অন্যথায় দাবি, যাইহোক, এতদ্বারা একই সাথে লিখিতভাবে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে আনন্দ ঝা অ্যান্ড কোং ৩এ গাস্টিন প্লেস ৮ম তল, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ নিকট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে (উভয় তারিখ সহ) ব্যর্থ হলে এই ধরনের ব্যক্তি(দের) কোন দাবী গ্রাহ্য হবে না এবং/বা বাতিল হবে।

**শিডিউল**

সংশ্লিষ্ট জমির সমস্ত অংশ 'বাস্তু' জমি পরিমাণ ০৩ কাঠা ১৩ ছটাক এবং ০৬ বর্গফুট কম বেশি এবং তদস্থিত তিনতলা ভবন মোট ঢাকা এরিয়া ২৮৮০ বর্গফুট। আর.এস. দাগ নং- ১১৮৭, আর.এস. খতিয়ান নং ১৮০৩, এল.আর. দাগ নং- ২৯৭৭, জেএল নং- ০৯, মৌজা- ভদ্রকালী, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং- ৪১ চরকডাঙ্গা রোড, পো. - ভদ্রকালী, থানা- উত্তরপাড়া, উত্তরপাড়া- কোতরং পৌরসভা অধীন, জেলা- হুগলি, পিন- ৭১২২৩২ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে।

স্বা/-
আনন্দ ঝা
অ্যাডভোকেট

### SBFC — এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস:- ইউনিট নং ১০৩, ২য় তল, সি অ্যান্ড বি স্কোয়ার, সঙ্গম কমপ্লেক্স, সিটিএস নং ৯৫এ, ১২৭, আন্ধেরি কুরলা রোড, গ্রাম চাকালা, আন্ধেরি (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৫৯
টেলিফোন: +৯১২২৬৭৮৭৫৩০০ । ফ্যাক্স: +৯১ ২২৬৭৮৭৫৩৩৪ । www.SBFC.com ।
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর: U67190MH2008PTC178270

**জনবিজ্ঞপ্তি**

**জনসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেড ৩০.০৮.২০২৩ তারিখে এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেডে সকাল ১০:৩০টায় বন্ধক সোনার অলঙ্কারগুলির নিলাম পরিচালনা করবে। ঠিকানা : চাঁপাডালি মোড়, বারাসত, পোঃ+থানা- বারাসত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, সেনকো গোল্ড -এর নিকটে, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১২৪।**

এই সকল সোনার অলঙ্কারগুলি আমাদের গ্রাহকদের লোন অ্যাকাউন্টের যারা তাদের দেয় দিতে খেলাপ করেছেন। নিলাম সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি এইসকল ঋণগ্রহীতাদের কাছে যথাযথভাবে পাঠানো হয়েছে। গ্রাহকদের এইসকল সোনার গহণাসমূহ আমাদের বিভিন্ন ওভারডিউ লোন অ্যাকাউন্ট-এর যা নিম্নে বর্ণনা করা হল তাদের শাখা নাম সহ।

**বারাসত শাখার নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ২৫.১১.২০২২ তারিখ সকাল ১০:৩০ মিঃ, এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড, শাখার ঠিকানা: চাঁপাডালি মোড়, বারাসত, পোঃ+থানা- বারাসত, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, সেনকো গোল্ড -এর নিকটে, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১২৪ -তে।**
**শাখা - বারাসত :** AP00377165,AP00519933

**ডালহৌসি শাখার নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ৩০.০৮.২০২৩ তারিখ সকাল ১০:৩০ মিঃ, এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড, স্টিফেন হাউজ, ইউনিট নং ৬ই, আরএন মুখার্জি রোড, বিড়লা বিল্ডিংয়ের বিপরীতে, কলকাতা-৭০০০০১ -তে।**
**শাখা - কলকাতা :** AP00347293, AP00414072, AP00432285, AP00440621, AP00440997, AP00443795, AP00447298, AP00486797, AP00521175, AP00533581, Ap00533599, AP00538408, AP00538958, AP00538961

**দুর্গাপুর শাখার নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ৩০.০৮.২০২৩ তারিখ সকাল ১০:৩০ মিঃ, এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড, সুরেশ ম্যানসন, নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-৭১৩২১৩ (কোহিনুর রেস্টুরেন্টের বিপরীতে)।**
**শাখা - দুর্গাপুর :** AP00324630, AP00365370,AP00437330, AP00437506,AP00438618, AP00448528, Ap00458046,AP00458790, AP00467819,AP00493355,AP00519900

**গড়িয়া শাখার নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ৩০.০৮.২০২৩ তারিখ সকাল ১০:৩০ মিঃ, এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড, ৩ নং গড়িয়া বোরাল মেইন রোড, ২য় তল, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, গড়িয়া, কলকাতা - ৭০০০৮৪, রাজ্য - পশ্চিমবঙ্গ -তে।**
**শাখা - গড়িয়া :** AP00346102,AP00351059,AP00407426,AP00528522,AP00538773

**শিলিগুড়ি শাখার নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ৩০.০৮.২০২৩ তারিখ সকাল ১০:৩০ মিঃ, এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড, সিটি প্লাজা বিল্ডিং, ২য় তল, পায়েল সিনেমা হলের বিপরীতে, সেভক রোড, শিলিগুড়ি, জেলা - দার্জিলিং-৭৩৪০০১ -তে।**
**শাখা - শিলিগুড়ি :** AP00293014,AP00301570,AP00308281,AP00335634,AP00339921

বিশদে জানতে, অনুগ্রহ করে এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড-এ যোগাযোগ করুন, যোগাযোগ নম্বর: ১৮০০-১০২-৮০১২ (আগাম বিজ্ঞপ্তি ব্যতিরেকে নিলামে অ্যাকাউন্টের সবর্তন এবং/ নিলাম মুলতুবী রাখা / বাতিল করার অধিকার এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড দ্বারা সংরক্ষিত।)

### পঞ্জাব এণ্ড সিংধ বৈংক / Punjab & Sind Bank (A Govt. of India Undertaking) — Where service is a way of life

**পাঞ্জাব এন্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক, বর্ধমান শাখা**
২য় তল, শ্রী দুর্গা মার্কেট, পুলিশ লাইন বাজার,
পোস্ট , শ্রীপল্লী, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩১০৩

**দখল বিজ্ঞপ্তি**
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

নিম্নস্বাক্ষরকারী পাঞ্জাব এন্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক, বর্ধমান শাখার অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এক্ট ২০০২ ( ২০০২ এর ৫৪)অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে বর্ণিত তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি নিম্নে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগনকে কে আহ্বান জানিয়ে নিম্নে প্রতিটি একাউন্ট এর সাপেক্ষে উল্লিখিত বকেয়া পরিশোধ করতে বলেন উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির পর।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ/বন্ধকদাতাগণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণ জনগণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলস-এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত অর্পিত ক্ষমতাবলে সম্পত্তির দখল নিয়েছেন এখানে নিম্নে প্রতিটি একাউন্ট এর সাপেক্ষে বর্ণিত তারিখে।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ/বন্ধকদাতাগণ-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি/গুলির সাথে কোনো লেনদেনের জন্য পাঞ্জাব এন্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।

| ক্র. নং | ক) অ্যাকাউন্টের নাম<br>খ) শাখার নাম | বন্ধকীকৃত সম্পত্তির বিবরণ | ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ<br>খ) দখলের তারিখ<br>গ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| ১. | **ক) শ্রী দেবাশীষ কারফা (ঋণগ্রহীতা)**<br>পিতা প্রভাথ কারফা<br>**শ্রীমতী অপু কারফা (সহ-ঋণগ্রহীতা)**<br>স্বামী- দেবাশীষ কারফা<br>**শ্রী গণেশ মালিক (জামিনদার)**<br>পিতা- মদন মালিক<br>**খ) বর্ধমান শাখা** | জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল (খ. নং ৪৬৮, জেএল নং ৫৬ এলআর. প্লট নং ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬ এবং ৩৯৭ মৌজা পশ্চিম তাজপুর, থানা মেমারি, জেলা-বর্ধমান) বন্ধকীকৃত সম্পত্তির টাইটেল ডিডের বিশদ বিবরণ- উপহারের দলিল নং ২৮১৫. সাল-২০১৫, ডিএসআর-১ বর্ধমানে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১, ভলিউম নং-০২০১-২০১৫, পৃষ্ঠা নং ১৩৭৮০ থেকে ১৩৮০১ পর্যন্ত তে নথিভুক্ত/ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, বিয়িং নং ০২০১০২৮১৫ সাল-২০১৫ অপু কারফা এর নামে নিবন্ধিত। **পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- এস. কারফার সম্পত্তি, দক্ষিণে- পুকুর, পূর্বে- রাস্তা, পশ্চিমে- এন. চক্রবর্তীর সম্পত্তি দ্বারা। | **ক) ০৫.০৬.২০২৩**<br>**খ) ১৯.০৮.২০২৩**<br>**গ) ১৭,৩৩,৩৯২.৮৪ টাকা**<br>**(সতেরো লক্ষ তেত্রিশ হাজার তিনশো বিরানব্বই টাকা চুরাশি পয়সা মাত্র)** এবং তদুপরি সুদ। |
| ২. | **ক) শ্রী সুশান্ত বারাট (ঋণগ্রহীতা)**<br>পিতা- বিশ্বনাথ বারাট<br>**শ্রীমতী তুসি বারাট (জামিনদার)**<br>স্বামী- সুশান্ত বারাট এবং<br>**জনাব রফিক খান (জামিনদার)**<br>পিতা- মুরাদ খান<br>**খ) বর্ধমান শাখা** | জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল (মৌজা-গলসী, জেএল নং- ৬৪, প্লট নং- আরএস এবং এলআর - ৪৬৯৪, খতিয়ান নং এলআর-৬১৪২ থানা--গলসি, জেলা- পূর্ব বর্ধমান), বন্ধকীকৃত সম্পত্তির টাইটেল ডিডের বিশদ বিবরণ- বিক্রয় দলিল নং আই-৩৮৯, তারিখ-২৫-০২-২০০৮, এডিএসআর গলসির অফিসে নিবন্ধিত এবং বুক নং-১.সিডি ভলিউম নং ১৪, পৃষ্ঠা নং ১৭ থেকে ২৩ তে সুশান্ত বরাটের নামে নিবন্ধিত। **পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- বিশ্বনাথ বরাটের বাড়ি, দক্ষিণে- মিরিক পাড়া রোড, পূর্বে- প্রশান্ত কুমার দত্তের বাড়ি, পশ্চিমে- মনষা তলা দ্বারা। | **ক) ০৫.০৬.২০২৩**<br>**খ) ১৯.০৮.২০২৩**<br>**গ) ১৭, ০৪,৪৭৩.১৮ টাকা**<br>**(সতের লক্ষ চার হাজার চারশো তিয়াত্তর টাকা এবং আঠারো পয়সা মাত্র)** এবং এবং তদুপরি সুদ। |

**তারিখ :১৯.০৮.২০২৩, স্থান : বর্ধমান** **অনুমোদিত অফিসার, পাঞ্জাব এন্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক**

### SBI — এসবিআই এডিবি নিশ্চিন্তপুর

**এসবিআই এডিবি নিশ্চিন্তপুর,**
**দুমকা রোড, নিশ্চিন্তপুর রামপুরহাট**
**জেলা - বীরভূম, পিন - ৭৩১২২৪, পশ্চিমবঙ্গ**

**দখল নোটিশ**
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট IV [ রুল -৮(১)]

যেহেতু, **এ/সি নং ৩৫৪২৯৩৯০৮৮৯ (সি.সি)/৩৯৫১৫৪২৬৫২৭ (জি.ই.সি.এল)**

নিম্নস্বাক্ষরকারী **'স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া', এ.ডি. ব্রাঞ্চ নিশ্চিন্তপুর** এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ - নং ৩) সিকিউরিটাইজেশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের **রুল ৩** সংস্থান অধীনে **১৪.০৩.২০২৩** তারিখে **ঋণগ্রহীতা মহ. সুকুর শেখ ওরফে অ্যাপেল শেখ স্বত্বা. মেসার্স নার্গিস মেডিকেল হল গ্রাম - তেঁতুলবাঁধি, পো. নারায়ণপুর, থানা - রামপুরহাট, জেলা - বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৩১২২৩** কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৯,১৮,৫৮৩.০০ টাকা (নয় লাখ আঠারো হাজার পাঁচশো তিরাশি টাকা) টাকা ০৬.০৩.২০২৩** অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত যথাযথ সুদ এবং আপনারা আরও দায়বদ্ধ পরবর্তী সুদ, ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **১৮ আগস্ট ২০২৩** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণবাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, এ.ডি. ব্রাঞ্চ নিশ্চিন্তপুর **৯,১৮,৫৮৩.০০ টাকা (নয় লাখ আঠারো হাজার পাঁচশো তিরাশি টাকা) টাকা ০৬.০৩.২০২৩** অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত যথাযথ সুদ সহ ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

**স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ**

**০৩.০২.২০২২ তারিখের অনুসন্ধান প্রতিবেদন অনুযায়ী**

দলিল নং ০৯৩৩১-২০১৩ সালের, বুক নং ১, ভল্যুম নং ২৩, পৃষ্ঠা - ১৭১২ - ১৭২৩

**সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমির পরিমাণ মোট ০.০৩ একর অবস্থিত মৌজা - বালিয়া মৃত্যুঞ্জয়পুর, জেএল নং ০৪, সাবেক খতিয়ান নং ১৮২২, পূর্ব এলআর খতিয়ান নং ৩৩০৯, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ৩৪৩৩, এলআর প্লট নং ৮২৬, গ্রাম - তেঁতুলবান্ধি, পো -নারায়ণপুর, থানা- রামপুরহাট,নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৩১২৩৯। সম্পত্তি মহ সুকুর শেখ ওরফে আপেল শেখের নামে।

**সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : সড়ক, দক্ষিণে : গোলাম আজফিয়া এবং অন্যান্যের সম্পত্তি, পূর্বে : গোলাম আজফিয়ার সম্পত্তি, পশ্চিমে : ফারুক মন্ডলের সম্পত্তি সমন্বিত।

**দ্রষ্টব্য-** ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

**তারিখ : ১৮.০৮.২০২৩** **অনুমোদিত অফিসার**
**স্থান : রামপুরহাট** **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

### ইংডিয়ন বৈংক / Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

**জোনাল অফিস : বহরমপুর**
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২ ১০১
ইমেল : z184@indianbank.co.in

**স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ**

**পরিশিষ্ট -IV-A [ রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]**

**২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।**

আইনের ১৩(১২) ধারা এবং সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের (জামিন অধীনে ঋণদাতা) এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত এবং 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' এবং 'যেখানে যা আছে' ভিত্তিতে ২০.০৯.২০২৩ তারিখে ১৮,০৬,৯২৭.০০ টাকা** (আঠারো লাখ ছয় হাজার নশো সাতাশ টাকা) **২১.০৮.২০২৩** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ, শুল্ক, অন্যান্য চার্জ, ব্যয় ইত্যাদি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক **(জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট বকেয়া পরিমাণ **মেসার্স পাল ইন্টিরিয়রস (স্বত্বা. শ্রী তাপস পাল) বন্ধকদাতা শ্রী তাপস পাল,** পিতা শ্রী মাখন লাল পাল ১০১১, কেবিএম, চাকদা, পো. এবং থানা - চাকদা, জেলা - নদিয়া, প.ব. পিন - ৭৪১ ২২২ কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।

সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিশেষ বিস্তারিত যা ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন বিস্তারিত নিম্নরূপ :

| ক্র. নং | ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম<br>খ) শাখার নাম | স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত | জামিন অধীনে ঋণদাতা বকেয়া পরিমাণ | ক) সংরক্ষিত মূল্য<br>খ) ইএমডি পরিমাণ<br>গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ<br>ঘ) সম্পত্তির আইডি<br>ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা<br>চ) দখলের ধরন |
|---|---|---|---|---|
| ১. | **ক) ১. ঋণগ্রহীতা : মেসার্স পাল ইন্টেরিয়রস,**<br>**স্বত্বা : শ্রী তাপস পাল**<br>**২. বন্ধকদাতা : শ্রী তাপস পাল,**<br>পিতা শ্রী মাখন লালপাল, ১০১১, কেবিএম, চাকদা, পো এবং থানা - চাকদা, জেলা -নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন -৭৪১২২২<br>**খ) পায়রাডাঙ্গা শাখা** | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন সম্পত্তি মৌজা- কাজিপাড়া, জেএল নং ৩২, খতিয়ান নং ১০৫০, প্লট নং ৮৮৮, এলআর নং ২৩৮/৮৮৮, অবস্থিত ১০১১ কেবিএম, কাজিপাড়া, পো এবং থানা-চাকদা, চাকদা পুরসভা অধীন, জেলা-নদিয়া, পিন - ৭৪১২২২, পশ্চিমবঙ্গ, জমির পরিমাণ ৯.০০ ডেসিমেল,শ্রেণি -বাড়ি, স্বত্ব দলিল নং ১৭৬৮-২০১২ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর-চাকদা, নদিয়া, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৫, পৃষ্ঠা ১১০ থেকে ১৩০, তারিখ ২৫.০৪.২০১২। **সম্পত্তি শ্রী তাপস পাল, পিতা শ্রী মাখন লাল পাল এর নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : সড়ক, দক্ষিণে : রমেন্দ্র নারায়ণ রায়ের সম্পত্তি, পূর্বে : শোভারানি হাজরার সম্পত্তি,পশ্চিমে : উত্তম রুদ্র ভৌমিকের সম্পত্তি সমন্বিত। | **১৮,০৬,৯২৭.০০ টাকা**<br>(আঠারো লাখ ছয় হাজার নয়শত সাতাশ টাকা) টাকা **২১.০৮.২০২৩** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ | ক) ২৪,৫০,০০০.০০ টাকা (*)<br>(চব্বিশ লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা)<br>**খ) ২,৫০,০০০.০০ টাকা**<br>( দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা)<br>**গ) ১০,০০০.০০ টাকা**<br>(দশ হাজার টাকা)<br>**ঘ) আইডিআইবি৩০০৬০৭৯৮০৪৯**<br>**ঙ) আমাদের জ্ঞাত নয়**<br>**চ) প্রতীকী দখল** |

**(*) সংরক্ষিত মূল্যের অধিক হবে বিক্রয় মূল্য**

**ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ২০.০৯.২০২৩, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত**
**ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক প্ল্যাটফর্ম - (১) www.indianbank.co.in**
**(২) https://www.ibapi.in (৩) https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi**

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩- ২৩৪০০০২০/২৩৪০০০২১/২৩৪০০০২২** এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **ibapiop@mstcecommerce.com** এবং **ibapifin@mstcecommerce.com**।

সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর **"১৮০০১০২৫০২৬"** এবং **"০১১-৪১১০৬১৩১"** যোগাযোগ করুন।

**ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে** সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

**দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও**

**তারিখ : ২১.০৮.২০২৩** **অনুমোদিত অফিসার**
**স্থান : বহরমপুর** **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

# মিজোরামে নির্মীয়মাণ রেল ব্রিজ দুর্ঘটনায় একই পরিবারের ৬ সদস্যের মৃত্যু

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** মিজোরামে নির্মীয়মাণ রেল ব্রিজ ভেঙে দুর্ঘটনায় মালদার একই পরিবারের ছয়জনের মৃত্যু হল। মৃতদের প্রত্যেকের বয়স কুড়ি থেকে ত্রিশ বছরের মধ্যে। সম্পূর্ণ পুরুষ শূন্য হয়ে গিয়েছে ওই পরিবারটি বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনায় একই পরিবারের ছয়জনের মৃত্যুর খবর মালদার পুখুরিয়া থানার কোকলামারী চৌদুয়ার গ্রামে পৌঁছতেই রীতিমতো শোকের ছায়া নেমে আসে। এদিন গ্রামের কোনো বাড়িতেই জ্বলেনি উনুনও। দুপুর থেকে এই গ্রাম জুড়ে শুধু চলছে কান্নার রোল। যদিও এখনো পর্যন্ত বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, মালদার কমপক্ষে ২৫ জন শ্রমিকের মিজোরামের নির্মীয়মাণ রেল ব্রিজ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে। এই মৃতের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলেও অনুমান করছে প্রশাসনের একাংশ। এই দুর্ঘটনায় মৃতদের অধিকাংশের বাড়ি রতুয়া ২ ব্লকের পুখুরিয়া থানার কোকলামারি চৌদুয়ার গ্রামে। এই গ্রাম থেকে অন্তত ৩০ জন শ্রমিক মিজোরামে গিয়েছেন বলে স্থানীয় গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন। এছাড়াও মালদার ইংরেজবাজার, কালিয়াচক ব্লক থেকেও অনেক শ্রমিকেরা গিয়েছেন মিজোরামে। যেখানে এই নির্মীয়মাণ রেল ব্রিজ দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন মালদা শ্রমিকেরা।

এদিকে পুকুরিয়া থানার চৌদুয়ার গ্রামের একই পরিবারের যে ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে তাদের নাম, সাইদুর রহমান (৩০), মোজাফফর আলি (৩০)। এরা সম্পর্কে দুই কাকাতো ভাই। ওয়াসিম শেখ (২০), সেবু শেখ (২০)। মৃত এই দুইজন প্রথম মৃত দুইজনের সম্পর্কে ভাইপো। আনসারুল শেখ (১৯) এবং মোশারফ শেখ (২০) মৃত এই দুইজন সাইদুর রহমানের ভাগ্নে।



মৃতের পরিবারের আত্মীয়রা জানিয়েছেন, প্রায় দেড় আগে সাইদুর সহ পরিবারের ছয় জন পুরুষ মিজোরামে কাজ করতে গিয়েছিলেন। বুধবার দুপুরে তারা মোবাইল মারফত জানতে পারেন মিজোরামের রাজধানী আইজল থেকে ২১ কিলোমিটার দূরে একটি নির্মীয়মাণ রেল সেতু নির্মাণের সময় সেটি ভেঙে পড়ে। সেই দুর্ঘটনায় পরিবারের ছয় জনই মারা গিয়েছে। তারপরেই কান্নায় ভেঙে পড়েছে গোটা পরিবার। মৃতদের এক আত্মীয় মহম্মদ হামিদুর রহমান বলেন, সাইদুর রহমান এবং মোজাফফর আলি সহ পরিবারের ছয়জন পুরুষ কাজের জন্য মিজোরামে গিয়েছিলেন। মোটা টাকা কাজ করে রোজগার করে নিয়ে আসবেন। কুড়ি থেকে বাইশ জনের পরিবার। তাদের জন্যই ওরা মিজোরামে কাজ করতে গিয়েছিল। কিন্তু একটা দুর্ঘটনায় সব শেষ করে দিল। নির্মীয়মাণ যে রেল ব্রিজটি তৈরি হচ্ছে, সেটি নাকি ৫০ তলা বিল্ডিং-এর থেকে উঁচু। সেখান থেকেই হুড়মুড়িয়ে গোটা ব্রিজটা ভেঙে পড়ল। মোবাইলে যখন ছবি দেখেছি তখন কোনো আত্মীয়ের ছবি চিনতে পারছিলাম না। এতটাই বাজে অবস্থা ছিল। পরিবারটা অসহায় পড়ল। অনেকের স্ত্রী, ছোট ছোট ছেলে মেয়ে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সরকার এবং প্রশাসন যাতে সহযোগিতা করে এই দাবি আমরা রেখেছি। স্থানীয় গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, চৌদুয়ার গ্রামের যারা মিজোরামে এই নির্মীয়মাণ রেল ব্রিজে কাজ করছিলেন, তাদের অধিকাংশের মৃত্যু হয়েছে। অনেকের দেহ এখনো পর্যন্ত শনাক্ত করা যায়নি এবং খুঁজেও পাওয়া যায়নি। পাহাড়ের নীচে দেহ ছিটকে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে এখন সরকারের সহযোগিতায় আমরা আশা করছি।

জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে রাজ্য প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। অতিরিক্ত জেলাশাসক মালদা সদর এবং চাঁচল মহকুমা শাসক সহ পদস্থ কর্তারা মৃতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে সবরকম সহযোগিতা আশ্বাস দিয়েছেন। তবে এখনো পর্যন্ত কতজনের মৃত্যু হয়েছে, সে ব্যাপারে পরিষ্কার কিছু বলা যাচ্ছে না।

## অবসরপ্রাপ্ত ও অস্থায়ী কর্মীদের বকেয়া টাকা মেটালো তৃণমূল পরিচালিত আরামবাগ পুরসভা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি:** অবশেষে হুগলির আরামবাগ পুরসভার অবসরপ্রাপ্ত কর্মী ও অস্থায়ী কর্মীদের মুখে হাসি ফোটালো বর্তমান পুরপ্রশাসন। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোর আগে আরামবাগ পুরসভার অবসরপ্রাপ্ত কর্মী ও অস্থায়ী কর্মীরা তাদের বকেয়া ইপিএফের টাকা পেল। পুজোর সময় তারা এই টাকা পাওয়ায় ধন্যবাদ জানান বর্তমান তৃণমূল পরিচালিত পুর বোর্ডকে। জল্পনা চলছিল অনেকদিন ধরেই অবশেষে এল ঘোষণা। একেবারে সাংবাদিক বৈঠক করে আরামবাগ পুরসভার চেয়ারম্যান সমীর ভান্ডারী বকেয়া টাকা মেটানোর কথা ঘোষনা করেন। পুর প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার থেকেই প্রতিটি অস্থায়ী কর্মী ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের বকেয়া টাকা তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠানো শুরু হয়েছে। আরামবাগ পুরসভার মোট ৩৫ জন অবসরপ্রাপ্ত কর্মী চার-পাঁচ বছর ধরে তাদের বকেয়া টাকা পায়নি। পাশাপাশি বেশ কিছু অস্থায়ী কর্মীও একই ভাবে তাদের বকেয়া টাকা পায়নি। পুরসভার আর্থিক অবস্থা খারাপ হওয়া সত্ত্বেও পুজোর আগে তাদের বকেয়া টাকা মেটানোর উদ্যোগ নেয় আরামবাগ পুরসভার চেয়ারম্যান সমীর ভান্ডারী। সেই মতো তাদের বকেয়া টাকার ৪০ শতাংশ টাকা তথা ৪১ লক্ষ ৪৩ হাজার ৭৪৬ টাকা এদিন মেটানো হয়। বাকি ৬০ শতাংশ টাকা ধাপে ধাপে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেন চেয়ারম্যান সমীর ভান্ডারী। সূত্র থেকে জানা গেছে, প্রায় মোট ১ কোটি ৩ লক্ষ ৫৯ টাকা বকেয়া ছিল। এর মধ্যে ৪০ শতাংশ টাকা দেওয়া হয়। এই বিষয়ে আরামবাগ পুরসভার চেয়ারম্যান সমীর ভান্ডারী বলেন, ওনারা আমাদের কাছে আবেদন করেছিলেন। পুজোর আগে আমরা কিছু বকেয়া মেটানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। সেই মতো টাকা দেওয়া হল। পুরো সমস্যা না মিটলেও বাকিটা আমরা ধাপে ধাপে দেব। অপরদিকে ভাইস চেয়ারম্যান মমতা মুখার্জি বলেন, যারা এতদিন কাজ করে গেছেন তাদের প্রতি আমাদের এই বোর্ডের দায়বদ্ধতা ছিল। টাকা মেটাতে পেরে আমরা যেমন আনন্দিত ওনারাও আনন্দিত। আরামবাগ পুরসভার অবসরপ্রাপ্ত কর্মী ও অস্থায়ী কর্মী বলেন, বহু আন্দোলন করেছি। এই বোর্ড এক বছরের মধ্যে আমাদের বকেয়া টাকা মেটান। এই জন্য অশেষ ধন্যবাদ জানাই সকলকে। সবমিলিয়ে আরামবাগ পুরসভার এই কাজকে সাধুবাদ জানায় এলাকার মানুষ।



## যাদবপুর কাণ্ডের পর আরামবাগের কলেজগুলিতে অ্যান্টি র‍্যাগিং সেল সক্রিয় করলো প্রশাসন

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি:** যাদবপুর কাণ্ডের রেশ আরামবাগেও আছড়ে পড়ছে। শিক্ষকমহল থেকে অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন। যাদবপুরের পড়ুয়ার মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় আরামবাগের নাম উঠে আসায় মহকুমাবাসী স্তম্ভিত। র‍্যাগিং প্রতিরোধে প্রতিটি কলেজে এসে পৌঁছেছে সরকারি নির্দেশিকা। যার ভিত্তিতে কলেজগুলোতে জরুরি বোর্ড মিটিং ডাকা হয়েছে। অ্যান্টি র‍্যাগিং সেলগুলোক সক্রিয় করা হচ্ছে। আরমাবাগের সকল স্তরের মানুষ দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাইছেন। একইসঙ্গে চাইছেন র‍্যাগিং নির্মূল করার লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ। আরামবাগের কলেজগুলোতে র‍্যাগিং নির্মূল করার লক্ষে সরকারি নির্দেশিকা কার্যকর করার প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। কলেজ কতৃপক্ষের তরফে হস্টেল ও ক্যাম্পাসগুলি পরিদর্শন করা হচ্ছে। প্রথম বর্ষের পড়ুয়া ও কলেজে সিনিয়র ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলছেন। মনিটরিং ব্যাবস্থাকে আরও জোরদার করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। আরামবাগ নেতাজি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ অসীম কুমার দে বলেন, সরকারের তরফে এই বিষয়ে একটি সরকারি নির্দেশিকা এসেছে। যার ভিত্তিতে মিটিং ডাকা হয়। ইতিমধ্যেই সুপারকে হোস্টেলে নিয়মিত পরিদর্শনের জন্য বলা হয়েছে। কলেজের অধ্যাপকরাও প্রতিটি বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলবেন। এই নিয়ে কলেজ ক্যাম্পাসে ধারাবাহিক প্রচার চালানো হবে। অ্যান্টি র‍্যাগিং বিষয়ক যাবতীয় সরকারি নির্দেশিকা কার্যকর করা হবে। গোঘাটের অঘোর কামিনী প্রকশচন্দ্র মহা বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল পরমার্থ ঘোষ বলেন, পার্শ্ববর্তী জেলার বহু ছাত্রছাত্রী এই কলেজে ভর্তি হন। ইতিমধ্যেই কলেজে অ্যান্টি র‍্যাগিং বিষয়ক বোর্ড মিটিং ডাকা হয়েছে। হস্টেল ও ক্যাম্পাসগুলোতে একগুচ্ছ পদক্ষেপ নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। র‍্যাগিং নিয়ে কোনও অভিযোগ এলে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আরামবাগের সার্কাস মাঠের বাসিন্দা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিদ্যার দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র মনোতোষ ঘোষের গ্রেপ্তারির ঘটনায় মহকুমাজুড়ে হইচই পড়ে গিয়েছে। ছেলেমেয়েদের বাইরে পড়তে পাঠানো নিয়ে অভিভাবকদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। উদ্বেগ যে উত্তোরত্তর বাড়ছে মানছেন আরামবাগ গার্লস কলেজের অধ্যক্ষ সৈয়দ সাজিদুল ইসলাম। খানাকুলের রাজা রামমোহন রায় মহাবিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল দীপক ভার্গব বলেন, কলেজের অ্যান্টি রেগিং ও গ্রিভান্স রিড্রেসালকে ইতিমধ্যেই সক্রিয় করা হয়েছে। প্রথমবর্ষের যেসব পড়ুয়া কলেজে ভর্তি হয়েছেন তাদের বলা হচ্ছে হেনস্তার ঘটনা জানানোর জন্য। কলেজের তরফে কড়া নজরদারির ওপরে জোর দেওয়া হচ্ছে। এই বিষয়ে অভিভাবক প্রভাত কুমার রায় বলেন, পড়ুয়াদের এমনকী বাবা মাকেও অ্যান্টি র‍্যাগিং বিষয়ে ভর্তির সময় সেলফ ডিক্লেরেন্স দিতে হয়। কিন্তু সেটা কাগজে কলমে রয়ে গিয়েছে। সঠিক নজরদারি ছাড়া অ্যান্টি র‍্যাগিং সেল কতটা কার্যকর হবে তা নিয়ে আগেও প্রশ্নচিহ্ন ছিল এখনও আছে। সন্তানকে বাইরে পড়তে পাঠানো নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই অভিভাবকদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। সবমিলিয়ে আরামবাগ জুড়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি র‍্যাগিং রুখতে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।




## পুজোর সময় সারারাত বাস চলবে কলকাতায়, হুগলিতে বৈঠকের পর বললেন পরিবহণ মন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি:** দুর্গাপুজোর তোড়জোড় শুরু হয়েছে ইতিমধ্যেই। আর পুজো মানেই ঠাকুর দেখার প্ল্যানিং। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কলকাতা এসে পুজো দেখেন বহু মানুষ। পায়ে হেঁটে মণ্ডপ দর্শন চলে গভীর রাত পর্যন্ত। তাই ওই কয়েকটা দিন যানবাহনের ক্ষেত্রেও থাকছে বিশেষ গুরুত্ব। রাতে ফেরার সময় যাতে সাধারণ মানুষের কোনও অসুবিধা না হয়, সে জন্য সারা রাত পরিবহণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল আগের বছর। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না বলেই জানালেন রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন, শহরের পাশাপাশি গ্রামের পুজো পরিক্রমার ক্ষেত্রেও গুরুত্ব দেওয়া হবে।

হুগলিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী জানিয়েছেন, পুজোর সময় সারা রাত বাস চলবে কলকাতায়। বাড়তি বাস নামানো হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। মন্ত্রী জানান, রাতে পায়ে হেঁটে দূরের স্টেশনে ফেরার দরকার হবে না। শুধু কলকাতা নয়, শহরতলিতে যে সব জায়গায় বড় পুজো হয়, সেখানেও সারা রাত যাতে বাস চলে, তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে। এদিন পুজো উপলক্ষে এক প্রশাসনিক ও সমন্বয় বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল চুঁচুড়ার রবীন্দ্র ভবনে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। সেখানেই তিনি সাংবাদিকদের জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছেন যাতে পুজোর সময় বেশি সংখ্যক বাস চালানো যায়। যাঁরা প্রবীণ নাগরিক, তাঁদের জনপ্রিয় পুজোগুলো দেখানোর জন্য পরিবহণ দপ্তর থেকেই ব্যবস্থা করা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। কলকাতার পাশাপাশি পুজো পরিক্রমার ব্যবস্থা থাকবে শিলিগুড়ি, আসানসোলের মতো শহরেও। আর থাকবে দর্শনার্থীদের জন্য বিভিন্ন প্যাকেজের বন্দোবস্তও।

## মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে বারাসাতে তৈরি হতে চলেছে সিসিবি

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত:** রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়নের জন্য লাগাতার কাজ করে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার সেই উন্নয়নের জোয়ার এসে পড়ল বারাসাত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ঝুলিতে। বুধবার বিকেলে ৫০ শয্যাবিশিষ্ট একটি ক্রিটিকাল কেয়ার ব্লকের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ভার্চুয়ালি করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যার জন্য ব্যয় হবে ১৮ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই ব্লকটি প্রস্তুত হয়ে যাবে বলেই জানান হাসপাতালে সুপার ডাঃ সুব্রত মণ্ডল। তিনি বলেন, হাসপাতালে ২৪টি সিসিইউ বেড ছিল। এই ৫০টি নতুন করে হওয়াতে আগামীদিনে বারাসাত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সিসি বেডের সংখ্যা দাঁড়াবে ৭৪ টি। ফলে জেলার মানুষের সুবিধার পাশাপাশি জেলা স্বাস্থ্য পরিকাঠামোরও ব্যাপক উন্নয়ন হবে বলে জানিয়েছেন সুপার। তিনি বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বারাসাত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জন্য। এর ফলে বহু মানুষ উপকৃত হবে। তিনি আরও বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি বারাসাতের সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের সামগ্রিক উদ্যোগে জেলা সদর হাসপাতাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পরিণত হয়েছে। হাসপাতালে পরিকাঠামোও বেড়েছে। এবার সিসিইউ এর বেডের সংখ্যা বাড়ায় এই হাসপাতাল জেলার মানুষকে আরও বেশি পরিষেবা দিতে পারবে।

## দু'টি মাথা বিশিষ্ট বাছুর জন্মানোয় চাঞ্চল্য কাটোয়ায়

সুজিত ভট্টাচার্য

**পূর্ব বর্ধমান:** এক কৃষকের বাড়িতে জন্মাল দু'টি মাথার বাছুর। যাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। ঘটনাটি পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া ২ নম্বর ব্লকের শ্রীবাটী গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মূলগ্রামের।

জানা গিয়েছে, এক কৃষকের বাড়িতে একটি গোরুর সন্তান জন্ম হয়। যার দু'টি মাথা রয়েছে। মঙ্গলবার রাতে মূলগ্রামের কৃষক সোমনাথ মাঝির বাড়িতে একটি বাছুরটি জন্ম নিয়েছে। ওই কৃষক দেখতে পান, বাছুরের দু'টি মাথা রয়েছে। এর সঙ্গেই দু'টি মুখ, কান এবং চার পা আছে, কিন্তু মাথা দু'টি। মূলগ্রামের কৃষক সোমনাথ মাঝির বাড়িতে বিরল প্রকৃতির দেখতে এই বাছুর জন্ম নেওয়ার খবর এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে হইচই পড়ে যায় গোটা গ্রামে। বুধবার সকাল থেকেই এলাকার মানুষ ভিড় জমাতে শুরু করেন ওই কৃষকের বাড়িতে।

সোমনাথ মাঝি জানান, দীর্ঘ



অনেক বছর ধরে গোরু লালনপালন করে আসছেন তিনি কিন্তু এই ধরণের ঘটনা প্রথমবার দেখলেন। বিষয়টি তিনি পশু চিকিৎসকদের জানালে, তাঁরা বাছুরটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে জানিয়েছেন, শারীরিক দিক থেকে সুস্থ রয়েছে বাছুরটি। এলাকার বাসিন্দা বাবুরাম ঘোষ জানান, খবর পেয়েই ছুটে এসে অদ্ভুত দেখতে বাছুরকে দেখেন। এমন ঘটনা কোনওদিন তিনি চোখে দেখেননি। বাছুরটি বড় হলে তার কোনও সমস্যা হবে কিনা, এখন সেটাই দেখার।

# মোহনপুর সেতু পরিদর্শনের পর ক্ষোভ প্রকাশ দিলীপ ঘোষের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর:** বুধবার সকালে মেদিনীপুর ও খড়গপুরের সংযোগকারী মোহনপুর সেতু পরিদর্শন করে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন মেদিনীপুরের সাংসদ দিলীপ ঘোষ। ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে এই গুরুত্বপূর্ণ সেতুটি সংস্কারের চিন্তাভাবনা করা হয়নি কেন, সেই প্রশ্নে রাজ্য সরকারকে কটাক্ষ করতেও ছাড়েননি তিনি।

দিলীপ ঘোষ দাবি করেন, 'সেতু তৈরির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে তাঁর পক্ষ থেকে আবেদন জানানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার রাজিও হয়েছে। কিন্তু রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রকে চিঠি দেওয়া হচ্ছে না। এই মোহনপুরের দুর্বল সেতুর মতোই রাজ্য সরকারও দুর্বল। ঠেকো দিয়ে যেমন সরকার চলছে, তেমনই ঠেকো দিয়ে ব্রিজও চলছে।' তিনি কটাক্ষ করে বলেন, 'আপনাদের হাঁড়ি চড়ে না, আপনারা খেতে পান না। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারকে চিন্তা করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষের কথা।'



মেদিনীপুরের সাংসদ বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দান খয়রাত করে কেবল ভোট কিনবেন।' দুর্গা পূজার জন্য অনুদান দেওয়ার কী এমন দরকার রয়েছে বলেও প্রশ্ন তোলেন তিনি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনা প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ অভিযোগ করেন, 'দেশের অন্যতম নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম খারাপ করা হচ্ছে। সরকার এখনও কোনও যথাযথ ভূমিকা গ্রহণ করছে না।'

## স্কুলের সামনেই চলছিল মাদক বিক্রি, তৃণমূল প্রধানের সাহায্যে বন্ধ হল ব্যবসা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** সরকারি স্কুলের সামনেই একটি কাঠের দোকানের গুমটিতে চলছিল বেআইনিভাবে মাদক বিক্রির কারবার। সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং গ্রামবাসীরা প্রতিবাদ জানিয়েও সেই মাদক কারবার বন্ধ করতে পারছিলেন না। অবশেষে সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত তৃণমূল দলের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সেই মাদক কারবারিকে হাতেনাতে ধরে সতর্ক করার পাশাপাশি দোকান বন্ধ করে দিলেন। বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজার ব্লকের ফুলবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের

**মালদা**

নৌঘোরিয়া এলাকায়। পঞ্চায়েত প্রধান জাহিদুল শেখের এই ভূমিকায় সাধুবাদ জানিয়েছেন নৌঘরিয়া হাইস্কুল কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় গ্রামবাসীরা।

সংশ্লিষ্ট স্কুলের একাংশ শিক্ষকদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে স্কুলের পাশের একটি কাঠের গুমটি করে পান, সিগারেট বিক্রির নামে চলছিল বেআইনি মাদকের কারবার। এনিয়ে বহুবার প্রতিবাদ জানানো হয়েছিল। কিন্তু ওই বেআইনি কারবারী কোনভাবেই কারোর কথা শুনছিল না। ফলে অনেকটাই দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়েছিলেন সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকেরা। অবশেষে ফুলবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে অভিযোগ জানাতে নড়েচড়ে বসে তিনি। পঞ্চায়েত প্রধানের উপস্থিতিতেই বন্ধ করে দেওয়া হয় ওই বেআইনি ব্যবসা।

ফুলবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল দলের প্রধান জাহিদুল শেখ জানিয়েছেন, এলাকায় কোন ধরনের বেআইনি কাজ করতে দেওয়া যাবে না। এই ধরনের মাদক কারবারের সঙ্গে যারা যুক্ত থাকুক না কেন, পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ আইনগত ব্যবস্থা নেবে।

## ফুরফুরায় রাজনীতি না করে উন্নয়নের জন্য সবাই ভাবুক : স্নেহাশিস চক্রবর্তী

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি:** পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন নিয়ে ব্যাপক অশান্তি হয় ফুরফুরা শরিফে। ঘটনায় এক অভিযুক্তের গ্রেপ্তারি নিয়ে মঙ্গলবার নতুন করে ছড়ায় চাঞ্চল্য। এক পীরজাদার বাড়ি থেকে যুবককে গ্রেপ্তার করা নিয়ে অশান্তি। পুলিশ কেন পীর সাহেবদের বাড়িতে চড়াও হবে প্রশ্ন তুলে সরব ফুরফুরার পীরজাদারা। ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত যাতে না লাগে সেই নিয়ে ব্যাখ্যা পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিষ চক্রবর্তীর।

প্রসঙ্গত, গত ১০ অগস্ট ফুরফুরা পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন নিয়ে ব্যাপক অশান্তি হয় ফুরফুরায়। সোমবার এই ঘটনায় আরও এক অভিযুক্ত নাজমুস শাহাদাত মোল্লাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অভিযুক্ত নাজমুস শাহাদাত মোল্লা দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা থানা এলাকার বাসিন্দা। ফুরফুরার একটি দোকানে কাজ করত সে। পীরজাদা কাশেম সিদ্দিকির বাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পীরজাদাদের বাড়িতে এসে পুলিশ অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে বলে অভিযোগ কাশেম সিদ্দিকির। তিনি বলেন, 'রাতে হামলা হয়েছে। তাদের বারবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছে দরবারে এসেছেন কেন এত পুলিশ? এত গাড়ি নিয়ে কী কারণে? শুনেই অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে। রাতের অন্ধকারে তারা কেন আসবে, দিনের বেলায় আসুক। আলোচনায় বসে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'



জাঙ্গিপাড়ার বিধায়ক স্নেহাশিষ চক্রবর্তী বলেন, 'ফুরফুরা শরিফের মত ধর্মীয় জায়গায় রাজনীতি করবে না তৃণমূল। এটা দলের সিদ্ধান্ত। আমরা চাইব অন্য রাজনৈতিক দলও ফুরফুরা দরবার শরিফ এলাকায় যেন রাজনীতি না করে। ফুরফুরার গণ্ডগোলে যারা অভিযুক্ত ছিল, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে পুলিশ। আমি শুনেছি অভিযুক্তদের মধ্যে কয়েকজন দাগি দুষ্কৃতী আছে। ফুরফুরায় রাজনীতি না করে ফুরফুরার উন্নয়নের জন্য সবাই ভাবুক এটাই চাই।'

## ইটভাটার ঘরের মধ্যে থেকে তাজা বোমা উদ্ধার, আটক ২ ভাটা শ্রমিক

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট:** ইটভাটার শ্রমিকদের থাকার ঘর থেকে তাজ বোমা উদ্ধার। ঘটনায় গ্রেফতার দুই ভাটা শ্রমিক। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট ১ নম্বর ব্লকের সাকচুড়া বাগুন্ডি গ্রাম পঞ্চায়েতের গজালমারি গ্রামের। বুধবার সকাল দশটা নাগাদ দুটো তাজা বোমা দেখতে পায় স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশকে খবর দিলে ঘটনাস্থলে বসিরহাট থানার পুলিশ যায়, দুটো তাজা বোমা উদ্ধার করে, সেগুলোকে নিষ্ক্রিয় করেছে পুলিশ। ঘটনায় ইমরান মোল্লা ও সাইফুল মোল্লা নামে দুই ভাটা শ্রমিককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এরাই নাকি বাইরের থেকে বোমা এনে এখানে জড়ো করেছিল। কি উদ্দেশ্যে জড়ো করেছিল কেনই বা বোমা রাখা হয়েছিল, এলাকায় সন্ত্রাস তৈরি করতে না অসামাজিক কাজের সঙ্গে এই ভাটা শ্রমিক যুক্ত, সব দিকটাই তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। গত মাসের ৩০ জুলাই একটি ইট ভাটার মধ্যে খেলতে গিয়ে



চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র ইউনুস মোল্লা ডান হাত উড়ে গিয়েছিল। ইটভাটার মালিক হাজী মুসিবর রহমান দিকে এই ঘটনায় আঙুল উঠেছিল। ফের ভাটার মধ্যে বোমা মজুত করাকে কেন্দ্র করে এলাকার মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়েন তারা বলেন, এরা পরিকল্পিতভাবে ইটভাটার মধ্যে রেখে এলাকায় সন্ত্রাস আতঙ্ক অসামাজিক কাজ করার চেষ্টা করছিল। যারা এর সঙ্গে যুক্ত তাদের অবিলম্বে কঠিন শাস্তির দাবি জানিয়েছে গ্রামবাসীরা।

## বিজেপিকে নিশানা তৃণমূলের জেলা সভাপতির




**নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ:** পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের জয়ী প্রার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান থেকে বিজেপিকে নিশানা তৃণমূলের জেলা সভাপতির। পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের জয়ী প্রার্থীদের সংবর্ধনা প্রদানের সভার আয়োজন করেছিল তৃণমূল। তার আগে তৃণমূলের পক্ষ থেকে একটি র‍্যালির আয়োজন করা হয়। র‍্যালিটি বনগাঁ নীলদর্পণ ভবনের সামনে থেকে শুরু হয় এবং বাটার মোড় হয়ে মতিগঞ্জে আসে। প্রসঙ্গত, পঞ্চায়েত নির্বাচনে সন্ত্রাসের অভিযোগে নেই বিজেপির পক্ষ থেকে গত বৃহস্পতিবার একটি প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল এবং সেখানে বনগাঁ রামনগর রোডের মুখে একটি অস্থায়ী মঞ্চের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই মঞ্চ থেকে তৃণমূলকে আক্রমণ করেছিলেন বিজেপির জেলা সভাপতি দেবদাস মণ্ডল-সহ বনগাঁ লোকসভার সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় জাহাজ ও প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। বুধবার তৃণমূলের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান থেকে শান্তনু ঠাকুর ও দেবদাস মণ্ডলকে কড়া ভাষার আক্রমণ করলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস। দেবদাস মণ্ডলকে নাম না করে শান্তনু ঠাকুরের পৌষ্য পুত্র বলেও কটাক্ষ করেন তিনি। সভামঞ্চ থেকে বিশ্বজিতবাবু এও বলেন, কল্যাণী এইমসে কারোর কাছ থেকে পাঁচ লক্ষ, ছয় লক্ষ করে টাকা নিয়ে চাকরি দিয়েছেন শান্তনু বাবু। বিজেপি নেতা দেবদাস মণ্ডল জানান, বিশ্বজিৎ বাবুর কথার কি গুরুত্ব রয়েছে? সে তো বিজেপির বিধায়ক, আবার তৃণমূলের জেলার সভাপতি তাই তিনি আগে নিজের অবস্থান ঠিক করুক। আর ওনার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ রয়েছে তাই উনি নিজেকে বাঁচাতে এই ধরনের ভুল ভাল বলেছেন।



*চন্দ্রযান ৩ এর সফলতায় উত্তরপাড়ার ছেলের অনস্বীকার্য ভূমিকা।*

## দোকানে মদ খেয়ে পেটি, নগদ সহ সিসি ক্যামেরাও নেওয়ার অভিযোগ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, গোঘাট:** জমিয়ে মদ খেয়ে মদের দোকানে চুরির অভিযোগ উঠল। অভিযোগ, নগদ টাকা সহ বিলিতি মদের নিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা। আর এই ঘটনায় হইচই পড়ে যায় এলাকাজুড়ে। ঘটনাটি হুগলির গোঘাটের তারাহাট এলাকার। জানা যায়, প্রায় ৩৫ হাজার টাকার মদ সহ সাড়ে চার হাজার টাকা নগদ নিয়ে দুষ্কৃতীরা চম্পট দেয় বলে অভিযোগ। অভিযোগ, মদের দোকানে শাটার ভেঙে চোরেরা ঢোকে। তারপর দোকানে থাকা সিসি ক্যামেরা ভেঙে দামি মদ এবং নগদ টাকা নিয়ে চোরের পালায়। সিসি ক্যামেরা এবং হার্ড ডিস্ক তুলে নিয়ে চলে গিয়েছে দুষ্কৃতীরা। দোকান খুলতে এসে চুরি হয়েছে বুঝতে পারেন কর্মী। গোঘাট থানার পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখেন।

# দীর্ঘ প্রচেষ্টায় চন্দ্রযান-৩ এর সাফল্য, সাহায্য করেছে তামিলনাড়ুর মাটি!



**চেন্নাই, ২৩ অগস্ট:** নিরলস প্রচেষ্টা, দীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষা অবশেষে সাফল্য এনে দিয়েছে। পরিকল্পনা মাফিক কোনওরকম বড় বাধা ছাড়াই চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ করেছে চন্দ্রযান-৩ এর বিক্রম ল্যান্ডার।

কিন্তু কীভাবে এল এই সাফল্য? কী ধরনের গবেষণাই বা হয়েছে। সূত্রে খবর বলছে, ইসরোর বিজ্ঞানীরা এই মিশনের আগেই চাঁদের মাটি পরীক্ষা করে দেখেছেন। অবাক করা তথ্য হল সেই একইরকম মাটি পাওয়া গিয়েছে দেশের দক্ষিণের রাজ্য তামিলনাড়ুতে। চন্দ্রযান-৩ -এর অবতরণের কয়েক ঘণ্টা পূর্বেই অবাক করা এই তথ্যটি প্রকাশ্যে এসেছে।

সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রে খবর, চাঁদের মাটির মতোই একই রকম মাটির হদিশ মিলেছে তামিলনাড়ুর নমাক্কাল জেলাতে। চেন্নাই থেকে ৪০০ কিমি দূরে অবস্থিত নমাক্কাল। জানা গিয়েছে, ২০১২ সাল থেকে ইসরোর বিজ্ঞানীরা এই জেলার মাটি নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন চাঁদের বুকে সফল ল্যান্ডিং-এর জন্য। মাটি পরীক্ষা করে তার থেকে পাওয়া ফলাফল বিশ্লেষণ করেই ল্যান্ডার মডিউলের প্রয়োজনমতো তৈরি করেছেন বিজ্ঞানীরা।

এই জেলার ভূতত্ত্ব সম্পর্কিত গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলে বোঝা গিয়েছিল চন্দ্রপৃষ্ঠের দক্ষিণ মেরুর মতোই একই ধরনের মাটি রয়েছে তামিলনাড়ুতে। এই মাটিকে ভূতাত্ত্বিক ভাষাতে 'অ্যানোরথোসাইট' নামে উল্লেখ করা হয়। যদিও পেরিয়ার ইউনিভার্সিটির ভূতত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টর, অধ্যাপক এস. আনবাজগানের মতে, নামাক্কাল এলাকায় প্রচুর পরিমাণে মাটি পাওয়া যেত, যার ফলে ইসরো-এর প্রয়োজন মতো তা ব্যবহার করতে পেরেছে।

উল্লেখ্য, ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের অন্যতম প্রাণ পুরুষ প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ এপিজে আব্দুল কালাম, চন্দ্রযান-২ মিশনের ডিরেক্টর মাইলস্বামী আন্নাদুরাই, চন্দ্রযান-৩ মিশনের প্রজেক্ট ডিরেক্টর বীরামুথুভেল পি- সকলেই দক্ষিণের এই রাজ্যেরই বাসিন্দা, ভূমিপুত্র।

# একাদশ-দ্বাদশে বোর্ডের পরীক্ষা পাঠক্রমে দু'টি ভাষা

## পরীক্ষা হবে বছরে দু'বার



**নয়াদিল্লি, ২৩ অগস্ট:** কেন্দ্রের শিক্ষানীতিতে এবার বড়সড় পরিবর্তন। এবার থেকে একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষা হবে বছরে দু'বার। পাঠক্রমে থাকতে পারে দু'টি ভাষা। তার একটিকে হতেই হবে ভারতীয় ভাষা। শিক্ষা মন্ত্রকের তরফে ঘোষণায় আরও বলা হয়েছে, খুব শিগগির নয়া শিক্ষানীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পাঠক্রম প্রকাশ করা হবে।

বুধবার একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ পাঠক্রম এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত বড়সড় ঘোষণা করেছে শিক্ষা মন্ত্রক। নয়া শিক্ষানীতিতে বিষয়ের বোধগম্যতার উপর জোর দেওয়া হবে। দাবি করা হয়েছে, এর ফলে কমবে ব্যাপক কোচিং নির্ভরতা এবং মুখস্থবিদ্যার প্রবণতা। বোর্ড পরীক্ষা বছরে দু'বার করার সিদ্ধান্ত ফলফলের উৎকর্ষ বাড়ানোর জন্যই। দু'টি ভাষার মধ্যে একটি ভারতীয় হতে হবে বলা হলেও, নির্দিষ্ট করে কোনও ভারতীয় ভাষার কথা বলা হয়নি। অর্থাৎ, চাইলে আঞ্চলিক ভাষাও পছন্দ করতে পারবেন পড়ুয়ারা।

জাতীয় শিক্ষানীতির অংশ হিসেবে পাঠক্রমে ব্যাপক বদলের কথা আগেই জানিয়েছিল কেন্দ্র। সিলেবাসের বোঝা হালকা করার অজুহাতে দশম শ্রেণির পড়ুয়াদের স্কুল পাঠক্রম থেকে গণতন্ত্র সংক্রান্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বাদ দেওয়া হয়েছে। শুধু গণতন্ত্র নয়, বাদ গিয়েছে বিজ্ঞানের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ও। এর মধ্যে রয়েছে পর্যায় সারণি, শক্তির উৎসের মতো অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ও। সিবিএসই-র দ্বাদশ শ্রেণির ইতিহাসের পাঠ্যক্রম থেকে বাদ গিয়েছে মুঘল যুগ। এদিনের ঘোষণাতেও সিলাবাস পাঠক্রম বদলের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, খুব শিগগির নয়া শিক্ষানীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পাঠক্রম প্রকাশ করা হবে।

## দিল্লিতে একই রানওয়েতে দুই বিমান

# মহিলা পাইলটের তৎপরতায় প্রাণ বাঁচল ৩০০ যাত্রীর

**নয়াদিল্লি, ২৩ অগস্ট:** পাইলটের সতর্কতায় ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হল দিল্লি বিমানবন্দরে। বিমানের চলাচল এবং ওঠানামা নিয়ন্ত্রণকারী এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোল (এটিসি)-র এক আধিকারিকের ভুলে বুধবার দুপুরে বিপর্যয় ঘটতে চলছিল রাজধানীর বিমানবন্দরে। পাইলটের সতর্কতায় বিপদ থেকে রক্ষা পায় প্রায় ৩০০ যাত্রীর জীবন। তবে ঘটনা নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে ডিরেক্টর জেনারাল অব সিভিল অ্যাভিয়েশন (ডিজিসিএ)।

সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, ভিস্তারা উড়ান সংস্থার একটি বিমান আমদাবাদ থেকে দিল্লি বিমানবন্দরে এসে অবতরণ করে। অবতরণের পর এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোলের তরফে পার্কিং বে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় ওই বিমানকে। কিন্তু যে রানওয়ে ধরে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সেখানেই ছিল ওই উড়ান সংস্থারই অপর একটি বিমান। দিল্লি থেকে বাগডোগরাগামী সেই বিমানও রানওয়েতে টেক অফের জন্য প্রস্তুত ছিল। ওই বিমানকেও টেক অফের নির্দেশ এটিসি-র আধিকারিক দিয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু আমদাবাদ-দিল্লি বিমানের পাইলট সনু গিলের নজরে এসেছিল অপর বিমানটি। ৪৫ বছর বয়সী মহিলা পাইলট সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি জানিয়েছিলেন এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোলকে। তড়িঘড়ি তখন বাগডোগরাগামী বিমানকে টেক অফ না করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে টেক অফ না করে দাড়িয়ে যায় দিল্লি থেকে বাগডোগরাগামী ভিস্তারা উড়ানের ওই বিমান। ফের পার্কিং বে-তে ফিরে যায় ওই বিমান। এতে অবাক হন ওই বিমানের যাত্রীরা।

পিটিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, রানওয়েতে দুটি বিমানের মধ্যে দূরত্ব ছিল মাত্র ১.৮ কিলোমিটার বা ১৮০০ মিটার। দুটি বিমান আরও কাছাকাছি এলে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা ছিল বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এটিসি-র আধিকারিকের মুহূর্তের ভুলে এই ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনা নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে ডিজিসিএ। দিল্লি এয়ারপোর্টের নিয়ম অনুযায়ী, যখন কোনও বিমান ল্যান্ডিং বা টেক অফ করবে তখন কোনও যান চলাচল করবে না রান ওয়েতে। এ ক্ষেত্রে কী ভাবে সেই প্রোটোকল ভঙ্গ হল, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

# পুরনো বাংলোয় আর ফিরবেন না রাহুল গান্ধি



**নয়াদিল্লি, ২৩ অগস্ট:** সাংসদ পদ ফিরে পেলেও নিজের পুরনো বাংলোয় ফিরছেন না রাহুল গান্ধি। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে সাংসদ পদ ফিরে পাওয়ার পরই রাহুলকে তাঁর ১২, তুঘলক রোডের পুরনো বাংলোয় ফেরার প্রস্তাব দিয়েছিল সংসদের হাউসিং কমিটি। কিন্তু রাহুল জানিয়ে দিলেন, নিজের পুরনো বাংলোয় আর ফিরতে চান না তিনি।

মোদি পদবি মামলায় প্রায় সাড়ে চার মাস আগে সাংসদ পদ খোয়ান রাহুল। তারপর দীর্ঘ আইনি লড়াই শেষে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে নিজের সাংসদ পদ ফিরে পেয়েছেন তিনি। কিন্তু রাহুলের সরকারি বাংলোয় প্রত্যাবর্তন নিয়ে নতুন জটিলতা তৈরি হয়েছে। সংসদের সচিবালয় রাহুলকে তাঁর ১২, তুঘলক রোডের পুরনো বাড়িতে ফেরার প্রস্তাব দিয়েছে। তবে রাহুল বিকল্প বাড়ির সন্ধান করছেন বলে জানা গিয়েছে।

গত ১৬ অগস্ট দুপুরে বোন প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে সফদরজং রোডের একটি বাংলো দেখতে যান রাহুল। ওই বাংলোয় একসময় থাকতেন মহারাজা রনজিৎ সিংয়ের উত্তরাধিকারীরা। সেই বাংলোতেও উঠতে পারেন ওয়েনাদের সাংসদ। কংগ্রেসের একটি মহলের বক্তব্য, ভারত জোড়ো যাত্রার পর দেশজুড়ে নতুন ইমেজ তৈরি হয়েছে রাহুলের। নিজেকে নতুন রূপে প্রতিষ্ঠা করতেই হয়তো এই পদক্ষেপ। রাহুল শেষ পর্যন্ত কোন বাংলোয় যাবেন, সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। কিন্তু পুরনো বাংলায় যে ফিরবেন না সেটা জানিয়ে দিলেন সংসদকে।

# নেপালে নদীতে বাস পড়ে ৮ যাত্রী নিহত, আহত ১৭ জন



**কাঠমাণ্ডু, ২৩ অগস্ট:** নেপারেল কাঠমাণ্ডু থেকে পোখারাগামী একটি বাস ত্রিশূলী নদীতে পড়ে আট যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার দুর্ঘটনায় ১৭ জন যাত্রী আহত হওয়ারও খবর পাওয়া গেছে। আহতদের মধ্যে ১৩ যাত্রীর অবস্থা আশঙ্কাজনক। দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ধাদিং জেলার গাজুরিতে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক দীপক নিওপনে জানিয়েছেন, কাঠমাণ্ডু থেকে ২৫-৩০ জন যাত্রী নিয়ে বাসটি বুধবার সকাল ১১ টার দিকে ত্রিশূলী নদীতে পড়ে যায়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে পৌঁছায় উদ্ধারকারী দল ও পুলিশ।

তিনি আরও জানান, দ্রুতগতির জন্য বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রায় ৩০০ মিটার নিচে নদীতে পড়ে যায়। এখনও পর্যন্ত ৮ জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আহত ১৭ যাত্রীকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ধাদিং ডিএসপি মদন বাহাদুর কুনওয়ার জানিয়েছেন, গুরুতর আহত ১৩ যাত্রীকে অ্যাম্বুল্যান্সে কাঠমাণ্ডুতে পাঠানো হয়েছে। বাকিরা আহতরা গজুরী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে পুলিশ। ক্রেনের সাহায্যে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটিকে নদী থেকে বের করে আনা হচ্ছে। বাসের নীচে আরো কয়েকজন যাত্রী চাপা পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

# চন্দ্রযান ৩ এর সফলতা দেখানো হোক পাকিস্তানে, দাবি জানালেন প্রাক্তন মন্ত্রী ফাওয়াদ চৌধুরি

**ইসলামাবাদ, ২৩ অগস্ট:** ভারতীয় সময় অনুযায়ী, বিকেল ৫টা বেজে ৪৫ মিনিটে চন্দ্রযান ৩ অধোগমনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। আগে থেকে ঠিক করে রাখা সময়ে, সন্ধে ৬টা বেজে ৪ মিনিটে শেষ মেশ চাঁদের মাটিতে পদার্পণ করে ল্যান্ডার 'বিক্রম'। সেই মুহূর্তের অপেক্ষায় অধীর ছিল গোটা ভারতবাসী। এই পরিস্থিতিতে পাক সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী এই মুহূর্তকে 'ঐতিহাসিক' বলে উল্লেখ করলেন। দাবি জানালেন পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম যেন চন্দ্রযান ৩-এর চাঁদে অবতরণের মুহূর্তটি সম্প্রচার করে।

ইমরানের মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন ফাওয়াদ চৌধুরি। সেই প্রাক্তন মন্ত্রীকেই দেখা গেল ইসরোর সাফল্য কামনা করতে। তিনি ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানিয়ে এই মুহূর্তকে 'মানবসভ্যতার জন্য ঐতিহাসিক মুহূর্ত' বলে উল্লেখ করেছেন। টুইটারে তিনি লিখেছেন, 'পাক সংবাদমাধ্যমের উচিত সন্ধে সোয়া ৬টা থেকে চন্দ্রযানের ল্যান্ডিংয়ের সম্প্রচার করা। মানবসভ্যতার জন্য ঐতিহাসিক মুহূর্ত। বিশেষ করে ভারতের জনতা, বিজ্ঞানী ও মহাকাশ সংস্থার জন্য। অনেক অভিনন্দন।' উল্লেখ্য, চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে প্রথম পৌঁছনো দেশ হিসাবে জয়ধ্বজা ওড়ালো ইসরো। দেশজুড়ে শুরু হয়ে গিয়েছে উৎসব। ইতিহাসের পাতায় নাম তুলল চন্দ্রযান ৩।

# ভারত ব্রিকস-এর সম্প্রসারণকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে : প্রধানমন্ত্রী মোদি



**জোহানেসবার্গ, ২৩ অগস্ট:** ভারত ব্রিকস-এর সম্প্রসারণকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে। বুধবার দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠিত ১৫-তম ব্রিকস সম্মেলনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেছেন, ভারত সম্পূর্ণরূপে ব্রিকস-এর সম্প্রসারণকে সমর্থন করে, আমরা এই বিষয়ে ঐকমত্যের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়াকে স্বাগত জানাই।

জোহানেসবার্গের স্যান্ডটন কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত ব্রিকস সম্মেলনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ব্রিকসকে ভবিষ্যৎ-প্রস্তুত সংগঠন হিসেবে গড়ে তুলতে আমাদের নিজ নিজ সমাজকেও ভবিষ্যৎ-প্রস্তুত করতে হবে, এবং এতে প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, প্রায় দুই দশকে, ব্রিকস একটি দীর্ঘ এবং দুর্দান্ত যাত্রা করেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছেন, দক্ষিণ আফ্রিকার সভাপতিত্বে ব্রিকসে বৈশ্বিক দক্ষিণের দেশগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার পদক্ষেপকে আমরা স্বাগত জানাই। ভারত নিজস্ব জি-২০ সভাপতিত্বের অধীনে এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছে।

ব্রিকস সম্মেলনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে অংশ নেওয়ার প্রাক্কালে দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপতি সিরিল রামাফোসার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদি বৈঠক করেছেন। একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে প্রধানমন্ত্রী মোদি জানান, রাষ্ট্রপতি সিরিল রামাফোসার সঙ্গে তাঁর একটি দুর্দান্ত বৈঠক হয়েছে। তিনি বলেন, উভয় দেশ ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সম্পর্ককে আরও গভীর করার লক্ষ্যে বিস্তৃত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আলোচনায় বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা এবং বিনিয়োগের যোগসূত্রগুলি বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে।

Quotation tender notice invited by the Prodhan Deypara Gram Panchayet, Krishnagar-I, Shimultala, P.O. Krishnagar, Nadia. NIT NO: 16/2023-24 Date: 22-08-2023 Memo No. 332/DEY/2023- 24/1/(5) Last date of submission tender 03-09-2023 strictly within 2.00 P.M. Date of opening tender 03-09-20023 at 3.00 P.M. more details please contact to the office.
Sd/- Prodhan
Deypara Gram Panchayet
Shimultala, Krishnagar, Nadia.

NABADWIP MUNICIPALITY
NABADWIP, NADIA
SHORT QUOTATION
e-Quotation are invited by the Chairman Nabadwip Municipality.
1)Tender No:AMRUT2.0/eNIT-01/2023-24.ID:2023_MAD_559547_1.
2)Tender No: AMRUT2.0/eNIT-01/2023-24.ID:2023_MAD_559547_2.
3)Tender No:AMRUT2.0/eNIT-01/2023-24.ID:2023_MAD_559547_3.
Last Date of receiving quotation 14.09.2023 up to 05:00 PM.
N.B. Any other information may be had on enquiry from office of Chairman Nabadwip Municipality in working day and gov web site http://wbtenders.gov.in this advertisement is also given http://nabadwipmunicipality.in
Sd/- Chairman
Nabadwip Municipality

NIT No. SFDC/MD/NIT-18(e)/2023-24 & SFDC/MD/NIT-19(e)/2023-24
SFDC Ltd. invites e-tender for the works 'Supply & Installation of Grid Connected Roof Top Solar Photovoltaic Power Plant of Cumulative Array Capacity of 210 Kwp & 720 Kwp at Frezerganj Fishing Harbour and Kakdwip Fishing Harbour in the Dist. of South 24 Parganas respectively'. Last date of (online) bid submission on 15.09.2023 upto 2.00 p.m. and date of opening technical bid on 19.09.2023 at 2.00 p.m. For details please visit our websites: www.wbsfdcltd.com or https://wbtenders.gov.in.

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার
টেন্ডার নং ঃ এসটি-কন-কেজিপি-২৩-ইএল-এসআরসি, তারিখ ২২.০৮.২০২৩। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ডেপুটি চিফ সিগন্যাল ও টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/কন/খড়্গপুর, দঃপূঃরেলওয়ে নিম্নরূপ কাজের জন্য দুই প্যাকেট সিস্টেমে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্ত বিডাররা তাঁদের মূল/সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদন করা হবে না এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার পাওয়া গেলে উপেক্ষা করা হবে। **কাজের নাম ঃ** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের খড়্গপুর ডিভিশনের অন্তর্গত সাঁতরাগাছি স্টেশনে ইয়ার্ড রিমডেলিং এবং লিঙ্ক লাইনের সংযোগসাধন সংক্রান্ত কাজে ইন্ডোর ও আউটডোর কাজ সমেত নতুন ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেম এবং সিগ-ন্যালিং অ্যারেঞ্জমেন্টের ব্যবস্থা। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ১৭,৭৬,৪৯,৬১৩.৬৭ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১০,৩৮,৩০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** ০.০০। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ৯ মাস। **বিড জমা শুরুর তারিখ ঃ** ২৯.০৮.২০২৩। **টেন্ডার আপলোডের তারিখ ঃ** ১৯.০৮.২০২৩, সন্ধ্যা ৬.৪৬ মিনিট। **অফারের বৈধতা ঃ** ৯০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ সময় ঃ** ১২.০৯.২০২৩-এ দুপুর ৩টা। উপরোক্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। (PR-540)

HOOGHLY-CHINSURAH MUNICIPALITY
Notice inviting e-Tender
e-Tender Notice No. WBMAD/C/HCM/Eng/NIT1/8e/23
Memo No. 3179/Gen/SS
Date: 22/08/2023
E-Tenders are invited from manufacturer/ supplier for the Supply of Offset Printing Machine under this Municipality vide Tender ID No. 2023_MAD_559365_01. Closing date of Bid submission is 08.09.2023 up to 14.00 hours. Detailed information will be available from General/ Establishment Dept. of this Municipality and bidding website https://wbtenders.gov.in
Sd/- Chairman
Hooghly Chinsurah Municipality

W. B. AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
23B, Netaji Subhas Road, Kolkata-700001
Website: www.wbagroindustries.com,
Email: wb.agro@wbaicl.com
Phone No. 2230-2314/2230-2315
NIeT No. AIC/ PD/EE/ NIeT-20/23-24 dt. 23-08-2023
NIeT No. AIC/ PD/EE/ NIeT-21/23-24 dt. 23-08-2023
NIeT No. AIC/ PD/EE/ NIeT-22/23-24 dt. 23-08-2023
E-tenders are invited by the Executive Engineer for supply of Air Conditioning machines and Agricultural Implements at Kolkata & Burdwan District from Bonafied Manufacturers/ Dealers/ Distributors/ Vendors/ Agency/ contractors fulfilling eligibility criteria.
Bid Documents will be available from https://wbtenders.gov.in
Last Date for Submission: 07/09/2023 & 12/09/2023 at 16:30 hrs.

Office of the Ex-officio Manager, Green Projects Wing
West Bengal Forest Development Corporation Ltd. &
Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division
10A, Auckland Road, Eden Gardens, Kolkata-700 021
ABRIDGED TENDER NOTICE
The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows :

| NIT No. | Name of Projects | Bid Submission Start Date | Last Date of Bid Submission |
|---|---|---|---|
| 115/GPW/ WBFDC/2023-24 | Transport of Debris, Rubbish etc. from Banabitan Park to Dhapa. | 24.08.2023 | 01.09.2023 |
| 116/GPW/ WBFDC/2023-24 | Sweeping, cleaning, including supply of Materials for 9 Nos. Toilets at Banabitan Park. | | |

Details can be seen at https://wbtenders.gov.in

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস
সংশোধনী
টেন্ডার নং.ঃ ৭০/২৩/১১৩৪ তারিখঃ ২১/০৮/২০২৩. টি/কেস নং. ৭০/২৩/১১৩৪-এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত সংশোধনীটি প্রস্তুত করা হয়েছে যেটির খোলার তারিখ ০৫/০৯/২০২৩ তারিখে পুনর্নির্ধারিত হয়েছে। টেন্ডার খোলার তারিখ (টি ও ডি) ২২/০৮/২০২৩-এর থেকে ০৫/০৯/২০২৩ তারিখ রূপে পড়তে হবেঃ ০৫/০৯/২০২৩।
পিআর৭/১৩৫ ডেপুটি. সিএমএম/এইচ কিউ/সিএলডব্লু/সিআরজে
Like us on: www.facebook.com/clwrailways

BELDANGA-I PANCHAYT SAMITY
e-Tender Notice
e-Tender is invited for e NIT NO 009/08/2023 of SBM(G)/BEL-I (Supply of 31 no E-Cart under EO BEL-I) of the EO BEL-I PS. Starting date for submission of bid is 18/08/2023 at 18.00 hrs and last date for submission of bid is 02/09/2023 at 17.00 hrs. All others details will be available in the websitehttp://wbtenders.gov.in
Sd/- EXECUTIVE OFFICER
BELDANGA-I PANCHAYAT SAMITY

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT EOI NOTICE
e-Quotation are invited by the Chairman Nabadwip Municipality.
1) NIQ PHC/NM/NIQ-3e/2023-24. ID: 2023_MAD_559691_1.
Last Date of Submit Quotation on 14.09.2023 up to 05:00 PM.
N.B. Any other information may be had on enquiry from office of Chairman Nabadwip Municipality in working day and gov web site http://wbtenders.gov.in this advertisement is also given http://nabadwipmunicipality.in
Sd/- Chairman
Nabadwip Municipality

TENDER NOTICE
WBCADC is inviting e-tender for Various Interior Works at 9th Floor of JAB, P&RD Office, HC-7, HC Block, Sector-III, Salt-lake, Kolkata-106, (NIT No. - 15/2023-24, Tender value : Rs. 7,99,224.00). The intending tenderers will have to collect the tender documents within 04.09.2023 up to 18.30 hours by downloading through the website stated below. For details visit the website www.wbtenders.gov.in
Sd/-
ADMINISTRATIVE SECRETARY
WBCADC

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
**অ্যাডমিন ইউনিট/জোনঃ** শিয়ালদহ ডিভিসন-কমার্শিয়াল পাবলিসিটি, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ** এসডিএএইচ-পার্সেল-১৫। **অকশনিং অথোরিটিঃ** সিনিয়র ডিসিএম/এসডিএএইচ। **অকশন শুরু (সকল লট)ঃ** ০৪.০৯.২০২৩ তারিখ সকাল ১০টা। **অকশন বন্ধের তারিখ/সময়ঃ** ০৪.০৯.২০২৩ তারিখ বিকেল ৪.৫০ মিনিট। **অটো এক্সটেনশন জোনঃ** ১২০ সেকেন্ড। **অটো এক্সটেনশন সময়সীমাঃ** ১২০ সেকেন্ড। **ইনিশিয়াল কুলিং অফ সময়সীমাঃ** ৩০ মিনিট। **সাকসেসিভ লটস্ ক্লোজিং ইন্টারভালঃ** ১০ মিনিট। **সর্বাধিক অটো এক্সটেনশনঃ** ১০ বার। **বিবরণঃ** এসএলআর কোচে (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট) পার্সেল স্পেস (এসইকিউ নং এএ/১ থেকে এএ/৩৯ পর্যন্ত)। **এসইকিউ নং, লট নং/ক্যাটেগরি, ট্রিপ/দিন, বন্ধের তারিখ/সময় নিম্নরূপঃ** **এএ/১,** ১৩১০৫-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-বিইউআই-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর), ৭৩১, ০৪.০৯.২০২৩ তারিখ সকাল ১০.৩০ মিনিট। **এএ/২,** ১৩১০৫-এসএলআর-এফ২-এসডিএএইচ-বিইউআই-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর), ৩১৪, ০৪.০৯.২০২৩ তারিখ সকাল ১০.৪০ মিনিট। **এএ/৩,** ১৩১০৫-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-বিইউআই-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর), ৭৩১, ০৪.০৯.২০২৩ তারিখ সকাল ১০.৫০ মিনিট। **এএ/৪,** ১৩১৫৩-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-এমএলডিটি-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর), ৭৩১, ০৪.০৯.২০২৩ তারিখ সকাল ১১টা। **এএ/৫,** ১৩১৫৩-এসএলআর-এফ২-এসডিএএইচ-এমএলডিটি-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর), ৭৩১, ০৪.০৯.২০২৩ তারিখ সকাল ১১.১০ মিনিট। **এএ/৬,** ১৩১৫৩-এসএলআর-আর ১-এসডিএএইচ-এমএলডিটি-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর), ৭৩১, ০৪.০৯.২০২৩ তারিখ সকাল ১১.২০ মিনিট। **এএ/৭,** ২২৩১৭-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-জেএটি-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর), ১০৪, ০৪.০৯.২০২৩ তারিখ সকাল ১১.৩০ মিনিট। **এএ/৮,** ১৩১৪৯-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-এপিডিজে-২৩-২ (পার্সেল-এসএলআর), ৭৩১, ০৪.০৯.২০২৩ তারিখ সকাল ১১.৪০ মিনিট। **এএ/৯,** ১২৩২৯-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-এএনভিটি-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর), ১০৪, ০৪.০৯.২০২৩ তারিখ সকাল ১১.৫০ মিনিট। **এএ/১০,** ১২৩৮৩-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-এএসএন-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর), ৬২৬, ০৪.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ১২টা। **এএ/১১,** ১২৩৮৩-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-এএসএন-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর), ৬২৬, ০৪.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ১২.১০ মিনিট। **এএ/১২,** ১২৩৮৩-এসএলআর-এফ২-এসডিএএইচ-এএসএন-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর), ৬২৬, ০৪.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ১২.২০ মিনিট। **এএ/১৩,** ১৩১৮৭-এসএলআর-আর ১-এসডিএএইচ-আরপিএইচ-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর), ৭৩১, ০৪.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ১২.৩০ মিনিট। **এএ/১৪,** ১৩১৮৭-এসএলআর-এফ ১-এসডিএএইচ-আরপিএইচ-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর), ৭৩১, ০৪.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ১২.৪০ মিনিট। **এএ/১৫,** ১৩১৮৭-এসএলআর-এফ ২-এসডিএএইচ-আরপিএইচ-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর), ৭৩১, ০৪.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ১২.৫০ মিনিট। **এএ/১৬,** ১৩১৪৫-এসএলআর-আর১-কেওএএ-আরডিপি-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর), ৭৩১, ০৪.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ১টা। **এএ/১৭,** ১৩১৪৫-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-আরডিপি-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর), ৭৩১, ০৪.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ১.১০ মিনিট। **এএ/১৮,** ১৩১৪৫-এসএলআর-এফ২-কেওএএ-আরডিপি-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর), ৭৩১, ০৪.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ১.২০ মিনিট। **এএ/১৯,** ১২৩২৫-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এনএলডিএম-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর), ১০৪, ০৪.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **এএ/২০,** ১৩১৬১-এসএলআর-আর ১-কেওএএ-বিএলজিটি-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর), ৬২৬, ০৪.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ১.৪০ মিনিট। **এএ/২১,** ১৩১৬১-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-বিএলজিটি-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর), ৬২৬, ০৪.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ১.৫০ মিনিট। **এএ/২২,** ১৩১৬১-এসএলআর-এফ২-কেওএএ-বিএলজিটি-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর), ৬২৬, ০৪.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ২টো। **এএ/২৩,** ১২৩৬৩-এসএলআর-আর১-কেওএএ-এইচডিবি-২২-২ (পার্সেল-এসএলআর), ৩১৩, ০৪.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ২.১০ মিনিট। **এএ/২৪,** ১২৩৬৩-এসএলআর-এফ২-কেওএএ-এইচডিবি-২৩-২ (পার্সেল-এসএলআর), ৩১৩, ০৪.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ২.২০ মিনিট। **এএ/২৫,** ১২৩৬৩-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এইচডিবি-২৩-২ (পার্সেল-এসএলআর), ৩১৩, ০৪.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ২.৩০ মিনিট। **এএ/২৬,** ১৩১৫১-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-জেএটি-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর), ৭৩১, ০৪.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ২.৪০ মিনিট। **এএ/২৭,** ১৯৪১৪-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এডিআই-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর), ১০৫, ০৪.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ২.৫০ মিনিট। **এএ/২৮,** ১২৪৯৬-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-বিকেএন-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর), ১০৫, ০৪.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩টে। **এএ/২৯,** ১৯৬০৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এমডিজেএন-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর), ১০৪, ০৪.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩.১০ মিনিট। **এএ/৩০,** ২২১৯৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-ভিজিএলজে-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর), ১০৫, ০৪.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩.২০ মিনিট। **এএ/৩১,** ১৩১৮৫-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-জেওয়াইজি-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর), ৭৩১, ০৪.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। **এএ/৩২,** ১৩১৭৩-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-এজিটিএল-২৩-২ (পার্সেল-এসএলআর), ২০৯, ০৪.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩.৪০ মিনিট। **এএ/৩৩,** ১৩১৬৯-এসএলআর-আর ১-এসডিএএইচ-এসএইচসি-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর), ২০৮, ০৪.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩.৫০ মিনিট। **এএ/৩৪,** ১৩১৬৯-এসএলআর-এফ২-এসডিএএইচ-এসএইচসি-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর), ২০৮, ০৪.০৯.২০২৩ তারিখ বিকেল ৪টে। **এএ/৩৫,** ১৩১৭৫-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-এসসিএল-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর), ৩১৩, ০৪.০৯.২০২৩ তারিখ বিকেল ৪.১০ মিনিট। **এএ/৩৬,** ১৩১৭৫-এসএলআর-এফ২-এসডিএএইচ-এসসিএল-২৩-২ (পার্সেল-এসএলআর), ৩১৩, ০৪.০৯.২০২৩ তারিখ বিকেল ৪.২০ মিনিট। **এএ/৩৭,** ২২৩২৩-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-জিসিটি-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর), ১০৪, ০৪.০৯.২০২৩ তারিখ বিকেল ৪.৩০ মিনিট। **এএ/৩৮,** ১২৩৫৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এএসআর-২৩-৩ (পার্সেল-এসএলআর), ২০৯, ০৪.০৯.২০২৩ তারিখ বিকেল ৪.৪০ মিনিট। **এএ/৩৯,** ১৩১৪৭-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-বিএক্সটি-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর), ৭৩১, ০৪.০৯.২০২৩ তারিখ বিকেল ৪.৫০ মিনিট। **রেট ইউনিটঃ** প্রতি ট্রিপ লাইসেন্সিং ফি (প্রতিটির জন্য)। **ন্যূনতম আইএনসিআর (%)ঃ** ০.২ (প্রতিটির জন্য)। **ইএমডি (%)ঃ** ৫ (প্রতিটির জন্য)।
SDAH-156/2023-24
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

# পারফরম্যান্স নয়, অন্তর্মুখী স্বভাবের জন্যই গুরুত্ব নেই চাহালের! বিস্ফোরক ধনশ্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** এশিয়া কাপে নেই যুজবেন্দ্র চাহাল! রোহিত শর্মা ও অজিত আগরকর যখন এশিয়া কাপের দল ঘোষণা করলেন অনেকেই বিশ্বাস করতে পারেননি। সেই ২০১৭ সাল থেকে জাতীয় দলের নিয়মিত সদস্য। আইসিসি টুর্নামেন্ট হোক বা দ্বিপাক্ষিক সিরিজ, টিম ম্যানেজমেন্টের ভরসার জায়গা চাহাল। অথচ ওডিআই বিশ্বকাপের আগে সর্বশেষ বড় টুর্নামেন্ট এশিয়া কাপের ১৭ সদস্যের দলে জায়গা হয়নি তাঁর। রোহিত, আগরকররা এর পিছনে যে যুক্তিই দিক, মন ভেঙে গিয়েছে ৩৩ বছরের লেগ স্পিনারের। এর প্রতিক্রিয়ায় একটি শব্দও খরচ করেননি। কারণ এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কথা বলার অর্থ ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা এবং বোর্ডের নির্বাচকদের সমালোচনা করা। তাই মেঘে ঢাকা আকাশ আর সূর্যের ইমোজি দিয়ে মনের অবস্থা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। সমালোচনা খাড়া হবে এমন কোনও মন্তব্য করেননি। তাঁর স্ত্রী ধনশ্রী ভার্মার অবশ্য সেই দায় নেই। এশিয়া কাপে স্বামীর নির্বাচন না হওয়ায় রেগে খাপ্পা হয়েছেন ধনশ্রী। তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে কালো ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর সাদা অক্ষরে লেখা কথাগুলো কি রোহিত-রাহুল-আগরকরদের লক্ষ্য করে?

কী লিখেছেন ধনশ্রী? চাহাল-পত্নী তাঁর ইনস্টা স্টোরি প্রশ্ন করে লিখেছেন, তআমি এখন খুব গুরুত্ব সহকারে প্রশ্ন করা শুরু করেছি। আচ্ছা খুব নম্র এবং অন্তর্মুখী স্বভাবের মানুষ হওয়াটা কি কেরিয়ারের উন্নতির জন্য ক্ষতিকর? নাকি জীবনে উন্নতির জন্য আমাদের সকলকে বলিয়ে কইয়ে এবং স্ট্রিট স্মার্ট হতে হবে?দ নেটিজেনদের অনুমান অন্তর্মুখী স্বভাবের চাহাল গুরুত্ব না পাওয়ায় এমন প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। পোস্ট দেখে বোঝা যাচ্ছে যে ধনশ্রী মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন, পারফরম্যান্সের কারণে বাদ পড়েননি যুজি। বরং বেশি বলিয়ে কইয়ে না হওয়ায়, সব কিছু মুখ বুজে মেনে নেওয়ার কারণেই এমন পরিস্থিতির মুখে পড়েছেন তিনি। এশিয়া কাপের দল থেকে বাদ পড়া নিয়ে অনুরাগীদের পাশে পেয়েছেন যুজবেন্দ্র চাহাল। বোর্ডকে প্রশ্ন তুলছেন নেটিজেনরা। অনুরাগীদের পাশে পেয়েছেন যুজি। সেইসব মানুষদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন ধনশ্রী। সবশেষে লিখেছেন, সবশেষে তুমি ও তোমার ঈশ্বর রয়েছেন। সৌভাগ্যের কথা যে এই বিশ্ব তোমার সঙ্গে রয়েছে। কৃতজ্ঞ। ঈশ্বরই সব।

# ‘বুমরাহর প্রত্যাবর্তনে ভারত আরও শক্তিশালী’, বিশ্বকাপের আগে প্রতিপক্ষকে সতর্ক করলেন সৌরভ

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** এগারো মাস বাদে জাতীয় দলে ফিরে এসেই সাদা বলে নিজের দক্ষতা দেখিয়েছেন জশপ্রীত বুমরাহ। আর ভারতীয় পেসারের প্রত্যাবর্তন ভারতীয় বোলিং বিভাগকে শক্তিশালী করেছে বলে মনে করেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

এশিয়া কাপের দল ঘোষণা করা হয়েছে। দল দেখার পরে ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক মনে করেন, নিজেদের দক্ষতা অনুযায়ী খেলতে পারলে এশিয়া ও বিশ্বকাপ জিততেই পারে টিম ইন্ডিয়া। একটি টিভি চ্যানেলে ভারতীয় দল সম্পর্কে সৌরভ বলেছেন, দবুমরাহ ফিরে আসায় ভারত আরও শক্তিশালী হয়েছে। শামি, বুমরাহ, সিরাজকে নিয়ে তৈরি ভারতের বোলিং আক্রমণ দারুণ শক্তিশালী। এর থেকে ভাল বোলিং আক্রমণ আর কী হতে পারে। স্পিন বিভাগও যথেষ্ট ভাল। জাদেজার মতো একজন দুর্দান্ত স্পিনার রয়েছে দলে। দুর্দান্ত সব ব্যাটার আছে। নিজেদের দক্ষতা এবং ক্ষমতা অনুযায়ী খেলতে পারলে এশিয়া ও বিশ্বকাপ জিততেই পারে ভারত।

আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণার প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। এশিয়া কাপের দলেও রয়েছেন তিনি। হার্দিক পাণ্ডিয়া, শার্দূল ঠাকুরের মতো অলরাউন্ডার রয়েছেন। যুজবেন্দ্র চাহাল, রবিচন্দ্রন অশ্বিন এশিয়া কাপের দলে না থাকায় বিতর্ক কম হয়নি। রবীন্দ্র জাদেজা, কুলদীপ যাদব ও অক্ষর প্যাটেলকে নিয়ে ভারতের স্পিন আক্রমণ বেশ ভাল।

তবে বুমরাহর অন্তর্ভুক্তি ভারতীয় দলকে যে শক্তিশালী করেছে তা মেনে নিচ্ছেন অনেকেই। মানছেন স্বয়ং সৌরভও।

# বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের তৃতীয় রাউন্ডে লক্ষ্য, দ্বিতীয় রাউন্ডে হার সিন্ধুর

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** চলতি বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে মঙ্গলবারের দিনটি যেন ভারতীয় সমর্থকদের কাছে ছিল মিশ্র প্রতিক্রিয়ার দিন। ভারতের নবীন শাটলার লক্ষ্য সেন এদিনই চলে গেলেন তৃতীয় রাউন্ডে। তবে অন্যদিকে অলিম্পিক্সে জোড়া পদকজয়ী পিভি সিন্ধুকে হেরে যেতে হল দ্বিতীয় রাউন্ডেই। জাপানি প্রতিপক্ষের কাছে হেরে দ্বিতীয় রাউন্ডেই শেষ হয়ে গেল সিন্ধুর অভিযান।

দক্ষিণ কোরিয়ার জিওন হিওক জিনের মুখোমুখি হয়েছিলেন লক্ষ্য। এদিন ম্যাচে অত্যন্ত সহজ জয় ছিনিয়ে নিলেন তিনি। কার্যত উড়িয়ে দিলেন প্রতিপক্ষকে। কোপেনহেগেনে চলা প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় রাউন্ডে স্ট্রেট গেমে জিতলেন তিনি। প্রসঙ্গত ২০২১ সালে এই বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের আসরেই ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন লক্ষ্য সেন। এদিন বিশ্ব ক্রমপর্যায়ে ৫১ নম্বরে থাকা কোরিয়ার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তিনি জিতলেন ২১-১১, ২১-১২ ফলে। প্রতিযোগিতায় একাদশ বাছাই লক্ষ্য। পরবর্তী রাউন্ডে তিনি মুখোমুখি হবেন তৃতীয় বাছাই থাইল্যান্ডের কুনলাভুত ভিডিতসার্নের বিরুদ্ধে। উল্লেখ্য এর আগে মাত্র একবার জিনের মুখোমুখি হয়েছিলেন লক্ষ্য। ২০২২ সালের এশিয়ান টিম চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় জিনের কাছে হারতে হয়েছিল লক্ষ্যকে। এদিন সেই হারের বদলা তিনি নিলেন তা বলা যেতেই পারে। এদিনের অপর ম্যাচে জয় পেয়েছেন আরেক ভারতীয় শাটলার এইচ এস প্রনয়। ২১-৯,২১-১৪ ফলে তিনি হারিয়ে দিয়েছেন চিকো অরা দাই ওয়ারদোয়োকে। অন্যদিকে জাপানের নজোমি ওকুহারার কাছে হেরে ছিটকে গিয়েছেন সিন্ধু। ৪৪ মিনিটের লড়াই শেষে হারতে হয়েছে সিন্ধুকে। খেলার ফল সিন্ধুর বিপক্ষে ২১-১৪,২১-১৪। প্রতিযোগিতার ১৬ তম বাছাই সিন্ধু এদিন দ্বিতীয় গেমে ৯-০ তে এগিয়ে ছিলেন। সেখান থেকে দ্বিতীয় গেম হেরে গিয়ে ম্যাচ ও হারতে হয় তাঁকে। যা একেবারেই সিন্ধুসুলভ পারফরম্যান্স ছিল না। ম্যাচে যেখানে ওকুহারা মোট ৪২ টি পয়েন্ট জেতেন সেখানে মাত্র ২৮ পয়েন্ট জিতেছেন সিন্ধু। চলতি বছরে সিন্ধু একেবারেই ভালো ফর্মে নেই। একাধিক টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ড থেকে ও বিদায় নিতে হয়েছে তাঁকে। বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের দ্বিতীয় রাউন্ডে ও কার্যত ঘটে গেল এক ঘটনা। হেরে গিয়ে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যেতে হল সিন্ধুকে।

# ‘আমি বেঁচে আছি’, মৃত্যুর খবর ছড়াতেই মুখ খুললেন হিথ স্ট্রিক

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** ক্যানসারের সঙ্গে দীর্ঘদিনের লড়াই শেষ। প্রয়াত জিম্বাবোয়ের কিংবদন্তি তারকা হিথ স্ট্রিক। ৪৯ বছর বয়সেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। এমন খবর ছড়িয়ে পড়েই শোকস্তব্ধ হয়ে পড়ে ক্রিকেট বিশ্ব। কিন্তু সমস্ত গুজব বন্ধ করে স্ট্রিক নিজেই জানিয়ে দিলেন, তিনি বেঁচে আছেন।

তাঁর পরিবারের তরফে আগে থেকেই জানানো হয়েছিল, ক্যানসারের বিরুদ্ধে স্ট্রিকের লড়াই যেন ক্রমেই কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠছে। গত মে মাসে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে তাঁকে হাসপাতালে ভরতির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা তাঁর চিকিৎসা করছিলেন। কিন্তু এদিন খবর ছড়ায় যে মারণ রোগের কাছে হার মেনেছেন তিনি। যে খবরে দুঃখ প্রকাশ করেন প্রাক্তন তারকা হেনরি ওলোঙ্গা। এরপরই ওলোঙ্গাকে মেসেজ করে স্ট্রিক জানান যে তিনি ভাল আছেন। এরপরই টুইট করে ওলোঙ্গা জানিয়ে দেন, থার্ড আম্পায়ার ফিরিয়ে এনেছেন স্ট্রিককে। উল্লেখ্য, এই ওলোঙ্গাই সর্বপ্রথম মৃত্যু সংবাদটি টুইট করেছিলেন। তিনিই আবার শুধরে দিলেন। স্ট্রিকের সুস্থতার খবর পেয়ে স্বস্তি পেয়েছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা।

১৯৯৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে অভিষেক ঘটে স্ট্রিকের। দেশের হয়ে ১৮৯টি একদিনের ম্যাচ খেলেছেন জিম্বাবোয়ের স্বর্ণযুগের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার। খেলেছেন ৬৫টি টেস্টেও। যেখানে তাঁর সংগ্রহ ৪৯৩৩ রান। সব ফরম্যাট মিলিয়ে ৪৫৫টি উইকেট তাঁর ঝুলিতে। তিনিই জিম্বাবোয়ের একমাত্র ক্রিকেটার যাঁর টেস্টে এক হাজার রান ও ১০০ উইকেট এবং ওয়ানডে ক্রিকেটে ২০০০ রান এবং ২০০ উইকেট রয়েছে। ২০০০ সালে দেশের অধিনায়কের দায়িত্বও পালন করেছেন তিনি। ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর পর বাংলাদেশ দলের কোচের ভূমিকাতেও দেখা গিয়েছিল তাঁকে।

# তিন পেনাল্টি নাকচ, রেফারির দিকে তেড়ে গেলেন রোনাল্ডো

**রিয়াধ:** এক, দু'বার নয়, তিন তিন বার ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পেনাল্টির আবেদন নাকচ করেছেন রেফারি। তাতে কী সিআর সেভেন শান্ত থাকার পাত্র? না তিনি শান্ত থাকেননি। এই ঘটনার পর বেজায় চটে যান পর্তুগিজ সুপারস্টার। কোনও রাখঢাক না করেই মাঠেই রেফারির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায় সিআর সেভেনকে। আর এই ঘটনা ঘটেছে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আল নাসের বনাম শাদাব আল আহলি ম্যাচে। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্লে অফে আরব আমিরশাহির দল আল আহলিকে ৪-২ ব্যবধানে হারিয়েছে আল নাসের। কিন্তু আল নাসেরের হয়ে এই ম্যাচে একটি গোলও করতে পারেননি রোনাল্ডো। তিন বার রেফারি তাঁর পেনাল্টির আবেদন খারিজ করায় বরং রেফারির দিকে তেড়ে ফুঁড়ে যান রোনাল্ডো।

আল নাসের বনাম শাদাব আল আহলি ম্যাচের প্রথমার্ধে রেফারি রোনাল্ডোর মোট ৩টি পেনাল্টি নাকচ করে দেন। তাতে আর মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারেননি রোনাল্ডো। ম্যাচের ৯ মিনিটের মাথায় আল আহলির দুই ডিফেন্ডার রোনাল্ডোকে দুই প্রান্ত থেকে ট্যাকেল করেন। তাতে তিনি মনে করেন, তাঁকে ফাউল করা হয়েছে। কিন্তু রেফারি রোনাল্ডোর আবেদনে সাড়া দেননি। এরপর ৪৬ মিনিটে সিআর সেভেনের সাইড ভলি আল আহলির এক ডিফেন্ডারের হাতে লেগে যায়। তাতেও রেফারি পেনাল্টি দেননি। তার মিনিট দু'য়েক পর রোনাল্ডোকে বক্সের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়। সে বারও পেনাল্টি দেওয়া হয়নি। তাই রেফারিদের উপর রোনাল্ডোর চিৎকার করতে থাকেন। সেই ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।রোনাল্ডো রাগ প্রকাশ করতে গিয়ে অপর এক ভিডিয়োতে বলতে থাকেন, 'ওয়েক আপ, ওয়েক আপ'। যার বাংলা তর্জমা করতে দাঁড়ায়, জেগে ওঠো। আল আহলির বিরুদ্ধে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো গোল না পেলেও এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মূলপর্বে পা রাখল তাঁর দল আল নাসের।

# বিশ্বকাপে মেলেনি ঠাঁই, হান্ড্রেডে দ্রুততম সেঞ্চুরিতে জবাব হ্যারি ব্রুকের

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** দল থেকে বাদ পড়ার জবাব মুখে না দিয়ে ব্যাট হাতে দিলেন ইংল্যান্ডের হ্যারি ব্রুক। ভারতের মাটিতে অক্টোবর-নভেম্বরে হতে চলা ওডিআই বিশ্বকাপের জন্য প্রাথমিক স্কোয়াড জমা দিয়েছে ইংল্যান্ড। তাতে নেই হ্যারি ব্রুকের নাম। এ বার যেন তারই প্রতিবাদ জানালেন হ্যারি। চলতি 'দ্য হান্ড্রেড'-এ রীতিমতো ঝড় তুললেন ইংল্যান্ডের তারকা ক্রিকেটার হ্যারি ব্রুক। ১০০ বলের জনপ্রিয় টুর্নামেন্ট 'দ্য হান্ড্রেড'-এ দ্রুততম শতরান হাঁকিয়েছেন হ্যারি ব্রুক।

২৪ বছর বয়সী হ্যারি ব্রুক চলতি দ্য হান্ড্রেডে নর্দার্ন সুপারচার্জার্সের হয়ে খেলছেন। ওয়েলস ফায়ারের বিরুদ্ধে টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেন নর্দার্ন সুপারচার্জার্সের অধিনায়ক ডেভিড উইজে। ৫ নম্বরে ব্যাট করতে নামেন হ্যারি ব্রুক। ৪১ বলে তিনি শতরানে পৌঁছে যান। যার ফলে এই টুর্নামেন্টে দ্রুততম শতরানের নজির গড়েন তিনি। শেষ অবধি ৪২ বলে ১০৫ রানে অপরাজিত থেকে মাঠ ছাড়েন হ্যারি। প্রথমে ব্যাটিং করে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৫৮ রান তোলে নর্দার্ন সুপারচার্জার্স। রান তাড়া করতে নেমে ১০ বল বাকি থাকতেই ১৫৯ রানের টার্গেট পূরণ করে ফেলে ওয়েলস ফায়ার। দল হারলেও ম্যাচের সেরার পুরস্কার পান হ্যারি ব্রুক। ওয়েলস ফায়ারের বিরুদ্ধে হ্যারি ব্রুকের স্ট্রাইক রেট ছিল ২৫০। তাঁর ব্যাটে আসে ১১টি চার ও ৭টি ছয়। ক্রিকেট মহলে অনেকেই বলছেন, এই ইনিংসের মাধ্যমে হ্যারি যেন ইসিবিকে বলে দিলেন তিনি বিশ্বকাপে খেলার জন্য তৈরি। ৫ সেপ্টেম্বর অবধি আইসিসিকে বিশ্বকাপের জন্য ১০ দল তাদের প্রাথমিক স্কোয়াড জমা দিতে পারবে। ইসিবি তাই হ্যারিকে নিয়ে আরও ভাবনাচিন্তা করতেই পারে। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন দুই কিংবদন্তি কেভিন পিটারসেন এবং মাইকেল ভনও মনে করেন হ্যারি ব্রুককে বিশ্বকাপের দলে রাখা উচিত। এই নিয়ে তাঁরা টুইটও করেছেন।

# প্রিমিয়ার লিগে বহু ক্লাবের বিপক্ষে এখনো গোল পাননি হলান্ড

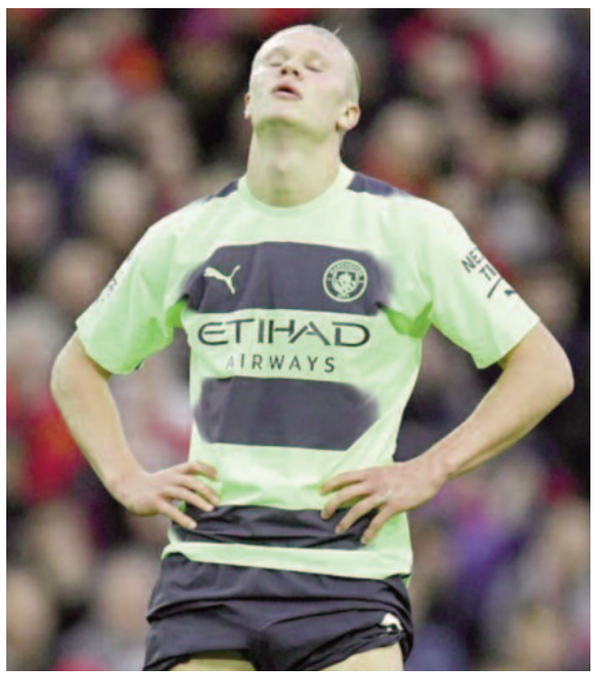

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** গত মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগে যোগ দিয়েই গোলের বন্যা বইয়ে দেন আর্লিং হলান্ড। প্রিমিয়ার লিগে ৩৫ ম্যাচ খেলে করেন ৩৬ গোল। এই গোলগুলো করার পথে একের পর এক রেকর্ড ভেঙেছেন নরওয়েজীয় তারকা।

তবে এর মধ্যেও তিনটি দল ছিল ব্যতিক্রম; যাদের বিপক্ষে দুই লেগ মিলিয়ে কোনো গোল করতে পারেননি হলান্ড। সব মিলিয়ে হলান্ড প্রিমিয়ার লিগে ১৯ দলের বিপক্ষে খেলে ১৬ দলের বিপক্ষেই গোল করেছেন। যে তিনটি দল অবনমনের শিকার হয়ে দ্বিতীয় স্তরে নেমে গেছে, সেই দলগুলোর বিপক্ষেও গোল পেয়েছিলেন হলান্ড।

গত মৌসুমে অবনমিত হওয়া তিনটি দল ছিল লেস্টার সিটি, লিডস এবং সাউদাম্পটন। যেখানে সাউদাম্পটনের বিপক্ষে দুই ম্যাচে করেছিলেন ৩ গোল, লিডসের বিপক্ষে দুই ম্যাচে ২ গোল এবং লেস্টারের বিপক্ষে এক ম্যাচ ২ গোল। এবার মৌসুম শুরুর আগে আগেরবারের তিন দল এবং চলতি মৌসুমে দ্বিতীয় স্তর থেকে উঠে আসা তিন দল মিলিয়ে মোট ৬ দলের বিপক্ষে গোল পাননি হলান্ড। এবারের মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগে উঠে আসা দুটি দল লুটন টাউন ও শেফিল্ড ইউনাইটেডের বিপক্ষে অবশ্য এখনো খেলেননি। আর গত মৌসুমে যে তিন দলের বিপক্ষে হলান্ড গোল পাননি, তারা হলো লিভারপুল, চেলসি এবং ব্রেন্টফোর্ড। তবে দ্বিতীয় স্তর থেকে উঠে আসা আরেক দল বার্নলির বিপক্ষে লিগ মৌসুমের উদ্বোধনী ম্যাচে করেছেন জোড়া গোল।

গত মৌসুমে লিভারপুলের বিপক্ষে দুই ম্যাচের একটিতে খেলতে পেরেছিলেন হলান্ড। দ্বিতীয় লেগের ম্যাচে নিজেদের মাঠে গোড়ালির চোটের কারণে খেলা হয়নি তাঁর। তবে অ্যানফিল্ডে অল রেডদের বিপক্ষে প্রথম লেগের ম্যাচে একরকম বোতলবন্দী হয়ে ছিলেন। সেই ম্যাচে রক্ষণে খেলে সবাইকে চমকে দেওয়া জেমস মিলনার কোনো সুযোগ দেননি হলান্ডকে। সেদিন হলান্ড কেন, সিটিই কোনো গোল করতে পারেনি। উল্টো মোহাম্মদ সালাহর দুর্দান্ত গোলে ১,০ ব্যবধানে হেরে মাঠ ছাড়তে হয়েছিল সিটিকে।

ব্রেন্টফোর্ডের বিপক্ষে হলান্ড এবং সিটির গল্পটা আরও শোচনীয়। এই দলটির বিপক্ষে দুই ম্যাচের দুটিতেই হেরেছে সিটি। তবে ব্রেন্টফোর্ডের বিপক্ষে এক ম্যাচে মাঠে নেমেছিলেন হলান্ড। সেই ম্যাচে ৯০ মিনিট মাঠে থেকেও কোনো পার্থক্য গড়তে পারেননি। ফিল ফোডেন সিটির হয়ে গোল করার পরও পেপ গার্দিওলার দল ম্যাচ হারে ২,১ ব্যবধানে। আর ১,০ গোলে হারা অন্য ম্যাচটিতে বেঞ্চে বসেই কাটান হলান্ড।

এবার আসা যাক চেলসি ম্যাচে। লন্ডনের ক্লাবটির বিপক্ষে দুই লেগেই ১,০ ব্যবধানে জয় পায় সিটি। তবে এর কোনোটিতেই গোল করা হয়নি হলান্ডের। একটিতে গোল করেছেন হুলিয়ান আলভারেজ এবং অন্যটিতে রিয়াদ মাহরেজ। একটি ম্যাচে হলান্ড অবশ্য নেমেছিলেন বদলি হিসেবে।

প্রিমিয়ার লিগে গোল করতে না পারা দলের সংখ্যা পাঁচ থেকে চারে নেমে আনার সুযোগ পরের ম্যাচেই পেতে যাচ্ছেন হলান্ড। আগামী রোববার শেফিল্ড ইউনাইটেডের বিপক্ষে খেলবে সিটি। সেই ম্যাচে হলান্ড গোল করতে পারেন কি না, এখন সেটাই দেখার অপেক্ষা।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

**নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড**-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
**RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**